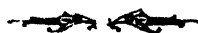
কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা



বৃটিশ সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান, সাহিত্য ও নীতি, সুশিক্ষা ও সুনীতি

প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা—

শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য-

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

সংস্কৃতপ্রেস্ ডিপজিটরী ;

৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

মূল্য কাগজে ১।৵০

কাপড়ে বাঁধা ১।৶০

প্রিণ্টার :—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌ ;
৭৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্,—কলিকাতা।

উৎসর্গ।

অশেষ-গুণালঙ্কৃত, পূজ্যপাদ—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এম, এ,

অধ্যাপক মহাশয় শ্রীচরণ-কমলেষু—

গুরুদেব,

গুরুসেবা এবং গুরুভক্তিদ্বারাই ভারত জগতী-তলে ধন্য হইয়াছে। এক্ষণে দেশ-মধ্যে আর সে গুরুসেবা নাই। কিন্তু গুরুভক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নাই। সেই গুরুভক্তির চিহ্নস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। পূজার ভাল মন্দ বিচার নাই; কারণ সেবকের শক্তিই তাহার মূল।

প্রণত :— শিষ্য

লেখক।

বিজ্ঞাপনী

"বালাদপি গ্রহীতব্যং যুক্তমুক্তং মনীষিভিঃ।
আদিত্যস্যোদয়ে কিং ন প্রদীপস্য প্রকাশনম্॥"

"What man begins for himself, God finishes for others. Indeed we can finish nothing. Others begin where we leave off, and carry on our work to a stage nearer perfection."

Samuel Smiles.

দেশ ও সমাজভেদে, অনেক বিষয়ে মানবের বহুবিধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ধারণার পার্থক্য থাকিলেও, এমন অনেকগুলি মূলতত্ত্ব (Fundamentals) আছে, যে সকল বিষয়ে প্রবল মত-বৈষম্য দেখা যায় না। সমাজ-রক্ষার জন্য সত্যকথন, পরোপকার, পিতৃমাতৃ-সেবা, আশ্রিত-প্রতিপালনপ্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে কর্ত্তব্যের ধারণা অনেক দেশেই একরূপ দেখা যায়।

এ পুস্তকে মানব-সমাজের অবশ্যপালনীয় কতকগুলি কর্ত্তব্যের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। সেই আলোচনায়, কোন ধর্ম্ম-মতের সহিত কোন প্রকার সংস্রব নাই। কেবল কর্ত্তব্য-বিশেষের আলোচনায়, কয়েকটি পৌরাণিক চরিত্রের অসাম্প্রদায়িক-(non-sectarian) ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

যাহাতে পুস্তকের ভাষা বঙ্গের সাধারণ-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট রুচিকর, এবং হাইস্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী

হয়, তদ্বিষয়ে লেখক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য বিষয় গুরুতর; এবং আলোচনাও সংক্ষেপে করিতে হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের যুগে পুস্তকখানি যদি আমাদের দেশের সুকুমারমতি বালক ও তরুণবয়স্ক যুবকদিগের মনে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার উদ্রেক করে, তাহা হইলে, লেখক এই পুস্তকখানি লিখিতে যে দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা সফল হইবে।

ভবানীপুর
২৪ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড
১৫ই জুলাই ১৯২২।

লেখক—

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	৭	বায়ূ	বায়ু
৬৫	২	অঙ্গপ্রতঙ্গ	অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
৬৬	১৬	নাসারন্ধে	নাসারন্ধ্রে
২৫৪	১১	বিচূ্যত	বিচ্যুত
২৫৫	১৯	সমবেতঃ	সমবেত

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা।

প্রথম অধ্যায়।



কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাই, কি বাহ্য-জগৎ, কি জীব-জগৎ, কি মানব-পরিবার, মানব সমাজ এবং ধরাতলের মানব রাজ্যসমূহ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র-ভাগ, সমগ্র-জীব, ভগবদ্‌বিহিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সমুজ্জ্বল আলোক-মালায় সতত উদ্ভাসিত রহিয়াছে। আমরা অনুক্ষণ দর্শন করিতেছি, ব্রহ্মাণ্ড-পতির সেই মঙ্গলময় বিধানের বিকাশ এই অনন্ত বিশ্বের অসীম নভোমণ্ডলে এবং ক্ষুদ্র ধরাতলে সমুজ্জ্বলরূপে সদা সুপ্রকাশিত রহিয়াছে; এবং ভগবদ্‌বিহিত কর্ত্তব্য-সাধনই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম, মানবের সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তির মূল, এবং মানব-সমাজের জীবন। আমরা যেন অনুক্ষণ শ্রবণ করিতেছি, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই অনন্ত, অসীম ব্রহ্মাণ্ড সমুচ্চস্বরে আমাদিগের নিকট ঘোষণা করিতেছে যে, সৃষ্ট-বস্তুনিচয়ের যথানির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব কর্ত্তব্য-পালনই বিশ্বপতির সৃষ্টিলীলা-সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং লোক-লোচন-ভগবদ্ভক্তিলাভের একমাত্র দ্বারস্বরূপ।

এই কর্ত্তব্যের যথাযথ সম্পাদন হইতেই সকল পরিবারের, সকল সমাজের এবং সকল রাজ্যের সর্ব্ববিধ সুখশান্তির উৎপত্তি। সেই যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য-সাধনের অভাবে কোন পরিবারে, কোন সমাজে বা কোন রাজ্যে কখন সুশৃঙ্খলা ও সুখশান্তি সুস্থাপিত হইতে পারে না। যে পরিবারে মাতাপিতা কর্ত্তব্য-পরায়ণ নহেন, সে পরিবারে বালক-বালিকাগণ শিষ্ট, সুশিক্ষিত এবং সুনীতি-পরায়ণ হয় না; এবং সে পরিবার-মধ্যে প্রায় কেহই সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। যে সমাজে কর্ত্তব্য-সাধনের অভাব পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থানে কলহ বিবাদ অনিবার্য্য, এবং সে সমাজের মানবগণকে সামাজিক সুখ-শান্তি-ভোগে বঞ্চিত হইয়া, সদা সশঙ্ক-চিত্তে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়।

বিচারপতি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ না হইলে, ধর্ম্মাধিকরণে তাঁহার ন্যায় মানবের নিকট বিচারপ্রার্থী কখন সুবিচার লাভের আশা করিতে পারে না। ব্যবহারাজীব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ না হইলে, বিচারপ্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে কখনও আশানুরূপ সাহায্য লাভ করিতে পারে না; এবং সকলেই তাদৃশ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন মানবের নিকট গমন করিতে সতর্কতা অবলম্বন করে। শক্তি-শালী সুচিকিৎসকও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ না হইলে, কোন মানবই তাদৃশ কর্ত্তব্যহীন লোকের হস্তে আপনার, স্ত্রী-পুত্রের এবং আত্মীয় স্বজনের জীবন-রক্ষার ভার অর্পণ করিতে সাহস করে না,—সাহস করিলেও অনেক সময় তাহাকে বিপন্ন হইতে হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হইলে, পাঠার্থী বালকগণের

ক্ষতির সীমা থাকে না। সুশিক্ষার অভাবে তাহাদিগের অমূল্য সময় বৃথা ব্যয়িত হয়। সে প্রকার চরিত্রহীন মানবের সংশ্রবে সুকুমারমতি স্বল্পবুদ্ধি বালকগণের চরিত্রের অবনতিরও সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে।

বালক কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হইলে, মাতাপিতা, গুরুজন এবং শিক্ষকের যথেষ্ট অশান্তির কারণ উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন বালকের সংখ্যা অধিক হইলে, তাদৃশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না; এবং সেই সকল কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন, অশিষ্ট, উচ্ছৃঙ্খল বালকের সংশ্রবে স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি অধ্যয়ন-নিরত বালকেরও চরিত্রের অবনতি উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সকল বালকের উপরই সকল পরিবারের, সকল সমাজের এবং সকল দেশের সমগ্র ভাবী উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

আপণে ব্যবসায়জীবী কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হইলে, ক্রেতাকে প্রতারিত হইতে হয়,এবং সে প্রকার কর্ত্তব্যহীন মানবের ব্যবসায়ও কখন বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে না। ভূস্বামী কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হইলে, সমাজের কৃষিজীবী মানবের ক্লেশ ও ক্ষতির অবধি থাকে না। তাহার ফলে তাহারা উত্তেজিত হইয়া দেশ-মধ্যে অরাজকতা ও অশান্তি বিস্তার করে। এই কারণেই বহু বৎসর পূর্ব্বে নীল-বিদ্রোহ এবং কয়েক মাস পূর্ব্বে অযোধ্যা-প্রদেশে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষিজীবী কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হইলে, ভূস্বামী ও স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু, শান্তপ্রকৃতি, অপর কৃষিজীবিগণের যথেষ্ট অশান্তি ও বিপদের কারণ উপস্থিত হয়।

রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হইলে, সে দেশে প্রজাপুঞ্জকে অতি ক্লেশে ও অশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। সে দেশের কোন প্রকার উন্নতিও সহজে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণেই পৃথিবীর সকল দেশ সমানভাবে সমুন্নত নহে; এবং সকল দেশের প্রজাপুঞ্জ সমান সুখশান্তি ভোগ করিতে পাইতেছে না। প্রজাকুল সাধারণতঃ কর্ত্তব্য-পরায়ণ না হইলে, সে দেশের রাজা, রাজকর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মপরায়ণ শান্তপ্রকৃতি প্রজাবর্গের আশঙ্কা ও অশান্তির সীমা থাকে না। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই, মানব-সমাজের প্রতিস্তরের কর্ত্তব্যসাধনের উপর সমগ্র সমাজের সুখশান্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

পরিবর্ত্তন জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। জগতের স্থাবর জঙ্গম সকল বস্তু, সকল জীব, বিশেষতঃ মানব এবং মানব-সমাজ সর্ব্বদাই সেই নিয়মের বশীভূত। এ জগতের শীতাতপ এবং জল বায়ুর অবস্থাও কখন অধিক দিন একভাবে চলে না। শীতের পর বসন্ত, বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা এবং বর্ষার পর শরৎ ঋতুর আবির্ভাব হইতেছে। শীত ও বসন্ত ঋতুতে আমাদিগের দেশে বায়ু স্থির, প্রায়শঃ ধীরভাবে প্রবাহিত হয়, গ্রীষ্মাগমে বায়ু সে স্থিরভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রায়ই চঞ্চলভাব ধারণ করে, কখন বা প্রচণ্ডভাব ধারণ করিয়া ঝটিকাকারে প্রবাহিত হয়; এবং আমাদিগের অনতিদৃঢ় গৃহগুলি ভূমিসাৎ করিয়া চলিয়া যায়। তৎকালে সে সকল গৃহের অধিবাসিগণের ক্লেশ ও বিপদের সীমা থাকে না। সেই ঝটিকার আশঙ্কা মনে রাখিয়া

পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগের তদনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

আমাদিগের দেহ এবং মনও সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনের অধীন। মানবদেহ কখন অধিক দিন একভাবে অবস্থিতি করে না, এবং মানবমন সর্ব্বদাই চঞ্চল; কদাচিৎ স্থিরভাব ধারণ করিয়া থাকে। মানব-সমাজেও সেই প্রকার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যে সুবিশাল রুশসাম্রাজ্য কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও পরাক্রান্ত জারদিগের করতলগত ও সুরক্ষিত, শান্তির লীলানিকেতন ছিল, অদ্য আর সে রুশসাম্রাজ্য নাই, সে জার নাই, সে সুরক্ষিত ভাব নাই, সে শান্তিও নাই। এক্ষণে সেই সুবিশাল রুশিয়া ঘোর বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের আকার ধারণ করিয়াছে; এক্ষণে রুশিয়া রণচণ্ডীর ভয়াবহ তাণ্ডবে সতত পূর্ণ; এক্ষণে রুশিয়া স্বীয় সন্তান-সন্ততির রক্তস্রোতে নিত্য প্লাবিত। এক্ষণে রুশিয়াবাসীই রুশিয়াবাসীর ঘোর শত্রু, কোন বহিঃশত্রুর অত্যাচার বা উৎপীড়নে রুশিয়ার বর্ত্তমান শোচনীয় দশা সমানীত হয় নাই।

পরাক্রান্ত বহিঃশত্রুর প্রতাপে মহাপ্রতাপশালী জর্ম্মন সম্রাজ্যেও ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আর সমগ্র পৃথিবী-সাম্রাজ্যাভিলাষী মহাবিক্রান্ত কাইসার জর্ম্মনিতে নাই; জর্ম্মনির সে রণদর্প নাই; সে মহাশক্তি রণতরীশ্রেণীও আর নাই। এক্ষণে রুশিয়ার ন্যায় জর্ম্মনিও রাজহীন; কিন্তু রুশিয়ার ন্যায় অরাজক নহে। জর্ম্মন-শোণিত-প্রবাহ জর্ম্মন ভূমিকে প্লাবিত ও কলঙ্কিত করিতেছে না; রুশিয়াবাসীর ন্যায় জর্ম্মন-গণকে কোন অমানুষিক দুঃখ ক্লেশও সহ্য করিতে হইতেছে না।

জর্ম্মন জাতি বহিঃশত্রু দ্বারা পরাজিত হইলেও বিধ্বস্ত হয় নাই; এবং সেই দুর্দ্দৈবেও পূর্ব্বের ন্যায় স্থির ও ধীরভাবে চলিতেছে। অসামান্য-শক্তিশালী মনস্বী জর্ম্মনগণ এই দুর্দ্দৈবেও পূর্ব্ববৎ সকলে মিলিত হইয়া, স্বদেশের মঙ্গল সাধনে নিরত রহিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী এই দুইটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা পরিদর্শন করিয়া, আমরা অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারি।

কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা।



কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিকাশ বাহ্যপ্রকৃতিতে।

ব্রহ্মাণ্ডের যেদিকেই আমরা অভিনিবেশ-সহকারে দৃষ্টিপাত করি, সেইদিকেই দেখিতে পাই, এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডপতির একটি অসীম কর্ম্মশালা। এই কর্ম্মশালায় কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ,—তাঁহার সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ এবং প্রাণী ব্রহ্মাণ্ডের হিতকর কার্য্যসাধনে সতত নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কেহই বৃথা সৃষ্ট হয় নাই; এবং কেহই নিষ্কর্ম্মা হইয়া কালাতিপাত করিতেছে না। এই অসীম বিশ্বরাজ্যে সুবৃহৎ সূর্য্য-চন্দ্রাদি গ্রহ ও উপগ্রহগণ অনন্ত নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া, যেরূপ ভাবে বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, এই বিশাল বসুধাতলেও অপার বারিধিমালা, উত্তুঙ্গ ভূধরশ্রেণী, উন্নতশির বনস্পতিগণ, ক্ষুদ্র তৃণলতা সমূহ, উচ্চ নীচ প্রাণিগণ, এমন কি অতি ক্ষুদ্র বালুকাকণাও ঠিক সেইরূপ ভাবে তাঁহারই কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছে।

এই কারণে যে সকল মানব প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন কার্য্যই তাঁহাদিগের নিজের বলিয়া জ্ঞান করেন

না; এবং তাহার ফলাফলের জন্যও তাঁহারা কখনও ব্যগ্র হন না।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" *

(গীতা)

তাঁহারা বুঝিয়াছেন, বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত রচনা-কৌশলে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তু,—কোন প্রাণীই তাহার নিজের জন্য সৃষ্ট হয় নাই; এবং তাহারা যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাহাও তাহাদিগের নিজের জন্য নহে।

পিবন্তি নদ্যঃ স্বয়মেব নোদকং †

স্বয়ং ন খাদন্তি ফলানি বৃক্ষাঃ।

ধারাধরো বর্ষতি নাত্মহেতবে

পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ॥

তাঁহারা দেখেন, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কিয়দংশকে রক্ষা এবং আলোকিত করিবার নিমিত্তই দিবাকর প্রতিদিন যথানিয়মে গগনমার্গে সমুদিত হইতেছেন। সেই দিবাকরের কিরণমালা ভূমণ্ডলস্থ উদ্ভিদ্ এবং জীব-জগতের জীবন-রক্ষা এবং কার্য্য-শক্তি প্রদান করিতেছে। ঘোর নৈশ অন্ধকার বিদূরিত করিবার নিমিত্ত নিশাকালে চন্দ্রমা এবং অগণিত তারকামালা নভোমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তাহাদিগের ক্ষীণালোকে দূরপথ-

---

* কর্ম্মেই মানবের অধিকার, তাহার ফল-লাভে কোন অধিকার নাই।

† স্রোতস্বিনী জলভারে পূর্ণা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু সে জল সে স্বয়ং পান করে না; বৃক্ষগুলি ফল সম্ভারে পূর্ণ হয়, কিন্তু সে সকল ফল তাহারা ভক্ষণ করে না। মেঘমালা আপনার জন্য বারি বর্ষণ করিতেছে না। সাধুগণের সমগ্র সম্পত্তিই পরোপকারের নিমিত্ত।

গামী পর্য্যাটক এবং নিশাচর প্রাণিগণ ধরাবক্ষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইতেছে; কিন্তু তদ্দ্বারা জীব-সাধারণের বিশ্রাম-সুখ-ভোগের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে না। অনন্ত বায়ূ-সমুদ্র সতত এই ভূমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া, ভূমণ্ডলবাসী জীব এবং উদ্ভিজ্জগণের জীবন রক্ষা করিতেছে। তাহার তরঙ্গ-স্রোতঃ সতত প্রবাহিত হইয়া, সেই সকল জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। বায়ূ-সমুদ্রের ন্যায় অসীম জলধিও এই ভূমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে স্থলবাসী জীব এবং উদ্ভিজ্জ-জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে; অসংখ্য জলচর জীবকে স্বীয় বক্ষে আশ্রয় দান করিতেছে; এবং মানবের অর্ণব-পোত-সমূহ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে বহন করিতেছে। জলধি হইতে সৌরকর-সংযোগে সমুৎপন্ন মেঘমালাই ভূমণ্ডলের প্রায় সমস্ত নির্ম্মল জলরাশির উৎপত্তির কারণ।

স্থলভাগে গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা ও ক্ষুদ্রকায় শৈলগণ এই ভূমণ্ডলকে,—ভূমণ্ডলস্থ জনপদ-সমূহকে—সতত রক্ষা করিতেছে; এবং সতত তাহাদিগের শীতাতপের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। তাহারাই জীবের জীবন সুনির্ম্মল পানীয়-জলের প্রস্রবণ এবং নদ-নদীর জন্মদাতা। সেই সকল ভূধর-শ্রেণী হইতে উৎপন্ন সহস্র সহস্র স্রোতস্বতী শত শত যোজন পথ,—অসংখ্য জনপদ অতিক্রম করিয়া, অবিরত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। তাহারা স্ব স্ব গমনপথবর্ত্তী অসংখ্য জনপদ এবং অরণ্যবাসী জীবগণকে সুপেয় জল দান করিয়া, তাহাদিগের তৃষ্ণা দূর করিতেছে। তাহারা উভয় তীরবর্ত্তী বসুন্ধরাকে শ্যামল ও স্বর্ণবর্ণ-শস্য-সম্পদে

এবং রমণীয় তরুলতায় বিভূষিত করিতেছে,—সমগ্র জনপদকে ধনধান্যে পূর্ণ করিতেছে। তাহারা মানবের নানা পণ্য-পূর্ণ বাণিজ্য-তরণী বহন করিয়া, সতত মানবকুলের সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিতেছে।

সমুন্নত বনস্পতিগণ বনচারী অগণ্য জীবকে নিশাকালে আশ্রয় এবং ক্ষুধার সময় সুখাদ্য ভক্ষ্য দান করিতেছে। তাহারা মানবের আবাসস্থান সুরম্য হর্ম্ম্যমালা এবং ক্ষুদ্র পর্ণশালা নির্ম্মাণের নিমিত্ত স্বীয় অঙ্গ প্রতঙ্গ এবং দেহ পর্য্যন্ত দান করিয়া, মানবগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। জনপদ-জাত পাদপরাজির কেহ কেহ ফল ভারে অবনত হইয়া জীবের অনায়াস-লভ্য সুখাদ্য খাদ্যসম্ভার বহন করিয়া, জনপদের নানাস্থানে দণ্ডায়-মান রহিয়াছে। যাহারা সে সম্পদে বঞ্চিত, তাহারাও বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাপদগ্ধ জীবগণকে ছায়া এবং নিরাশ্রয় জীবগণকে আশ্রয় দান করিতেছে। ক্ষুদ্র তৃণলতা তাহাদিগের ক্ষুদ্র দেহ দান করিয়া, তৃণভোজী প্রাণিগণের ক্ষুধা দূর করিতেছে। অতিক্ষুদ্র বালুকাকণাও তাহার কার্য্য সম্পাদনে কখন বিরত নহে। সেও তাহার সজাতীয় কণা-সমূহের সহিত মিলিত হইয়া, স্থলবাসী জীবগণের আবাসস্থান স্থলভূমির নির্ম্মাণ-কার্য্যে সতত নিযুক্ত রহিয়াছে। এই ফলশস্যপূর্ণা সুবিশাল-ধরিত্রী সতত জননীর ন্যায় অনন্তজীব-জগৎকে সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,—এবং তাহাদিগের জন্য সর্ব্বদা অপরিমেয় খাদ্যসম্ভার বহন করিতেছেন।

কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার বিকাশ জীব-জগতে।

জীব-জগতে জীবকুল অজ্ঞাতসারে জগদীশ্বরের প্রাণিজগৎকে অবিরত সযত্নে বর্দ্ধন ও পালন করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই সর্ব্বদা মানবের অশেষ কল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। মানব ও মানব-শিশুর জীবন-ধারণের জন্য গো-মহিষাদি গ্রাম্য-পশুগণ তাহাদিগের সন্তানগণকে পোষণ করিয়া উদ্বৃত্ত অমৃতোপম দুগ্ধ মানবকে প্রদান করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে বহুক্লেশে ভূমিকর্ষণ করিয়া মানবের জীবনোপায় শস্যসম্পদে বসুন্ধরাকে পূর্ণ করিতেছে। কেহ কেহ মানবকে পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া, তাহাকে পথ-পর্য্যটনের ক্লেশ হইতে রক্ষা করিতেছে। যাহারা সে শক্তিতে বঞ্চিত, তাহারা আপনাদিগের ঊর্ণারাশি দান করিয়া, মানবকে শীতের ক্লেশ হইতে রক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই মানবের পণ্যরাশি বহন করিয়া সর্ব্বদা মানবকুলের ধন-সমৃদ্ধি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত করিতেছে। সারমেয়গণ বেতনভোগী ভৃত্যের ন্যায় মানবের গৃহে অবস্থান করিয়া, তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্যের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। মার্জ্জারও গৃহী মানবের অনিষ্টকারী মূষিককুলকে বিনষ্ট করিয়া, তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার সাধন করে।

গ্রাম্য-পশুর ত কথাই নাই,—নিতান্ত নিকৃষ্ট প্রাণিগণ এবং স্বভাবতঃ ভীষণ, হিংস্রপ্রকৃতি জলচর এবং স্থলচর জীবগণও

অজ্ঞাতসারে জীব-সাধারণের অশেষ কল্যাণ-সাধনে সতত নিযুক্ত রহিয়াছে। কুম্ভীর-কচ্ছপাদি জলচর জীবগণ জল-মধ্যস্থ দূষিত এবং গলিত পদার্থ ভক্ষণ করিয়া, সতত জীবের পানীয় জলের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতেছে। গৃধ্র-বায়সাদি বিমানচর পক্ষিগণ এবং তরক্ষু-শৃগালাদি বনে-চর পশুগণ গলিত জীবদেহ ভক্ষণ করিয়া, জীবের জীবনোপম বায়ুরাশির সতত নির্ম্মলতা সাধন করিতেছে। খল-স্বভাব ভীষণ বিষধর সর্পকুলও সেই বায়ুর নির্ম্মলতা সাধনে সহায়তা করিতেছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে, তাহারা বায়ু হইতে একপ্রকার বিষবৎ অনিষ্টকারী দূষিত বাষ্প (carbonic-acid gas) সংগ্রহ করিয়া, আপনাদিগের বিষসঞ্চয় করে। তাহাদিগের সঞ্চিত সেই ভীষণ হলাহল ও অনেক সময় মানবের জীবন রক্ষার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যে দেশে অরণ্যের পরিমাণ যেরূপ অধিক, সে দেশে সেইরূপ অধিক পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়। প্রচুর বারিপাত না হইলে, উদ্ভিদ্‌গণ সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না; এবং উদ্ভিজ্জভোজী জীবগণের প্রাণ-ধারণের ক্লেশ উপস্থিত হয়। ভীষণস্বভাব সিংহব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণ সেই অরণ্য ভূমির রক্ষাকার্য্যে সতত নিযুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং মানবগণ ইচ্ছা করিলেই সহজে সে সকল বনপ্রদেশ হইতে বৃক্ষ ছেদন করিয়া অরণ্যভূমির ধ্বংস সাধন করিতে পারিতেছে না। এক্ষণে সুসভ্য দেশের নরপতিগণ সেই অরণ্য-রক্ষার্থ বহু রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহারা সেই সকল অরণ্যভূমি সর্ব্বদা

সযত্নে রক্ষা করিতেছে। ক্ষুদ্র কিঞ্চুলুকও ধরিত্রীকে শস্য-শালিনী করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র ভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতেছে। ঘৃণিত গন্ধ-মূষিক অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গাদি বিনষ্ট করিয়া সতত সেই শস্যকে রক্ষা করিতেছে।

মানবের কর্ত্তব্য-সাধন।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই, ব্রহ্মাণ্ডপতির সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ ও প্রাণিগণ তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডের হিত সাধন-জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে; এবং জগতের হিতসাধন-ব্রতই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাহাদিগের প্রধান বা একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা মানব, ভূমণ্ডলের জীবগণের মধ্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছি; সুতরাং জগতের হিতসাধন কার্য্যে আমাদিগের কর্ত্তব্যও সেই পরিমাণে অধিকতর হইয়াছে। মনুষ্যেতর জীবের কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ; কিন্তু আমাদিগের কর্ত্তব্য অসীম। মনুষ্যেতর জীবগণ পশুবুদ্ধির বশীভূত হইয়া অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। কিন্তু মানব, বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন এবং কিয়ৎপরিমাণ স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হওয়ায় কর্ত্তব্য-সাধন তাহার ইচ্ছাধীন হইয়াছে। এই কারণেই কর্ত্তব্যসাধন মানব-জীবনের প্রধান বা একমাত্র লক্ষ্য হইলেও, তাহা সম্পাদন করা, মানবের পক্ষে বড়ই কঠিন কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, ইচ্ছাধীন কার্য্যের সম্পাদন অথবা অসম্পাদন কর্ত্তার ইচ্ছার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ইতর জীবের

কর্ত্তব্য সাধনে অনেক সময়েই বিশেষ ক্লেশ নাই; কিন্তু মানবের কর্ত্তব্য-সাধনে অনেক সময়েই যথেষ্ট ক্লেশ ও বিপদ সহ্য করিতে হয়।

এই ভূমণ্ডল মানবের সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্র এবং সুবৃহৎ পরীক্ষা-মন্দির। এস্থানে সকল মানবকেই সর্ব্বদা নানাবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়; এবং তাহাকে সেই কর্ম্ম-সম্পাদনের যোগ্যতার পরীক্ষা-ক্ষেত্রেও উপস্থিত হইতে হয়। জীবনধারণের নিমিত্ত মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় পানভোজনাদি ব্যতীত মানবের অধিকাংশ কার্য্যই অবশ্যকরণীয়। সেই সকল কর্ত্তব্য-কার্য্য-ব্যতীত মানব অপর যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে, তাহার অধিকাংশই অকার্য্য; এই কারণে কর্ত্তব্য-সম্পাদন এবং সেই কার্য্যে যোগ্যতার পরীক্ষাও মানবের পক্ষে বড়ই কঠিন। সহস্র সহস্র সুপণ্ডিত শক্তিশালী মানবও সে পরীক্ষায় সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছেন না; তাঁহাদিগকেও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পরীক্ষা-মন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইতেছে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার প্রধান অন্তরায় আলস্য। যে বালক সেই আলস্যকে পরাজিত করিয়া, শ্রমশীল হইতে সমর্থ হন, তিনিই সকল সময়ে পরীক্ষা-মন্দিরেও কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যার্জ্জনে আলস্যের ন্যায় মানবের কর্ত্তব্যসাধনেও অনেকগুলি অন্তরায় আছে। তন্মধ্যে কামক্রোধাদি রিপুগণ এবং স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি নীচ মনোবৃত্তি-নিচয় প্রধান। নীচ মনোবৃত্তি-সমূহ রিপুগণেরই সন্তান-সন্ততি; কিন্তু অবশেষে

তাহারা পিতার ন্যায়ই প্রবল হইয়া উঠে। লোভ হইতেই স্বার্থ-পরতার উৎপত্তি ; কিন্তু যখন উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া উঠে, তখন শক্তিতে লোভকেও অতিক্রম করে। আলস্য বিদ্যার্জ্জনের ন্যায় কর্ত্তব্য-সাধন পথেও একটি প্রধান শত্রু। শ্রমবিমুখ মানব কখন কর্ত্তব্য সম্পাদনের আয়াস গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে ; এবং সে ক্লেশ সহ্য করিতেও তাহার কখন প্রবৃত্তি হয় না।

এই সকল কারণেই সমুন্নত এবং সুপণ্ডিত, শক্তিশালী মানবের মধ্যেও অনেকেই বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশলেরপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোন প্রবল রিপু অথবা কোন নীচ মনোবৃত্তির দাস হইয়া কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইয়া পড়েন। এই শ্রেণীর মানবের কেহ কেহ স্বার্থপরতার দাস। তাঁহারা স্বার্থান্ধ হইয়া প্রায় সকল কার্য্যেই আপনাদিগের স্বার্থসাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। এই স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই প্রবল দুর্ব্বল প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে ; সুবিশাল জনপদের অধিপতি অসীম ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ হইয়াও পার্শ্ববর্ত্তী সহায় সম্পদহীন ক্ষুদ্ররাজ্য আত্মসাৎ করিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য অধিকতর বর্দ্ধিত করিতেছে। কিন্তু তাহারা এই ঘোর কর্ত্তব্যহানির বিষময় ফলের বিষয় কখন চিন্তা করিয়া দেখে না।

কর্ত্তব্যহানি হইতেই স্বর্ণ-লঙ্কার অধিপতি, অপ্রতিহতপ্রভাব, রাক্ষসরাজ রাবণ সবংশে বিনষ্ট এবং স্বর্ণ-লঙ্কা শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। এই কর্ত্তব্যহানির জন্যই কুরুপতি দুর্য্যোধন

কুরুক্ষেত্রমহাসমরে সুবিশাল কুরুকুল এবং ভারতের প্রায় সমগ্র ক্ষত্রকুলকে নির্ম্মূল করিয়া আপনাকেও সেই সমরানলে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মহীন রাক্ষসরাজ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ সহোদর বিভীষণের সদুপদেশে কর্ণপাত করেন নাই; প্রত্যুত তাঁহার যথোচিত অবমাননাই করিয়াছিলেন। কুরুপতি স্বার্থান্ধ হইয়া আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সুপরামর্শ গ্রহণ করিতেও সমর্থ হন নাই। তাঁহারা উভয়েই সুবিশাল জনপদের অধীশ্বর ছিলেন—কেহই নির্ব্বোধ ছিলেন না। এই প্রভূত শক্তিশালী মানবদ্বয়ের কেহই স্বার্থের প্রলোভনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই; তথাপি তাঁহারা রণভূমিতে মহাবল শত্রু এবং বহু রাজ্যাধিপতিকে পরাজিত করিয়া, সুবিশাল রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অন্তঃশত্রুকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হওয়ায়, তাঁহাদিগের অভ্যুদয় অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ম্যাসিডনপতি আলেকজাণ্ডার ভুবনবিজয়ী হইয়াও আত্মবিজয়ী হইতে সমর্থ হন নাই। আত্ম-সংযমের অভাবে তাঁহাকেও রাক্ষসরাজ রাবণ এবং কুরুপতি দুর্য্যোধনের ন্যায় অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইতে হইয়াছিল।

অতএব যে মানব অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজিত করিয়া আত্মবিজয়ী হইতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত বিক্রমশালী বীরপুরুষ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তিনিই এ জগতে অবিচলিত-ভাবে কর্ত্তব্যসাধন করিয়া, সর্ব্বদা নির্ম্মল আনন্দ এবং পবিত্র সুখশান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ হন। ভারতবাসী আর্য্যজাতির সমুন্নতির প্রারম্ভে মহর্ষি বাল্মীকি হিন্দুর

আদর্শগ্রন্থ রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তৎপরে যে সময় প্রাচীন ভারতবাসী আর্য্যগণ কালবশে কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভারতে জরাসন্ধ, কংস, শিশুপাল ও দুর্য্যোধনের ন্যায় কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন, স্বার্থান্ধ ক্ষত্ররাজগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে ভারতের ক্ষাত্রশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সেই সময় মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর এই দুই গ্রন্থই কর্ত্তব্যসাধনের অপূর্ব্ব উপাখ্যানমালায় পূর্ণ। মানবের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এবংবিধ সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তমালা যখন আমাদিগের স্বদেশেই বর্ত্তমান রহিয়াছে—তখন কর্ত্তব্য শিক্ষার জন্য আমাদিগের আর পর-দেশবাসী ও পর-দেশীয় গ্রন্থের আশ্রয় অবলম্বন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ দুই মহাগ্রন্থই তাহাদিগের সৃষ্টিকাল হইতে হিন্দুর গৃহে গৃহে সাদরে পঠিত হইতেছে। তথাপি কাল-সহকারে মানবের হৃদয়-নিহিত দুর্দ্দান্ত রিপুকুল প্রবল হইয়া, পুনরায় হিন্দুগণকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিয়াছিল; এবং তৎপ্রভাবে কনোজপতি জয়চন্দ্রের দুর্ব্বুদ্ধি হইতেই ভারতের দুরবস্থার সূত্রপাত হইয়াছে। হিন্দুগণ আবার যখন নীচ মনোবৃত্তি ও প্রবল রিপুগণকে দমন করিয়া, অবিচলিত ভাবে কর্ত্তব্যপথে বিচরণ করিতে শিক্ষা করিবেন, তখন তাঁহাদিগের অস্তমিত গৌরব-রবি পুনরায় ভারতাকাশে সমুদিত হইবে।

মানব জাতির কর্ত্তব্য-সাধন।

যে সময় রামায়ণ এবং মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তৎকালে হিন্দুজাতি উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করিতেছিলেন। সমুন্নত জাতি ভিন্ন কর্ত্তব্যের প্রকৃত মর্য্যাদা ধারণা করা, সাধারণ মানবের পক্ষে কখন সম্ভব নহে। সে সময় হিন্দুর বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, দর্শন, চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রভৃতি মানবের মনুষ্যত্ব এবং মহত্বের পরিবর্দ্ধক শাস্ত্রনিচয়ের রচনার ভিত্তিভূমি স্থাপিত হইতেছিল। সে সময় আর্য্য জাতির প্রধান শাখা ব্রাহ্মণগণ-মধ্যে সুপণ্ডিত ঋষিগণ সাংসারিক সুখাভিলাষ এবং ঐশ্বর্য্যভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশের উন্নতি ও মঙ্গলসাধনরূপ কর্ত্তব্যভার আপনাদিগের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, রাজ্য-ভোগকেও তৃণবৎ তুচ্ছ পদার্থের ন্যায় জ্ঞান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতীয় আর্য্য জাতির সমুন্নতির সময় ব্রাহ্মণ ঋষিগণই ঐ সকল শাস্ত্রের রচনা এবং দেশমধ্যে সেই সকল বিষয়ের জ্ঞানের বিস্তারে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-কুমারগণের বিদ্যাশিক্ষা এবং চরিত্র-গঠনের ভার তৎকালে তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত রাজনীতি-বিশারদ ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্ররাজগণের সর্ব্ববিধ রাজকার্য্য-পরিচালনে প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী ক্ষত্র এবং বৈশ্যজাতির নিকট জীবন

ধারণের উপযোগী একমুষ্টি উদরান্ন ভিন্ন অন্যবিধ প্রত্যুপকার কখন গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে বিদ্যা এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ অর্থগ্রহণ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ এবং দুষ্কার্য্য-মধ্যে পরিগণিত ছিল। * এখনও আমা-দিগের দেশের অধিকাংশ অধ্যাপকই সেই প্রাচীন সুনীতির অনুসরণ করিতেছেন।

তৎকালের ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই সুপণ্ডিত এবং শান্তিপ্রিয় হইলেও রণশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন না এবং ব্রাহ্মণজাতিও বীরশূন্য ছিল না। আমরা দেখিতে পাই, ত্রেতাযুগে ভৃগু-কুলোদ্ভব পরশুরাম ব্রাহ্মণকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মহাবল ক্ষত্ররাজগণের বহু-বিবাদ এবং তাঁহার হস্তে বহুবার পরাজয়ের ইতিবৃত্ত হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহা হইলেও ভার্গব রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া এক-দিনের জন্যও কোন ক্ষত্ররাজ্য আত্মসাৎ করিয়া স্বয়ং রাজপদে অভিষিক্ত হন নাই; ক্ষত্র-রাজগণের নিকট গৃহীত অসীম ধনরত্ন সমস্তই তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন; কিন্তু এই মহাপুরুষ স্বয়ং চিরদিন দরিদ্র ব্রাহ্মণই ছিলেন। দ্বাপরযুগেও দ্রোণ, কৃপ এবং অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারথ

---

* যো বিদ্যাবিক্রয়ী বিপ্রো যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যঃ কন্যাবিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ॥

প্রাচীনস্মৃতি (পরাশর)

যে বিপ্র বিদ্যা, ধর্ম্ম এবং কন্যা বিক্রয় করেন, তিনি বিষহীন সর্পের ন্যায়।

দ্রোণ কৌরবগণের রণশাস্ত্র-শিক্ষার আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন; কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে কুরু-পিতামহ মহারথ ভীষ্মের পতনের পর দ্রোণাচার্য্যই সুবিশাল কুরুসেনার নেতৃপদে বৃত হইলেন। তৎপূর্ব্বেও কৃপাচার্য্যের পিতা মহর্ষি শরদ্বান্, দ্রোণের পিতা মহর্ষি ভরদ্বাজ এবং তাঁহার শিষ্য এবং দ্রোণের গুরু মহর্ষি অগ্নিবেশ, সকলেই সমর-শাস্ত্রে সুপারদর্শী এবং ক্ষত্র ভূপতিগণের শস্ত্রাচার্য্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, তৎকালের ব্রাহ্মণগণ অপরাপর বিদ্যার ন্যায় রণশাস্ত্রেরও অনুশীলনে নিরত থাকিতেন; এবং তদ্বিষয়েও ক্ষত্রগণের ন্যায় উৎকর্ষলাভ করিতেন। কিন্তু তৎকালের ইতিবৃত্তে আমরা ব্রাহ্মণরাজ্যের অস্তিত্ব প্রায়ই দেখিতে পাই না। মহারথ দ্রোণ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন; এবং দারিদ্র্যের উদাহরণ স্বরূপ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার দুগ্ধপান আমাদিগের দেশে জন-প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই তাঁহার ন্যায় দারিদ্র্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, সাংসারিক সুখভোগ সর্ব্ববিধ মানসিক উন্নতি এবং কর্ত্তব্যসাধনের পরিপন্থী; বিলাসিতা সর্ব্ববিধ উন্নতির ধ্বংস-সাধন করে। এইপ্রকার নির্লোভ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য যে প্রাচীন আর্য্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। সভ্যজগতের সর্ব্বদেশে, সর্ব্বসমাজেই সে প্রকার লোভবিজয়ী চরিত্রবান্ সুপণ্ডিত পুরুষগণ চিরদিনই প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবেন।

এক সময় বিশাল মুসলমান-সাম্রাজ্য পশ্চিমভাগে আট-লাণ্টিক মহাসাগরের তীরভূমি হইতে পূর্ব্বভাগে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সমস্ত দক্ষিণাংশ, আফ্রিকার সমগ্র উত্তর ভাগ এবং এসিয়া মহাদেশের অধিকাংশ ভূভাগই সেই সুবিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। মহাপুরুষ মহম্মদের জীবদ্দশায় সে সাম্রাজ্যের প্রারম্ভমাত্র; সে সময় তাহাকে সাম্রাজ্য-নামেও অভিহিত করা যায় না। তাঁহার তিরোভাবের পর সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ দুই জন মহাপুরুষ ক্রমান্বয়ে কালিফের পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। প্রথম আবুবেকার সিদ্দিক, দ্বিতীয় ওমার ফারুক। তাঁহারা চরিত্রবলে মুসলমান-সমাজে যথাক্রমে 'সিদ্দিক' অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ এবং 'ফারুক' বা ন্যায়নিষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; অদ্যাবধি তাঁহারা মুসলমান সমাজে দেববৎ পূজিত হইতেছেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের অসামান্য চরিত্র-বলেই বিশাল মুসলমান-সাম্রাজ্য গঠিত এবং ধরাতলে সুবিস্তৃত হইয়াছিল। ঈদৃশ চরিত্রবান্ নেতার অভাবে সেই সুবিশাল সাম্রাজ্যও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। ওমার এ প্রকার নির্লোভ এবং সাংসারিক সুখভোগে অনাসক্ত ছিলেন যে, তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের নেতৃপদে সমাসীন হইয়াও দরিদ্র ফকিরের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, সর্ব্বত্র পদব্রজে বিচরণ করিতেন; সমরাভিযানকালেও কখন অশ্বাদি যানবাহনে আরোহণ করিতেন না। বিশ্রামের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তিনি কোন মস্‌জিদের সোপানদেশে অথবা তরুতলে শয়ন করিয়া, বিশ্রামসুখ ভোগ করিতেন। সেই ন্যায়নিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ

মহাপুরুষের তিরোভাবের সহিত নবপ্রতিষ্ঠিত সুবিশাল মুসলমান-সাম্রাজ্যও হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল; এবং তাঁহার তিরোভাবের কিছুকাল পরেই সে সাম্রাজ্যে গৃহবিবাদ এবং ভাবী পতনের সূচনা হইতে লাগিল। কর্ত্তব্যহানি এবং বিলাসিতা হিন্দু-সমাজের ন্যায় মুসলমান-সমাজেও প্রবেশ লাভ করিয়া, তাঁহা-দিগের সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও বিগতশ্রী করিয়াছে; এবং এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

কেবল হিন্দু মুসলমান নহে,—জগতের সমুন্নত জাতিনিচয়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, চরিত্রবলের ন্যায় মহতী শক্তি মনুষ্যসমাজে আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার নিকট ধনীর ধনগর্ব্ব, বীরের বাহুবল, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এবং রাজার শক্তিকেও মস্তক অবনত করিতে হয়। মানব-হৃদয়ে এই মহতী শক্তির ভিত্তিভূমি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা; মানবকে বিদ্যানুশীলনের ন্যায় বাল্যজীবন হইতেই এই গুণেরও যথাযথ অনুশীলন দ্বারা যত্ন-সহকারে চরিত্র গঠন করিতে হয়। প্রাচীন ভারতের আর্য্যকুমারগণ বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া, বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে অবস্থান করিতেন; সে স্থানে সদ্‌গুরুর উপদেশ এবং আদর্শজীবন দ্বারা আর্য্য কুমারগণের বিদ্যার ন্যায় ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ এবং সুসভ্য মানবোচিত সচ্চ-রিত্র গঠিত হইত। তাঁহাদিগের অনেকেই সেই সুগঠিত চরিত্রবলে যাবজ্জীবন মানব-জীবনের অবশ্য সম্পাদ্য সকল কার্য্যেই সুপরি-চালিত হইতেন। * এই প্রকারে অধিকাংশ আর্য্যকুমার গুরুর

* We are out against an Education that has killed the ancient

আদর্শানুসরণে বাল্যেই সাংসারিক সুখভোগে অনাসক্ত এবং বিলাসিতার প্রতি বীতরাগ হইতে অভ্যস্ত হইতেন। সেই জন্য সর্ব্ববিধ সমুন্নতিধ্বংসী বিলাসিতা বহুকাল পর্য্যন্ত আর্য্য-সমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, এবং অধিকাংশ ক্ষত্র ও বৈশ্য সন্তান ব্রাহ্মণগণের সহিত সমভাবেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং চরিত্রবান্ পুরুষে পরিণত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারাও ব্রাহ্মণগণের ন্যায় স্বদেশের সেবায় স্বীয় জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ক্ষত্রগণ অপরাপর বিদ্যার ন্যায় রণশাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া, স্বদেশের শাসন ও রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন; এবং সেই কর্ত্তব্যসাধনে অকাতরে জীবন দান করিতে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। ক্ষত্ররাজগণের অধিকাংশই সুশিক্ষিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং চরিত্রবান্ হওয়ায় ভারতে প্রজাপীড়ন প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইত না। নরপতিগণ প্রজারঞ্জক ছিলেন বলিয়াই 'রাজা' এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং প্রকৃতিপুঞ্জও তাঁহাদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিপরায়ণ হইত। এই প্রকারে অধিকাংশ রাজ্য মধ্যেই সর্ব্বদা শান্তি সুস্থাপিত হওয়ায় ক্ষত্র-রাজগণের অনেকেই সুবৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ

Gurukul, where training of character had a foremost place, and has substituted for it a soulless Godless system, under which the moulding of his student's character is no part of the teacher's concern.

University Education in Calcutta — Rev, W.E. Holland, Principal, St. Paul's School & College.
Statesman, 1st February, 1918.

হইয়াছিলেন। এক সময় হিন্দু রাজগণ ভারতের বহির্ভাগে গান্ধার, বাহ্লীক এবং পারস্যদেশ পর্য্যন্ত জয় করিয়া, হিন্দু সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল মহাপরাক্রান্ত ক্ষত্র রাজগণ সকল সময়েই সুপণ্ডিত, রাজনীতি-বিশারদ ব্রাহ্মণগণের নিঃস্বার্থ সমীচীন উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতেন। প্রাচীন ভারতে রাজ্যশাসনে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্র ভূপতিগণকে কি প্রকার সহায়তাদান করিতেন, তাহা আমরা মহাভারতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি কুরু-পিতামহ ভীষ্মের উপদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারি।

"কশ্যপ কহিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে, প্রজারা দুর্ব্বিষহ দুঃখভোগ করে। মহীপাল এই বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বহুদর্শী পুরোহিতকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অগ্রে পুরোহিত বরণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া ভূপতির কর্ত্তব্য। ধর্ম্মরাজ! রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা, রাজা ও রাজ-পুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে ব্রহ্মতেজে স্বীয় প্রজাগণের অপ্রত্যক্ষভয় এবং রাজার বাহুবলে প্রত্যক্ষভয় নিরাকৃত হয়, সেই রাজ্যই যথার্থ উপদ্রবশূন্য হইয়া থাকে। মহীপাল ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া, অতি সত্বরে একজন বহুদর্শী পুরোহিতকে নিযুক্ত করিবেন। রাজ-পুরোহিত ধর্ম্মপরায়ণ ও মন্ত্র-নিপুণ এবং রাজা ধার্ম্মিক ও মন্ত্রবেত্তা হইলে প্রজাগণের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল লাভ হয়। রাজা ও পুরোহিত উভয়েই দেবতা ও পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত এবং প্রজা সমুদয়কে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন। উঁহারা পরস্পর পরস্পরের অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্

হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব থাকিলে, প্রজারা সুখী হয়; এবং উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব উপস্থিত হইলে, তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অন্যান্যবর্ণের মূলস্বরূপ। সৎকুল-সম্ভূত, কৃতবিদ্য, বিনীত-স্বভাব ব্রাহ্মণই স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি-প্রভাবে বিবিধ উপদেশ-দান দ্বারা স্বীয় নরপতির মঙ্গল বিধান করেন। যে নরপতি অহঙ্কার-পরিশূন্য হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহার যশঃ-শশধর চিরকাল ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। রাজপুরোহিতও রাজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের অংশভাগী হন।”

মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব)

বৈশ্যগণ বিদ্যা-শিক্ষার পর ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুশিক্ষিত হইয়া, স্বদেশের ধনবৃদ্ধি-সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন! তাঁহারা তখন বিপৎসঙ্কুল সাগরমালা অতিক্রম করিয়া বহু দূরদেশের ধনসম্পত্তি স্বদেশে আনয়ন করিয়া আপনাদিগের এবং স্বদেশের ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহাদিগের অর্ণবপোত পশ্চিমভাগে আফ্রিকা মহাদেশ হইতে পূর্ব্বভাগে চীনদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা গমনাগমন করিত। বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বৈশ্যগণদ্বারাই সম্ভবতঃ বালি, লম্বক, যব প্রভৃতি ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় হিন্দুর উপনিবেশ সমূহ সংস্থাপিত হইয়াছিল। * স্থলভাগেও হিন্দু বণিকগণ

* There are numerous Hindu remains in Java The Hindus who traded with the island, probably came from Kalinga, on the Caramandal coast, about 75, B. C. Their intercourse ceased cen-

মধ্য-এসিয়ার নানা জনপদে প্রবেশ করিতেন ; সে সকল স্থানেও তাঁহাদিগের দ্বারা হিন্দুর উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং মধ্য এসিয়ায় সেই সকল উপনিবেশের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি হিন্দুর প্রাচীন গৌরব ও মহত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতের ধনবৃদ্ধি ও রাজ্যবিস্তারে প্রাচীন বৈশ্যগণ আর্য্য জাতির প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহাদিগের বহুশ্রমোপার্জ্জিত ধনে প্রাচীন ভারত সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ এবং সমগ্র আর্য্যজাতি সমভাবেই উপকৃত হইয়াছিল। ধনের উপরই সুসভ্য মানবের সর্ব্ববিধ জাতীয় এবং সাংসারিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধনলাভ একমাত্র কৃষিদ্বারা কখন সম্পাদিত হয় না। বাণিজ্যের প্রসার পরিবর্দ্ধিত না হইলে, কৃষি এবং শিল্পের সম্যক উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না ; কৃষি এবং শিল্পজীবী মানবগণ কখন তাহাদিগের শ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান লাভ করিতে পারে না। এই কারণে দেশের কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি সম্পূর্ণরূপেই বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। রাজ্য-বিস্তারেও বাণিজ্য

turies ago While the prevailing language in the island is Malaya, the sacred language is a dialect of Sanskrit. The whole episode of the Hindu Epic The Mahabharata has been appropriated by Javanese poets and transferred to their own island. Budhism which was once the religion of the people, was superseded by, Siva worship, and in Bali where there are Hindus, Sattee is still practised.

Englishman, 21st October 1918;
Sir Theodore Marison's views challenged,

যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রাচীন এবং অধুনাতন কালের ইতিবৃত্তে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ত্তমানকালে আমরা দেখিতে পাই, সমুন্নত ইউরোপ এবং আমেরিকার শ্রেষ্ঠ জাতিনিচয় বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র, এবং যে দেশের বাণিজ্য যেরূপ পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে, সে দেশ সেইরূপ পরিমাণে উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছে; এবং তাহার বৈদেশিক অধিকারও সেইরূপ প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে।

যে গৃহে পরিবারবর্গের অধিকাংশই কর্ত্তব্যপরায়ণ, সে গৃহ সুখময়; যে দেশের নরপাল এবং অধিকাংশ প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তব্য-পরায়ণ সে দেশ সুখশান্তিপূর্ণ। যে মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং মানবকুলের অমূল্য রত্ন; কারণ তিনিই মানবসমাজের প্রকৃত উন্নতিসাধনে সমর্থ। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে সকলেই পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে, সে পরিবার সম্যক্ উন্নতিলাভ করিতে পারে না; সে সংসারে সুখশান্তি কখন বিরাজিত থাকে না; এবং সে পরিবারবর্গ কখন অধিকদিন একত্র অবস্থান করিতে পারে না। একটি জাতিও সেইরূপ একান্নবর্ত্তী একটি সুবৃহৎ পরিবারমাত্র। এখানেও যদি অধিকাংশ মানব স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রতি যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই সে জাতি সম্যক্ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইবে,—দেশমধ্যে সুখশান্তি বিরাজিত থাকিবে; কলহ বিবাদ ও তজ্জনিত অশান্তি কখন তথায় স্থানলাভ করিতে পারিবে না।

প্রাচীন আর্য্যগণ এই অভ্রান্ত সত্য সম্যক্‌রূপে

হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আপনাদিগের কর্ত্তব্য সুসঙ্গতরূপে বিভাগ করিয়া তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই পরস্পরের প্রতি যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। সেই জন্যই প্রাচীন ভারত তথাবিধ অসামান্য উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছিল; এবং সেই উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী হইয়া ভারতের সুখসমৃদ্ধি ও গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিল। এক্ষণে আমরা যে প্রাচীন হিন্দু জাতির বংশধর বলিয়া গৌরব ও শ্লাঘা করিতেছি, ভোগাভিলাষশূন্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণদ্বারাই ভারতের সে উন্নতি,—সে গৌরব সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেবল বাহুবলে এবং অকাতরে জীবনদানে ভারতের সে অসামান্য উন্নতি,—সে গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে, অদ্য এসিয়া-ভূমির মধ্যভাগ জগতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিত; এবং মোগল ও তাতার-জাতি জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিনিচয়ের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত। মধ্য এসিয়াবাসী মোগল ও তাতারগণ চিরদিনই রণনিপুণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্জ্জেয়। মধ্য এসিয়া জগদ্‌বিধ্বংসী জেঙ্গিস্‌খাঁ এবং টামার্লেনের জন্মভূমি। প্রতাপে বাহুবলে এবং দেশবিজয়ে ভুবনবিজয়ী আলেকজাণ্ডার তাঁহাদিগের তুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বী। মহাবল শক এবং হুণ জাতি এই মধ্য এসিয়া হইতেই ভারতমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। রণশাস্ত্রে সুনিপুণ তৎকালের মহাপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় নরপতিগণও তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। কেবল ধনবৃদ্ধি দ্বারাও কোন দেশের

সম্যক্ উন্নতি কখন সাধিত হয় নাই। গজনীশ্বর মহাবল মামুদ এবং ঘোরের সুপ্রসিদ্ধ সাহবুদ্দিন মহম্মদ উভয়েই আফগানস্থানবাসী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই হিন্দুজাতির বহুকালসঞ্চিত ধনরত্নের প্রায় সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। আফগানগণ বহুদিন হইতেই বাণিজ্য-নিপুণ এবং তাহারা বাহুবলেও কখন হীন ছিল না; কিন্তু আফগানস্থানবাসিগণ চিরদিনই সভ্যজগতে একটি নগণ্য জাতির মধ্যে গণনীয় রহিয়াছে।

আধুনিক ইউরোপের অভ্যুদয়কালে স্পেন এবং পর্টুগালই সেই ভূখণ্ডের মহাপরাক্রান্ত রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল; তখন তাহাদিগের ঐশ্বর্য্যেরও সীমা ছিলনা। তৎকালে বাহুবলে তাহারা একমাত্র ইউরোপমধ্যে নহে, পৃথিবীর প্রায় সমগ্র ভাগেই আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল! স্পেনের অধীশ্বর ফার্ডিনাণ্ড দ্বারাই প্রেরিত হইয়া কলম্বস আমেরিকা ভূভাগ ইউরোপবাসীর নিকট সুপরিচিত করিয়াছিলেন। পর্টুগীজ নাবিক ভাস্কোডিগামা জলপথে ভারতে আগমনের পথ ইউরোপবাসীর নিকট উন্মুক্ত করেন। আমেরিকায় মেক্‌সিকো, পেরু, চিলী প্রভৃতি অসীম-ধনরত্নপূর্ণ অধিকাংশ ভূভাগই তৎকালে স্পেন এবং পর্টুগালবাসীর করতলগত হইয়াছিল। তত্তদ্দেশীয় নরপতি এবং বণিক্‌গণ স্বর্ণরৌপ্যে সমরপোত ও বাণিজ্য-পোত প্রপূরিত করিয়া অপরিমেয় ধনরত্ন স্বদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে স্পেনের পরাক্রান্ত নরপতি পঞ্চম চার্লস্ জর্ম্মান সম্রাটের পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। পর্টুগালবাসিগণ

আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমভাগ হইতে পৃথিবীর পূর্ব্বভাগে এসিয়া খণ্ডের চীনদেশ পর্য্যন্ত উভয় মহাদেশের সমগ্র উপকূল ভাগস্থিত বাণিজ্যপ্রধান স্থানসমূহ অধিকার করিয়া আপনাদিগের বাণিজ্যের বিস্তার সাধন করিয়াছিল। এখনও আফ্রিকার পূর্ব্বভাগে এবং দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমভাগে পর্টুগালের বৈদেশিক রাজ্যের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক সময় দক্ষিণ আমেরিকায় বিশাল ব্রেজিল দেশ ও পর্টুগালের বশবর্ত্তী ছিল। তৎকালে পর্টুগালের প্রতাপে ইউরোপের অপরাপর দেশের বাণিজ্য-পোত ভারত মহাসাগরে সহসা প্রবেশ লাভ করিতে সাহস করিত না; আফ্রিকা এবং এসিয়া খণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্যে পর্টুগালবাসীরা একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও অধিক দিনের কথা নহে; চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই স্পেন এবং পোর্টুগালের অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগের সে বাণিজ্য, সে ঐশ্বর্য্য এবং সে প্রতাপ কোথায়! অধুনাতন সমুন্নত ইউরোপখণ্ডে স্পেন ও পর্টুগাল নগণ্য রাজ্য, স্পেন ও পর্টুগালবাসিগণ জগতের নগণ্য জাতিসমূহের মধ্যে গণনীয় হইয়াছে। তাহারা বাহুবলে ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া জ্ঞান এবং ধর্ম্মবলের অনাদর করিয়াছিল। জ্ঞানও ধর্ম্মের উন্নতির অভাবে তাহাদিগের কোন উন্নতিই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই; এবং তত্তদ্দেশবাসী মানবগণ অধিকদিন জগতের সমুন্নত জাতি-নিচয়ের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে নাই।

স্পেন এবং পর্টুগালের অভ্যুদয়কালে ইংরাজজাতি কোন বিষয়েই তত্তদ্দেশবাসীর সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহারা তখন

স্পেনের সহিত সম্মুখসমরে অগ্রসর হইতেও সাহস করেন নাই। একবার মাত্র জুটফেনের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাপতি সার ফিলিপ সিডনি স্পেন-সেনার সহিত সম্মুখ-সমরে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং স্বদেশবাসীর সেই অসামান্য বীরত্ব দর্শন করিয়া ইংরাজজাতি তৎকালে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ইংরাজের প্রতাপ ও বাণিজ্য ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; ইংরাজের জ্ঞান-গৌরবে জগৎ পূর্ণ। জ্ঞান এবং ধর্ম্মের উন্নতিই ইংরাজজাতির এই সর্ব্ববিধ অসামান্য উন্নতির একমাত্র কারণ। বাহুবলে পুরাকালে ইংরাজ জাতি কখন জগতের মহাবল জাতিগণের মধ্যে গণনীয় ছিলেন না। ইউরোপখণ্ডে মহাকুরুক্ষেত্রের সমরাভিনয়ে ইংরাজগণকে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সমরবল সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু একমাত্র ধর্ম্ম বলের প্রভাবেই তাঁহারা সেই ঘোর বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছেন।

যে জর্ম্মনি এক সময় স্পেনের বশবর্ত্তী হইয়াছিল, অধুনা তাহার জ্ঞান-গৌরব-রবির সমুজ্জ্বল কিরণে সমগ্র ভূমণ্ডল উদ্দীপিত,—তাহার অতুলনীয় বাহুবলে ধরাতল রসাতলে যাইতে বসিয়াছিল। আমরা বাল্যকালে রামায়ণে রাবণকুমার মেঘনাদের অপূর্ব্ব রণ-কৌশল পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি; যৌবনে জ্ঞানবুদ্ধিসহকারে সে সকল বর্ণনাকে কবি-কল্পনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তাহাতে কবি-কল্পনার লেশমাত্র নাই; সমস্তই অভ্রান্ত সত্য। অসামান্য জ্ঞানবলে বলীয়ান্ জর্ম্মন্‌গণ রাবণকুমার মেঘনাদের ন্যায় জলে স্থলে এবং অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া, শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার

অদ্ভুত রণকৌশল জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। জ্ঞানবলে জর্ম্মন্-গণের বাহুবল শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সপ্তরথি-বেষ্টিত অর্জ্জুন-কুমার বালক অভিমন্যুর ন্যায় নবোত্থিত জর্ম্মনি জগতের মহাপরাক্রান্ত শক্তিসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অভিমন্যুর ন্যায় অকালে ধ্বংস প্রাপ্ত না হইলেও মহাসমরে পরাভূত হইয়াছে। জ্ঞানবলে জর্ম্মনি শিল্প-বাণিজ্যের যে অসাধারণ উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহাও সমগ্র সুসভ্য জগতের মহান্ আদর্শ। কেবল জ্ঞানবলে পরিপুষ্ট জর্ম্মনির এই অলৌকিক উন্নতিও ধর্ম্মবলের সহায়তার অভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

সুপণ্ডিত ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়বিধ বলে প্রাচীন ভারতবাসী আর্য্যজাতির ধর্ম্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি এবং বাহুবল প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল। আর্য্যগণ তৎকালে বাল্যজীবনেই ব্রাহ্মণ সদ্‌গুরুর নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া তাঁহার সদুপদেশ এবং আদর্শ-জীবন হইতে স্বধর্ম্মে অনুরাগ, গুরুজনে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সর্ব্বভূতে দয়া, সত্যে সমাদর এবং অধর্ম্মে অনাদর প্রভৃতি মানবজীবনের অবশ্য-করণীয় যাবতীয় কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতেন। গৃহে অবস্থান কালে আর্য্য-কুমারগণের সেই ধর্ম্মানুরাগ এবং সাধুচরিত্র, সেই প্রকারে সুশিক্ষিত বয়োবৃদ্ধ গুরুজনবর্গের আদর্শজীবন দ্বারা বয়োবৃদ্ধির সহিত দৃঢ়ীভূত হইত। আর্য্যকুমারগণ এই প্রকারে সুগঠিত জীবনপথ প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্টকাল সুখে শান্তিতে অতি-বাহিত করিতে সমর্থ হইতেন।

এইরূপে সমগ্র আর্য্যজাতির ধর্ম্ম, চরিত্র, পারিবারিক

ও পারমার্থিক সুখ-শান্তি এবং সর্ব্ববিধ জাতীয় উন্নতি আদর্শ ব্রাহ্মণ-শিক্ষক দ্বারা সুগঠিত হওয়ায়, প্রাচীন ভারতের সমগ্র ব্রাহ্মণই সমুন্নত আর্য্য-সমাজে দেবোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমুন্নত মানবসমাজে সে প্রকার সদ্‌গুরুর প্রতি যথোপযুক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিলে,সে সমাজের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কোথায় থাকিত? এবং কর্ত্তব্য-জ্ঞান-হীন সমাজকে সমুন্নতই বা কি প্রকারে বলিব? প্রাচীন ভারতে যে প্রকার সমুন্নত গুরুকুলের আবির্ভাব হইয়াছিল, পৃথিবীর প্রাচীন এবং আধুনিক অতি অল্প দেশেই সে শ্রেণীর সমুন্নত স্বার্থত্যাগী গুরুগণের আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুগণ এক্ষণে পতিত হইলেও এখনও সদ্‌গুরুর সমাদর করিতে বিস্মৃত হন নাই। সদ্‌গুরু হিন্দুর নিকট অমূল্য বস্তু; এবং সর্ব্বদা দেববৎ পূজ্য। এখনও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই ভগবানের ন্যায় গুরুদেবকেও প্রণাম করিয়া, তৎপরে অপর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। *

অযোগ্য মূল্যে জগতে কোন বস্তুই লাভ করা যায় না। মূল্যবান বস্তু লাভ করিতে হইলে, তাহার যোগ্য মূল্যও প্রদান করিতে হইবে। প্রাচীনকালের ক্ষত্র এবং বৈশ্যগণ তাহা সম্পূর্ণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই কারণেই কেবল গুরু নহেন,—তাঁহাদিগের সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যক্তি ক্ষত্র

* অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

এবং বৈশ্যগণের নিকট আদর ও সম্মানের পাত্র হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই জন্যই ক্ষত্র এবং বৈশ্যগণ উচ্চনীচ সকল ব্রাহ্মণের প্রতি সমানভাবে দানশীল ছিলেন; এবং ব্রাহ্মণ জাতির সমগ্র ভারই তাঁহারা চিরদিন প্রসন্নচিত্তে বহন করিয়াছেন। কিন্তু যে সময় স্পেন ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ; তাহার বাহুবলে সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত; তখনও স্পেনবাসী ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের প্রকৃত মর্য্যাদা ধারণা করিতে শিক্ষা করে নাই। তাহারা জ্ঞানগৌরবে সমুন্নত, স্বদেশ-সেবা-নিরত স্বদেশবাসীর প্রতিও কর্ত্তব্য সাধন করিতে জানিত না। জগদ্বিখ্যাত সার্‌ভান্টিস স্পেন-দেশবাসী, এবং স্বদেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশসেবায় তাঁহার বাম হস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিন্ন হইয়াছিল। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে অপূর্ব্ব উপন্যাস ড্‌নকুইক্‌জোট আধুনিক সভ্য জগতের প্রায় সকল দেশে, সকল ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে, এবং সাদরে পঠিত হইতেছে। স্পেনের সেই নিষ্কলঙ্ক-গৌরব সারভান্টিস, শেষ-জীবন নিতান্ত দারিদ্র্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। স্পেনের রাজা-প্রজা কেহই তাঁহার সে দুর্দ্দশার প্রতি দৃক্‌পাত করে নাই।

পর্টুগীজ জাতির কর্ত্তব্যজ্ঞান ততোধিক শোচনীয়। ক্যামোয়েনস্ পর্টুগালের সর্ব্বপ্রধান কবি। তিনিও সার্‌ভান্টিসের ন্যায় স্বদেশের রক্ষাকার্য্যে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে দক্ষিণ চক্ষুটি হারাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত লুসিয়াড প্রকাশিত হইলে, কবির অসামান্য প্রতিভা দর্শন

করিয়া পর্টুগালবাসিগণ মুগ্ধ হইয়াছিল; এবং তৎকালে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসাও করিয়াছিল। এক্ষণে পর্টুগীজগণ তাহাদের সেই অমর কবির স্মৃতিরক্ষার্থ মহোৎসবের মহা আয়োজন করিতেছে। কিন্তু জীবদ্দশায় ক্যামোয়েন্‌সকে সেই দেশে অনাহার-জনিত অসহনীয় যন্ত্রণাভোগ করিয়া সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় দরিদ্রের ন্যায় জীবনলীলা শেষ করিতে হইয়াছে। সে সময় শতগ্রন্থি ছিন্ন বস্ত্র কোনক্রমে তাঁহার জীর্ণদেহকে শীতাতপের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার সুসময়ে একটি প্রভুপরায়ণ ভৃত্য ছিল; একমাত্র সেই ভৃত্যই তাদৃশ দুঃসময়েও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। সেই ভৃত্য প্রত্যহ সন্ধ্যার পর ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইত; সেই ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা কোন ক্রমে ক্যামোয়েন্‌সের শেষ জীবন রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার লুসিয়াড প্রকাশিত হইলে, পর্টুগালের রাজা রাজকোষ হইতে তাঁহাকে বৃত্তি প্রদানের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা আদেশ-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, কখন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। *

* There w[illegible] r[illegible]ain resemblance between Cervantes, the glory of Spain, and [illegible]amoens, the glory of Portugal......It is not known where Cervant[illegible] [illegible]orn....It does not matter. He died very poor, he was buri[illegible] [illegible] place which is now forgotten, and his remains are left u[illegible] [illegible]. Both became famous long after their bones had crumbl[illegible] [illegible]st.

Not long [illegible] the Portuguese celebrated the tricentenary of Camoens, their greatest poet, There were processions, bands and plays a[illegible] [illegible] rejoicings in Lisbon. Yet 300 years before Camoens died [illegible] of hunger, with scarcely a rag to cover him.

Samuel Smiles.

প্রাচীন ভারতের বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি সুপণ্ডিত মহর্ষিগণ রাজা-প্রজা সকলের নিকটই সর্ব্বদা দেববৎ পূজিত হইতেন। ক্ষত্র নরপতিগণ সর্ব্বদা স্বরাজ্যান্তর্গত ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিয়া, তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন; তাঁহাদিগকে কখনও অভাব-জনিত সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবি এবং বহু সুপণ্ডিত অধ্যাপক গৃহী মানবের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন; তাঁহারা স্বদেশের সর্ব্বত্র রাজা-প্রজা সকলের দ্বারাই সমান ভাবে সমাদৃত হইয়াছেন। তাঁহারা আশ্রয়দাতা ভূপতিগণের রাজসভার অমূল্য রত্নস্বরূপ পরিগণিত হইতেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ স্বদেশীয় সামন্ত-রাজগণের এবং ধনশালী ক্ষত্র ও বৈশ্যদিগের সভাপণ্ডিত-রূপে বৃত্তিভোগ করিতেন। স্বদেশীয় ধনশালী অপরাপর ক্ষত্রবৈশ্যগণের গৃহে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সাদরে আমন্ত্রিত হইতেন; এবং আপনাদিগের গুণানুরূপ পারিতোষিক লাভ করিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মণগণও সে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে আহূত হইতেন; অনেকে অনাহূত-ভাবেও উপস্থিত হইতেন; এবং সকলেই যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রাপ্ত হইতেন। তৎকালে ঐ প্রকার ক্রিয়াকলাপ সর্ব্বদাই দেশের সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইত। তজ্জন্য প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ-গণের জীবিকা প্রাপ্তির কখন অভাব হইত না। এখনও সে প্রথা আমাদিগের দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নাই। এখনও বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের অনেকেই স্বদেশীয় ধনশালী

ভূম্যধিকারিগণের প্রদত্ত বৃত্তিভোগ করিতেছেন। বিদ্যা, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের এ প্রকার সমাদর ভূমণ্ডলের আর কোন দেশেই দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণগণ পরাক্রান্ত ক্ষত্র-রাজগণের বাহু-বলে সর্ব্বদা সুরক্ষিত, এবং ক্ষত্র ও বৈশ্য জাতির অসামান্য বদান্যতা দ্বারা সযত্নে প্রতিপালিত না হইলে, তাঁহারা কখন একাগ্রমনে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের আলোচনায় স্ব স্ব জীবন নিয়োজিত করিতে পারিতেন না; এবং ভারত-ভূমির এতাদৃশ উন্নতিসাধন করিতেও কখন সমর্থ হইতেন না। যে মানব সর্ব্বদা অশান্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পরিবার প্রতিপালনের চিন্তায় জর্জ্জরিত, তাঁহার দ্বারা প্রায় কোন বিষয়েরই সম্যক্ উন্নতি সম্পাদিত হইতে পারে না। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণগণ প্রত্যক্ষভাবে ভারতের উন্নতির কারণ হইলেও ক্ষত্র এবং বৈশ্য-জাতি পরোক্ষভাবে তাহার সহায়তা করিয়াছেন। এবং সমগ্র আর্য্যজাতির অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই ভারতের সেই অসামান্য উন্নতির মূল কারণ। এরূপ কর্ত্তব্য-বিভাগ এবং অসামান্য কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা জগতের কি প্রাচীন, কি আধুনিক অপর কোন জাতিই ধারণা করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে অনেকেই ব্রাহ্মণগণের উপর এই দোষারোপ করিয়া থাকেন যে, হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ-শক্তির প্রভাব-বশতঃ বিজিত অনার্য্য জাতিকে অবজ্ঞা করা হইত। সেই অবজ্ঞার জন্যই তাহারা সমাজমধ্যে উন্নত-স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

এখনও ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রে ঐ ব্রাহ্মণ-প্রভাব সংযত করিবার জন্য সর্ব্বদাই আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু প্রাচীন-ভারতের আর্য্যজাতির মহত্ত্ব এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ধারণা করিতে সকলে সমর্থ নহেন। অধুনা ভারতবিজয়ী ইংরাজ ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ জাতিনিচয়ের অন্যতম; এক্ষণে তাঁহারাই আমাদিগের শাসক। সেই বৃটিশদ্বীপবাসীকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা শিক্ষাদিবার নিমিত্ত সামুয়েল স্মাইলস্ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'কর্ত্তব্যনিষ্ঠা'নামক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন; এখনও সে পুস্তকের আয়ু পঞ্চাশৎ-বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। তাঁহাদিগের জাতীয় উন্নতিও বহুশতবর্ষ অতিক্রম করে নাই। বাল্মীকি-ব্যাস ভারতবাসীর জন্য তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর গ্রন্থ যে কত সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি প্রকৃত রূপে নির্ণীত হয় নাই। জাগতিক পদার্থ-নিচয়ের ন্যায় জাতিনিচয়েরও উত্থান ও পতন স্বভাবের নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে।

এক্ষণে ভারতের পতনাবস্থা এবং কর্ত্তব্যহানি হইতেই সেই জাতীয় পতনের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং অধুনাতন ভারতবাসীকে দেখিয়া প্রাচীনকালের ভারতবাসীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ধারণা ও সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণই আর্য্যজাতির সমগ্র অনুশাসনের প্রণেতা ও পরিচালক ছিলেন। সুতরাং সেই সকলের দোষগুণের দায়িত্বও যে ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধেই পতিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণগণ এক্ষণে যেরূপ অনুদারচিত্রে চিত্রিত হইতেছেন,

তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সেইরূপ সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন, অথবা বর্ত্তমান যুগের ধারণাতীত প্রশস্ততা ধারণ করিতেন, এবং জীবের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে জগতের আদর্শ ছিলেন, তাহা আমরা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে মীমাংসা করিব। পিতামহ ভীষ্ম বলিতেছেন ঃ—

"হে ধর্ম্মরাজ! জ্যাকর্ষণ, বৈরনির্য্যাতন, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত অন্যের উপাসনা করা ব্রাহ্মণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ ধর্ম্মাবলম্বন ও প্রাণায়ামাদি ষট্‌কার্য্যের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া, অরণ্যবাস আশ্রয় করিবেন। রাজসেবা, কৃষি, বাণিজ্য, কুটিলতা, লাম্পট্য, ও কুসীদ-গ্রহণ পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়া, নৃত্য ও গ্রাম-দৌত্য-প্রভৃতি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া, শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান এবং বেদ-কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে পরিত্যাগ করা বিধেয়। নিয়ম-বিহীন, অশুচি, ক্রূর, হিংস্রস্বভাব ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্যাদি প্রদান করিলে, কোন ফলই লাভ হয় না। দম, শৌচ ও সরলতা ব্রাহ্মণের নিত্য-ধর্ম্ম। দান্ত, সোমপায়ী, সৎস্বভাব, দয়াবান্, সহিষ্ণু, লোভশূন্য, সরল, শান্ত-প্রকৃতি, অনৃশংস ও ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণই যথার্থ ব্রাহ্মণ। পাপ-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে।"

"এক্ষণে যে রাজা আপনার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে

সমুচিত আশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থাপিত করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার অবশ্য-জ্ঞাতব্য ধর্ম্ম সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। যে শূদ্র আপনার শরীর-সামর্থ্যানুসারে সুদীর্ঘকাল তিন বর্ণের সেবা, পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার দ্বারা তিন বর্ণে সমতালাভ এবং পুরাণ-শ্রবণ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে বাসনা করে, সে রাজার আজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহার সমুদয়ই আশ্রয় করিতে পারে। অতএব স্বধর্ম্ম-নিরত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও ভৈক্ষ্য-ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণত-বয়া বৈশ্যও রাজার অনুমতি লইয়া, আশ্রমান্তর গ্রহণ করিতে পারে।"

মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব)

বিজিত জাতিকে বিশ্বাস ও স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন ; এবং জেতার সমকক্ষরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, এরূপ জাতি কল্পনার চিত্রে থাকিলেও, এ পর্য্যন্ত জগতে কেহ দর্শন করিতে পারেন নাই। পরস্পরের স্বার্থ-বৈপরীত্য, এবং বিজিত জাতির হীনতা, জেতৃ-জাতির সহিত সমকক্ষতা-লাভের প্রধান অন্তরায়। বর্ত্তমানকালের ভারতবাসী বহুকাল হইতেই পরাধীন। ভারতের পরাধীনতা সাতশত বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে। প্রথমে পাঠান, তৎপরে মোগল, অবশেষে সমুন্নত বৃটিশ-দ্বীপের অধিবাসিগণ এক্ষণে ভারতের শাসক। কিন্তু সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ভারতবাসী কি ঐ সকল বিজেতৃ-জাতির কাহারও সহিত কখনও সমকক্ষতালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? যে সকল বঙ্গবাসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন এবং

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানে সকল সুসভ্য দেশেই উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্যপাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও স্বধর্ম্মাবলম্বী জেতা ইংরাজের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অপরাপর নগণ্য ভারত-বাসী সেইরূপ নগণ্যই রহিয়াছেন ; এবং খৃষ্টীয় সমাজের নিম্নতম স্তরে পতিত রহিয়াছেন। খৃষ্ট সমাজের সহিত উচ্চ নীচ ভারত-বাসীর মিলন গঙ্গাযমুনা-সংযোগের ন্যায় এখনও সুস্পষ্ট-রূপে সুচিহ্নিত রহিয়াছে। * মুসলমান সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস

* The eternal question, why do Europeans in India despise Eurasians, is once more the subject of public discussion, and the answer is the same.

I do not love thee Dr. Fell,
The reason why I can not tell ;
But this I know, and know full Well
I do not love thee Dr. Fell.

This represents the general attitude of people from Great Britain and the Colonies, who speak more contemptuously of the "Whitey brown" than of the "Nigger". That it will ever change, I do not believe.......When the imported Englishman or Englishwoman can marry an Eurasian without losing *Caste*, the prejudice will disappear, but not until then will there be an end of the British arrogance of Social superiority which gets the Eurasian on the raw and so often makes him weakly deny his own household. All other talk is beside the mark.

Capital (An English Magazine) 11th. October, 1918.

Englishman and Eurasians—

Another sufferer (Calcutta) writes. "In earnest" can console himself with the thought that the majority of his kind meet with

প্রথা চিরদিনই প্রচলিত ছিল। মহাত্মা আকবরের রাজত্ব-কালের পূর্ব্বে জেতা মুসলমান-রাজগণ বিজিত ভারতবাসীকে দাসরূপে গ্রহণ করিতেন।

প্রাচীন ইউরোপের সমুন্নত রোম এবং গ্রীস পরাজিত জাতিকে বন্দী করিয়া, গবাদি পশুর ন্যায় দাসরূপে ক্রয় বিক্রয় করিতেন। সেই দাসগণ স্বাধীনতালাভের জন্য কোন প্রকারে পলায়ন করিলে, তাহাদিগকে অমানুষিক গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইত; ইহাই সুসভ্য রোমক ও গ্রীক জাতির অনুশাসন ছিল। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ এবং আমেরিকার সমগ্র সমুন্নতজাতি এতাবৎকাল দাস-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। আফ্রিকার নিগ্রো প্রভৃতি নিরাশ্রয় জাতিনিচয় তখন তাঁহাদিগের ব্যবসায়ের পণ্য-দ্রব্যে পরিণত হইয়াছিল। আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ সেই সকল ক্রীত দাসের দ্বারা

the same fate and strangely enough at the hands of a nation who pride themselves on their justice and fairplay. Even a Hun was fraternised with and hailed as brother, before the war, but we who are bound to the Britisher by ties of blood have to suffer such indignities in a Merchant's Office, as elsewhere, as separate lavatories, different hours for lunch and a host of others, to say nothing of the fact that the ordinary civility of a 'Good morning" or a "Good evening" is denied to him, by the young snob or a swelled head European, when he passes or meets his Anglo-Indian fellow worker in the street or elsewhere. What chance then of being admitted to their clubs or homes ?

Statesman, 15th October 1918.

আপনাদিগের কৃষিকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া লাভবান্ হইতেন; কিন্তু সেই হতভাগ্যগণের প্রতি কখন নিতান্ত ইতর জীবোচিত দয়াও প্রদর্শন করেন নাই। এখনও শতবর্ষ পূর্ণ হয় নাই; উইল্‌বার্‌ফোর্স, ক্লার্কসন্, পিট প্রভৃতি কয়েক জন জীবে-দয়াশীল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ ইংরাজের অদম্য চেষ্টায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সেই ঘৃণিত দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদ সাধন আরব্ধ হয়; এবং উহা ক্রমশঃ সভ্য জগৎ হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্! কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা কীর্ত্তন করুন। আপনি ইতিপূর্ব্বে অমাত্যদিগের যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিলেন, আমার বোধ হয় একাধারে ঐ সমস্ত গুণ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! তুমি সত্য কহিয়াছ; একাধারে ঐ সকল গুণ থাকা সম্ভব নহে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যাদৃশ লোকদিগকে অমাত্য পদবী প্রদান করিবে, তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। চারি জন সুপবিত্র, বেদবিদ্যাবিশারদ স্নাতক ব্রাহ্মণ; আটজন অস্ত্রধারী, মহাবল-পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়; অতুল-ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন একবিংশতি বৈশ্য; বিনীত-স্বভাব অতি পবিত্র তিনজন শূদ্র এবং একজন শুশ্রূষাদি-অষ্টগুণ-সম্পন্ন পুরাণ-বেত্তা সূতকে অমাত্য-পদে নিযুক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন

পঞ্চাশৎবর্ষ-বয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান্, অপক্ষপাতী, বিচার-ক্ষম, লোভহীন এবং মৃগয়াদি সপ্তবিধ-দোষ-বিবর্জ্জিত হন। অমাত্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রজ্ঞ, সন্ধি-বিগ্রহবেত্তা, বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্য-গোপনক্ষম, কুলীন ও সত্ত্বসম্পন্ন হইলে, সর্ব্বত্র সমাদৃত হন।"

মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব)

এক্ষণে জর্ম্মনি সভ্যজগতে জ্ঞানে এবং বাহুবলে সর্ব্বপ্রধান না হইলেও, শ্রেষ্ঠজাতি-নিচয়ের অন্যতম, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সেই সুসভ্য জর্ম্মন্‌জাতি যুদ্ধকালে পরাজিত বেল্‌জিয়ম, পোলাণ্ড, রুমানিয়া ও সার্ভিয়বাসীর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছে? ঐ সকল বিজিত দেশের অধিবাসীরা জেতা জর্ম্মন্‌গণের দাসরূপে তাহাদিগের কৃষিকার্য্য সম্পাদন এবং সমরসম্ভার-নির্ম্মাণ ও বহন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার প্রতিদান একমুষ্টি উদরান্ন মাত্র। কার্য্যে অমনোযোগিতার জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদাই গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইত। জর্ম্মন্‌গণ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া, সাপরাধ এবং নিরপরাধ মানবকে সমান-ভাবে বধ করিয়াছে। নিরপরাধ বালক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীগণেরও তাহাদের হস্তে অব্যাহতি ছিল না। চিকিৎসালয়ে শত শত রুগ্‌ণ ব্যক্তিও তাহাদের দ্বারা নিত্য নিহত হইয়াছে। যে মানব-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য জীবে দয়া, সেই সমুন্নত মানবই এই প্রকার ঘোর নিষ্ঠুরতার্ কলঙ্কে নিত্য কলঙ্কিত হইয়াছে। ঐ জর্ম্মন্‌গণকে

তাহাদিগের পাপের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য সুসভ্য ইংরাজ, ফ্রাসী এবং ইতালীয়গণও সেইরূপ নিষ্ঠুর রণনীতির অনুসরণে বাধ্য হইয়াছেন।

জীবহত্যা সমুন্নত ইউরোপ এবং আমেরিকার নিত্য-কার্য্য। ইতর জীবগণ তদ্দেশবাসীদিগের নিত্যখাদ্য। সুতরাং মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম জীবে দয়া তদ্দেশবাসীরা কি প্রকারে ধারণা করিবেন? এবং সেই ধর্ম্মের অভাবে মানবের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা কি প্রকারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে? প্রাচীন আর্য্যগণ ইতর প্রাণীর প্রতি যেরূপ দয়া, আদর ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন, সমুন্নত প্রাচীন রোমবাসী স্বজাতীয় মানবের প্রতিও সে প্রকার দয়া প্রদর্শন করিতে জানিতেন না। ভারতবাসী আর্য্যগণ জীবন ধারণের জন্য গোজাতির নিকট নানা প্রকারে উপকৃত; সেই জন্য তাঁহারা গোজাতিকে চিরদিন দেববৎ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে আমরণকাল স্বগৃহে রাখিয়া সযত্নে সেবা করিয়াছেন। গোবিক্রয় হিন্দুজাতির নিকট ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখনও এরূপ শত শত হিন্দু-পরিবার আছেন, যাঁহারা গো-বিক্রয়কে ঘোরতর অধর্ম্ম বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকেন। ভারতের জৈনগণ হিন্দুজাতিরই একটি শাখামাত্র। তাঁহারা প্রাচীন, রোগগ্রস্ত, কার্য্যে অক্ষম গবাদি পশুর জীবন রক্ষা এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল তাহাদিগকে সযত্নে পালন করিবার জন্য স্বীয় অর্থে ভারতের নানা স্থানে

পশুশালা স্থাপন করিয়াছেন; এবং তাহাদিগের সেবার জন্য ভৃত্যবর্গ এবং পশু-চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। গবাদি বহু জীব সেই সকল স্থানে অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিতেছে।

প্রাচীন রোমবাসিগণ ক্রীতদাসদিগের সাহায্যে আপনাদিগের যাবতীয় সংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। সেই সকল দাস বার্দ্ধক্য-বশতঃ অথবা রোগগ্রস্ত হইয়া কার্য্যে অক্ষম হইলে, সমুন্নত রোমবাসী তাহাদিগকে একটি দ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া আসিতেন। হতভাগ্যগণ সেই স্থানে অনাহারে অথবা পীড়ায় তাহাদিগের দুঃখময় জীবনের অবসান করিত। ইহা অপেক্ষা ঘোর কর্ত্তব্যহানি এবং অমানুষিক নিষ্ঠুরতা মানবের পক্ষে আর কি সম্ভব হইতে পারে। *

ভারতের কি প্রাচীন কি আধুনিক হিন্দুজাতি কখন এ প্রকার ঘোর কর্ত্তব্যহানি এবং জীবের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হন নাই। তাঁহারা সম্যক্ উন্নতি লাভ

* In remote ages, men who were so-called "free" possessed the right of being served by slaves. There was slavery in the State, and also in the family. It existed in Republics as well as in monarchies. The elder Cato, the greatest economist of Republican Rome, enforced the expediency of getting rid of old slaves to avoid the burden of their maintenance. The sick and infirm slaves were carried to the island of Æsculapius, in the Tiber where they were suffered to die of disease or of hunger.

Samuel Smiles.

করিলে, অকারণে জীবহত্যাকে চিরদিন ঘৃণা করিয়াছেন। ভারতে আগমনকালে, তাঁহারা আর্য্যজাতির অপরাপর শাখার ন্যায় নানাবিধ পশুর মাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করিতেন। কিন্তু জাতীয় উন্নতির সহিত তাঁহারা ঐ দুই কুপ্রথাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আহারের প্রতি লোভ মানবের স্বভাবসিদ্ধধর্ম্ম; সাধারণ মানব কখন সে লোভকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারে না। সেই জন্য প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ যাগ-যজ্ঞাদিতে পশুবধের বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু উদর-পূরণের জন্য ইউরোপবাসীর ন্যায় নিত্য শত সহস্র জীবকে বধ করা হিন্দু-সমাজে ঘোর-অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এখনও ভারতে লক্ষ লক্ষ উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বর্ত্তমান আছেন,যাঁহারা মাংস-ভক্ষণ দূরের কথা, পশুহত্যা দর্শন-করাকেও মহাপাপ বলিয়া, বিবেচনা করিয়া থাকেন। এখনও এপ্রকার লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভারতে আছেন, যাঁহারা যাগ-যজ্ঞাদি ভিন্ন বৃথা-নিহত পশুর মাংস কখন গ্রহণ করেন না। প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এই প্রকারে পশুহত্যা নিবারণ করিয়া, হিন্দু-জাতিকে ক্রমশঃ জীবের প্রতি দয়াশীল করিবার নিমিত্তই ঐ প্রকার অনুশাসনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। হিন্দু জাতির অপর শাখা জৈনগণ জীবে দয়ার সমুজ্জ্বল আদর্শ। তাঁহারা কখন কোন প্রকারে কোন জীবেরই জীবন বধ করেন না। উচ্চ নীচ সর্ব্বজীবের প্রতিই দয়া-প্রদর্শন মানব-জীবনের যে শ্রেষ্ঠ-কর্ত্তব্য তাহা হিন্দুগণ সম্পূর্ণরূপেই ধারণা করিয়াছিলেন। মানবের এই শ্রেষ্ঠ-কর্ত্তব্য, মানব

জীবনের এই শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম, অদ্যাপি সমুন্নত ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই।

দাস-মানবের প্রতি সমুন্নত রোমবাসীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা এবং ঘোর কর্ত্তব্যহানি হিন্দুর নিকট নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য। ঐ প্রকার ক্রীতদাসপ্রথাও সমুন্নত প্রাচীন-ভারতে কখন প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য্যগণ স্বজাতীয় মানবকে কখন ইতর প্রাণীর ন্যায় অবজ্ঞা করেন নাই। ভারতের অনার্য্যগণ আর্য্যজাতি দ্বারা পরাজিত এবং আর্য্য-সমাজ-ভুক্ত হইয়া দাস-নাম ধারণ করিলেও তাহাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিত; তাহারা কখন হিন্দুজাতির পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয় নাই। ঐ দাসগণের স্বাধীনতাই যে কেবল অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা নহে। তাহারা যে আর্য্য-পরিবারের সহিত মিলিত হইয়া, অবস্থিতি করিত, তাহাদিগকে সেই পরিবারবর্গের অন্যতম বলিয়া গণনা করা হইত। তাহারা অনেক সময় সমগ্র জীবনই সেই আর্য্য-পরিবারের সহিত সুখে অতিবাহিত করিত। ইচ্ছা করিলে তাহারা অন্য কোন আর্য্যপরিবারেও প্রবেশ করিতে পারিত; অথবা স্বাধীনভাবে কোন জীবিকার অনুসরণ করিত।

কিছুকাল পূর্ব্বেও বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচালিত হিন্দু-পরিবারের শিষ্ট বয়ঃকনিষ্ঠগণ কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ভৃত্যের প্রতি কখন প্রভুবৎ ব্যবহার করিতে জানিতেন না। তাঁহারা সেই সকল ভৃত্যকে জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত, অথবা অগ্রজ বলিয়া, সম্ভাষণ করিতেন; এবং অনেক সময় সেইরূপ সম্মানও প্রদর্শন

করিতেন। তৎকালে বঙ্গদেশে বেতনভোগী ভৃত্যগণও বহুদিন এক প্রভু-পরিবারের সহিত অবস্থিতি করিয়া, সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও আমরা হিন্দু-পরিবারমধ্যে ভৃত্যের এই প্রকার উন্নত অবস্থা দর্শন করিয়াছি। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদিগের দেশের হিন্দুপরিবারমধ্যে এক্ষণে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে বেতনভোগী ভৃত্যের ত কথাই নাই, অনেক সময়, মাতা পিতা, সহোদর সহোদরাপ্রভৃতি পরিবারবর্গও আর একত্র অধিকদিন অবস্থিতি করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে ঘৃণিত স্বার্থপরতা বঙ্গবাসীর হৃদয় হইতে সমুন্নত প্রাচীন উদারতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

এক্ষণে প্রাচীনকালীন একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবার বঙ্গভূমি হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সেই প্রকার পরিবারের ভগ্নাবশেষ যাহা কিছু এখনও বর্ত্তমান আছে,তাহাও পূর্ব্বকালীন একান্নবর্ত্তী পরিবারের কঙ্কাল-মাত্র। ঐ সকল পরিবারমধ্যে সে উদারতা, সে স্বার্থত্যাগ, সে সামঞ্জস্য এবং সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আর নাই। এক্ষণে ঐ সকল পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠের এমন কি পিতারও সম্মান আর অক্ষুণ্ণ নাই। এক্ষণে পরিবারমধ্যে যিনি উপার্জ্জনক্ষম, পরিবারবর্গকে তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করিতে হইতেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি জানিতেন, সমগ্র পরিবারের প্রতিপালন এবং সমানভাবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান তাঁহার জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দুর এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইতেই একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা, গৃহে গৃহে

অতিথিসেবা, এবং দীনদুঃখীকে মুষ্টি-ভিক্ষা-দানের উৎপত্তি হইয়াছিল। যৌবন-কালে আমি কয়েক বৎসর কয়েকটি ইংলণ্ডীয় রমণীকে বঙ্গভাষা শিক্ষা দিয়াছিলাম। তন্মধ্যে মিস্ সার্প-নাম্নী একটি অতি শিষ্ট-স্বভাবা মহিলা ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশে পুত্রের বিবাহ হইলে, মাতা-পিতা সেই পুত্র ও পুত্র-বধূর সহিত একত্র কি প্রকারে অবস্থিতি করিতে পারেন, তিনি তাহা ধারণা করিতে পারেন না। সুতরাং হিন্দু-পরিবার মধ্যে দাসদাসীও যে পরিবর্গের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এবং মর্য্যাদা লাভ করিত, তাহা ইংলণ্ডবাসী কি প্রকারে ধারণা করিবেন ?

প্রাচীন সুসভ্য হিন্দুগণ বুঝিয়াছিলেন, কর্ত্তব্য-সাধন জন্যই মানব জগতে আগমন করিয়াছে; কর্ত্তব্যসাধন মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম ও চরমোৎকর্ষ। সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-শিক্ষার প্রশস্ত শিক্ষালয় স্বগৃহ। স্বগৃহে স্ত্রীপুত্র, মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী এবং দাসদাসী প্রভৃতি স্বজনবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিয়া,মানব ক্রমশঃ নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ জীবের প্রতি দয়া এবং কর্ত্তব্য-সাধন করিতে শিক্ষা করিবে। ইহাই গৃহী মানবের জীবনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তি এবং কর্ত্তব্যসাধন জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইতর-জীবগণের মধ্যেও এই ধর্ম্ম অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হয়। সিংহব্যাঘ্রাদি স্বভাবতঃ হিংস্রস্বভাব জীবেও সেই ধর্ম্মের অভাব নাই। সুতরাং কেবল স্ত্রীপুত্রের প্রতি

কর্ত্তব্যসাধন করিলেই মানবের কর্ত্তব্যবুদ্ধি কখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সে প্রকার মানবকেও আমরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিতে পারি না। মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞান স্ত্রীপুত্র হইতে ক্রমশঃ পরিবারমধ্যে মাতাপিতা-প্রভৃতি পোষ্যবর্গের উপর বিস্তৃত হইবে; তৎপরে ক্রমে প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, জনপদবাসী, অবশেষে সমগ্র বসুধাবাসী জীবে বিস্তৃত হইয়া, মানবের মানবজন্ম গ্রহণের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। তখন মানব দেখিবে, সমগ্র বসুধা তাহার সুবিশাল গৃহ; এবং বসুধাবাসী জীবগণ সমগ্রই তাহার কুটুম্ব। তখনই মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। ইহাই মানব-জীবনের চরমোদ্দেশ্য।

এই জন্যই নিরাশ্রয় অতিথিকে আশ্রয়দান এবং সযত্নে সেবা, হিন্দুর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। গৃহাগত দীনদরিদ্র ভিক্ষুককে যথাশক্তি দান হিন্দুগৃহীর নিত্য কর্ত্তব্য ছিল। গোসেবা উচ্চ-নীচ সকল হিন্দুর গৃহেই সযত্নে সম্পাদিত হইত। হীনাবস্থ হিন্দুগণও এযাবৎকাল ঐ সকল কর্ত্তব্য যথাশক্তি পালন করিয়াছেন। প্রাচীন এবং আধুনিক ইউরোপের কোন দেশেই কর্ত্তব্য-শিক্ষার এ প্রকার সুব্যবস্থা এবং উজ্জ্বল আদর্শ কখন নাই। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, অধিকাংশই ইউরোপীয় কুপ্রথার অনুকরণ। অনুকরণ-প্রবৃত্তি মানব জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; কিন্তু সদ্‌গুণের অনুকরণ এবং অসতের পরিবর্জ্জন মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ইউরোপের সমুন্নত জাতিগণ বহুগুণশালী হইলেও

দোষশূন্য নহেন। তাঁহাদিগের দোষের অনুকরণ কখনই বুদ্ধিমান্ মানবের কর্ত্তব্য নহে; এবং অনুকরণ জন্য হিন্দুর স্বদেশেও সমুজ্জ্বল আদর্শমালার কোন অভাব নাই।

হিন্দুর নিকট নরপালের আদর্শ সর্ব্বজন-প্রিয় অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র। এখনও রামরাজত্ব হিন্দুর কল্পনাপটে সমুজ্জ্বলবর্ণে সুচিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি প্রজাগণকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে চিরদিন পালন করিয়াছিলেন। প্রজারঞ্জন জন্য তিনি জগতের পতিব্রতা নারীগণের আদর্শ সহধর্ম্মিণী সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া, সর্ব্ববিধ সংসারিক সুখেই জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন; কেবল কর্ত্তব্যবোধে প্রজাপালন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। হিন্দু-পরিবারে পিতার আদর্শ সেই রাম-জনক রাজা দশরথ। তিনি প্রতিজ্ঞা-পালন জন্য অসামান্য গুণশালী প্রাণ-প্রতিম পুত্রকেও অরণ্য-বাসে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়া, ক্ষোভে এবং দুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদিগের নিকট স্নেহময়ী মাতার আদর্শ পাণ্ডব-মাতা কুন্তী। পুত্রগণের বিপৎকালে তিনি রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, পঞ্চপুত্র-সমভিব্যাহারে একচক্রায় পরাশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। যখন কর্ত্তব্য-সাধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, তখন পাণ্ডবগণের প্রধান-সহায় প্রাণ-প্রতিম পুত্র ভীমসেন'কেও রাক্ষস-মুখে প্রেরণ করিতে কুন্তী কিছু-মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুর নিকট পুত্রের আদর্শ পিতৃ-পরায়ণ রামচন্দ্র এবং মাতৃভক্ত ভীমসেন। তাঁহারা মাতা-পিতার আজ্ঞা-পালন জন্য আপনাদিগের সুখ-দুঃখ এবং বিপদাপদের প্রতি

কখন ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারা অম্লান-বদনে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমাদিগের নিকট সহোদরের আদর্শ মহাত্মা ভীম এবং অর্জ্জুন। তাঁহারা জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন জন্য তাঁহার সহিত স্বেচ্ছাকৃত বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। হিন্দু কুল-স্ত্রীগণের নিকট পাতিব্রত্য ও পতিসেবার সমুজ্জ্বল আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, দয়মন্তী, এবং গান্ধারী। স্বামি-সেবার জন্য কি প্রকারে আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়,তাহা তাঁহারা জগতের কুলস্ত্রীগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। আশ্রয়-দাতার প্রতি কি প্রকারে কর্ত্তব্যসাধন করিতে হয়, তাহার সুমহান্ আদর্শ পিতামহ ভীষ্ম এবং মহারথ দ্রোণ। পরাশ্রিত হইয়াও কি প্রকারে অবিচলিত-ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়, হিন্দুর নিকট তাহার সুমহান্ আদর্শ ধর্ম্মপ্রাণ দাসীপুত্র বিদুর।

প্রভুর প্রতি দাসের এবং দাসের প্রতি প্রভুর কর্ত্তব্য সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রামানুগত অনার্য্যবীর হনূমান্ এবং অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র। পিতার মনোভিলায পূর্ণ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় রাজ্যভোগ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, কি প্রকারে প্রতিজ্ঞা পালন এবং সমগ্র জীবন পরহিত-সাধনে উৎসর্গ করিতে হয়, তাহার সমুজ্জ্বল সুমহান্ আদর্শ মহারথ দেবব্রত ভীষ্ম। শত্রুর প্রতিও কর্ত্তব্য সাধন জন্য, ঘোর বিপৎকালে কি প্রকারে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম্মে অবিচলিত অনুরাগ রক্ষা করিয়া, বিনয় ও ক্ষমাগুণের সুমহান্ আদর্শ জগৎকে দেখাইতে হয়, তাহার অলৌকিক আদর্শ পাণ্ডবপতি যুধিষ্ঠির। কর্ত্তব্যসাধন জন্য

করতলগত রাজ্য কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহার সুমহান্ আদর্শ মহাত্মা ভরত। ইউরোপের সমুন্নত নরপতিগণ কেহই সে প্রকার বিনয়, ক্ষমাগুণ এবং স্বার্থত্যাগের সুমহান্ আদর্শ প্রদর্শন করিতে কখন সমর্থ হন নাই।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অধর্ম্মপরায়ণ কৌরবগণকে পরাজিত করিয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য-বোধে স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। নতুবা তিনি ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেন; সমগ্র বীরজগৎ তাঁহাকে কাপুরুষ বলিত। পাপিষ্ঠ কৌরবগণেরও উপযুক্ত শাস্তি কখন প্রদত্ত হইত না। অধর্ম্মের পরাজয় এবং ধর্ম্মের প্রভাব সুস্থাপিত হওয়ায়, সেই যুদ্ধক্ষেত্র তৎকাল হইতেই হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির রাজ্যলোভের বশবর্ত্তী হইয়া, সে মহাসমরে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন; এবং সে প্রকারে লব্ধ সাম্রাজ্যও তিনি অধিক দিন উপভোগ করেন নাই। মহাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ্য সুস্থাপিত করিয়া, কিছু কাল পরেই স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া, ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদীর সহিত হিমাচলের অপর পারে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মহাপ্রস্থানের পর অর্জ্জুন-কুমার অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ হস্তিনার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের ক্ষত্র নরপতিগণ অধিকাংশই বয়ঃপ্রাপ্ত উপযুক্ত পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বেচ্ছায় সাংসারিক সুখভোগ পরিত্যাগ করিতেন; এবং অবশিষ্ট জীবন

সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া, ধর্ম্মানুশীলনে অতিবাহিত করাই উন্নত মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছিলেন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের ধারণাপথে সে প্রকার সমুন্নত কর্ত্তব্যজ্ঞান কখন স্থান লাভ করে নাই। ঐশ্বর্য্য এবং সাংসারিক সুখভোগ যে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নহে, তাহা কেবল সমুন্নত প্রাচীন হিন্দুজাতিই ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমগ্র উন্নতিকাল তাঁহারা সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্যপথে সুপরিচালিত হইয়াছেন।

হনূমান্ প্রকৃত-পক্ষে শাখা-মৃগ ছিলেন না। তিনি দক্ষিণ ভারতের কোন অনার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং বনবাসী বিপন্ন রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া, স্বেচ্ছায় তাঁহাকে প্রভুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্র-রাজ রামচন্দ্র সেই অনার্য্য বীরকে কখন নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া অনাদর করেন নাই; কখন তাঁহার প্রতি দাসবৎ ব্যবহারও করেন নাই। রামচন্দ্র চিরদিন তাঁহাকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। অনার্য্য-ভূপতি সুগ্রীবাদি বীরগণ বিপন্ন রামচন্দ্রের প্রধান সহায় ছিলেন। একমাত্র সেই অনার্য্য নরপতিগণের সাহায্যেই রামচন্দ্র রাক্ষস-রাজ রাবণকে ধ্বংস করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাবণ-সহোদর বিভীষণ রাক্ষস-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও অসাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, এবং অগ্রজকে দুষ্কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া, বিপন্ন রামচন্দ্রেরই সহায়তা করিয়াছিলেন। সূর্য্যকুলসম্ভূত

ক্ষত্র-রাজ রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, চিরদিন ঐ সকল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অনার্য্যবীরকে পরমবন্ধুর ন্যায় সমাদর করিয়াছেন।

রামচন্দ্র দণ্ডকে নিঃসহায় অবস্থায় ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়া, যে সকল অনার্য্য বীরের সহায়তায় সেই বিপদ-সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন. তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য ধর্ম্মবোধে তাঁহাদিগের সমাদর করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু তাঁহার নির্ব্বাসনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও অনার্য্য-বংশীয় নিষাদপতি গুহ তাঁহার পরমবন্ধু-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। অলৌকিক গুণগ্রামে বিভূষিত, অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র, রামচন্দ্র হিন্দুর উপাস্য দেবতা। তিনিও অনার্য্য-বংশীয় নিষাদ-রাজকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। সেই বন্ধুত্বের জন্যই তিনি দণ্ডক-গমনকালে সস্ত্রীক সেই নিষাদ-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সমুন্নত আর্য্য-বংশ-সম্ভূত মানবেরও নিষাদ-গৃহে অবস্থান কিছুমাত্র দোষাবহ জ্ঞান করেন নাই। হিন্দুর একজন আদর্শ ধর্ম্মপরায়ণ মানব মিথিলাবাসী ধর্ম্মব্যাধও চণ্ডালকুলে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মিথিলা-নগরের আপণে পশু-মাংস-বিক্রয় তাঁহার প্রধান কার্য্য এবং জীবনোপায় ছিল। সেই নীচ বৃত্তির অনুসরণ করিলেও তিনি পিতা মাতা এবং স্বজনবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ, সতত অতিথি-সেবা-নিরত এবং নানাগুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন। এই কারণে তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণও তাঁহার

আতিথ্য গ্রহণ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দুর পরমারাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণও ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি বাল্যে বৃন্দাবনের গোপ-রাজ নন্দের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। গোপ-রাজ নন্দ হীন-বংশ সম্ভূত ছিলেন। তাঁহারা অনাদৃত ও অবজ্ঞাত হইলে, ক্ষত্রবংশ-সম্ভূত বসুদেব কখনই স্বীয় পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার সিংহাসনে সমারূঢ় এবং মহাবল যাদবগণের অগ্রণী, তখনও তিনি তাঁহার বাল্য-সখা বৃন্দাবনবাসী গোপগণকে কখন হীনবংশীয় বলিয়া অনাদর করেন নাই; প্রত্যুত সর্ব্বদাই পরম-সমাদরে এবং সযত্নে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

এই সকল ঘটনা দেখিয়াও আমরা কি প্রকারে বলিব, ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণ অনার্য্যমাত্রকেই অবজ্ঞা করিতেন। এইসকল ঘটনা হইতে আমরা সুস্পষ্ট-ভাবেই দেখিতে পাইতেছি, প্রাচীন আর্য্যগণ অনার্য্য জাতির মধ্যেও প্রকৃত গুণশালী পুরুষের সম্যক্ সমাদর করিতেন; এবং ঐ দুই প্রধান জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যে অনেক সময় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ও প্রণয় উৎপন্ন হইত। তৎকালে অনার্য্য জাতির বহুশাখা সম্পূর্ণরূপে গুণ-হীন এবং নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল। এখনও ভারতের নানাস্থানে সেই শ্রেণীর অনার্য্য জাতি অনেকই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু সমুন্নত বৃটিশ-শাসনেও তাহাদিগের সমাদর এবং বিন্দুমাত্র উন্নতি আমরা দেখিতে পাই না। ভারতে বৃটিশ-শাসন সার্দ্ধ-শতাধিক বর্ষ সংস্থাপিত হইয়াছে। এখনও বৃটিশ-রাজকে

সর্ব্বদাই সেই সকল উচ্ছৃঙ্খল অনার্য্য জাতির বিরুদ্ধে সমরাভিযান প্রেরণ করিতে হইতেছে। এই শ্রেণীর অনার্য্যগণকে অবজ্ঞা করা, আর্য্যগণের পক্ষে অসম্ভব এবং নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না।

আমেরিকার সমুন্নত যুক্ত-রাজ্যে দাস-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন সম্পাদিত হইলে, তদ্দেশবাসী ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের কৃষি এবং গৃহকার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য, দাসত্ব-মুক্ত নিগ্রোপ্রভৃতি কৃষ্ণকায় জাতিকে সেই দেশে অবস্থিতি করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক এবং কৃষ্ণকায় দাসগণের সংমিশ্রণে ভারতের ফিরিঙ্গীদিগের ন্যায় আমেরিকায় একটি সঙ্কর-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাহারা এক্ষণে ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, বিদ্যা বুদ্ধি এবং আকৃতিতে প্রায় শ্বেতকায় মনুষ্যগণের ন্যায়ই হইয়া উঠিয়াছে। ধনে, মানে, বিদ্যায় এবং জ্ঞানে সমুন্নত যুক্তরাজ্যে এক্ষণে রাজা প্রজা নাই, ধনী নির্ধন নাই, অভিজাত্য নাই; সকল শ্বেতকায় মনুষ্যই সমাজমধ্যে সমান মর্য্যাদা-সম্পন্ন। একমাত্র ঐ সঙ্কর জাতি সেই মর্য্যাদায় এখনও বঞ্চিত। *

* The idea prevalent in the North American Republic, according to which slaveblood, in even the remotest branch contaminates, is distinctly of Roman origin. "Dear German peasants," says Heine, "go to America; there you will find neither princes nor nobles: all men are equals, with the exception, in truth, of a few millions who have a black or brown skin and are treated like dogs. He who has the least trace of Negro descent, and betrays, his

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি গারফিল্ড এবং এব্রাহাম লিঙ্কলন নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা হইতে সেই শ্রেষ্ঠপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ক্রীয়োলকে আমরা সেই পদ লাভ করিতে দেখি নাই। সেই সমুন্নত শ্রেষ্ঠপদ লাভ করা দূরের কথা,এখনও ক্রীয়োলগণ সেই সমুন্নত দেশে নিতান্ত হীন-জীব-মধ্যে পরিগণিত, এবং সর্ব্বত্র নিতান্ত অবজ্ঞাত রহিয়াছে। আমাদিগের দেশেও ফিরিঙ্গীগণ খৃষ্ট-সমাজে সমুন্নত স্থান লাভ করিতে অদ্যাপি সমর্থ হন নাই। আমাদিগের বর্ত্তমান আদর্শ বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জবাসী অভিজাতগণের সন্তান-সন্ততি হীন-বংশের পুত্র-কন্যার সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইলে, এখনও মাতা-পিতা কর্ত্তৃক কুসন্তানরূপে পরিত্যক্ত হইতেছেন। এখনও সে দেশে অভিজাতবর্গ হীনবংশীয় মানবের সহিত কদাপি একত্র পান-ভোজন গ্রহণ করেন না। ভোজন কালে তাঁহাদিগের মধ্যেও হিন্দুগণের ন্যায় পংক্তি-বিভাগ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আভিজাত্যের দম্ভ এবং অভিমান জগতের অতি প্রাচীন কাল হইতে এখনও সর্ব্বদেশেই সমান-ভাবে মনুষ্য-হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। পার্থক্যের মধ্যে

origin no longer in colour, but in the form of his features, is forced to suffer the greatest humiliations. Doubtless many a noble heart may there in silence lament the universal self-seeking and unrighteousness. Would he however strive against it, a martyrdom awaits him which surpasses all European conception.

Samuel Smiles.

সেই দম্ভের রূপ-ভেদমাত্র। তাহাকেই আমরা জাতীয় প্রথা বলিয়া থাকি। কিন্তু সেই দম্ভ এবং অভিমান মানব-হৃদয়ের নিতান্ত নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি নিচয়ের মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ মানব দ্বারা উহারা সর্ব্বপ্রকারেই সযত্নে বর্জ্জনীয়। একমাত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অনুশীলন দ্বারা মানব সর্ব্বজীবে দয়াশীল এবং দম্ভাদি নীচ মনোবৃত্তির প্রাধান্য বিদূরিত করিয়া, সকল মানবকেই সমকক্ষরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন।

এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অভাব জন্যই মানব এতাবৎকাল আপনার ও মানব-সমাজের অশান্তি এবং ঘোর বিপত্তির সৃষ্টি করিয়া, আপনাকে ও মানব-সমাজকে সতত অসুখী এবং বিপন্ন করিতেছে। সুশিক্ষিত সমুন্নত মানবও আত্মবিস্মৃত হইয়া, অপার্থিব সুখ-শান্তি এবং পরমানন্দরূপ অমৃত পরিত্যাগ করিয়া, আপাত-মধুর দম্ভাদির হলাহল অবিরত পান করিতেছেন। তাঁহারা সেই হলাহল-পানে মত্ত হইয়া, ঘোর শত্রুকে মিত্র, এবং স্বভাব-মিত্রকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। সমুন্নত ভারতেই ঘোর কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের অভিনয় হইয়াছিল। তাহার ফলে বিশাল কুরু-কুল সমগ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল; ভারত বীরশূন্য হইয়া পড়িল, এবং ভারতের ভাবী পতন তাহার ভাগ্যচক্রে সম্পূর্ণরূপেই সূচিত হইয়াছিল। তৎপরেই মহাবল যাদবগণ ঠিক সেই প্রকার পথেই গমন করিয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সমুন্নত প্রাচীন রোম এবং গ্রীসবাসীও ভারতীয় ক্ষত্রগণের অনুবর্ত্তন করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই দুই প্রাচীন

রাজ্য সর্ব্ববিধ সমুন্নতিতে পরিশোভিত হইলেও তদ্দেশে সমরাভিনয়ের কখনও বিরাম ছিল না।

আধুনিক কালের সমুন্নত ইউরোপ-খণ্ডের মনীষিগণ সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, মানব-সমাজের ক্রমোন্নতি জাগতিক নিয়ম-নিচয়ের অন্যতম। ভারত, গ্রীস এবং রোমের পতনকাল হইতে বহুশত-বর্ষই অতীত হইয়াছে। কিন্তু বহুকালের সমুন্নত ইউরোপবাসী জাতিনিচয়ের মধ্যেও আমরা ত সে ক্রমোন্নতির কোন লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা ঐ সকল সমুন্নত প্রাচীন জাতির পতনের কারণ অবধারণ করিয়াও মানবের প্রধান শত্রু রিপুগণকে জয় করিতে, এখনও সযত্ন এবং সমর্থ নহেন। তাঁহারা সেই সকল রিপুর প্ররোচনায় পরিচালিত হইয়া, এখনও বহ্নি-মুখগামী পতঙ্গপালের ন্যায় অবিরত অসংখ্য দলে সমরাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন। সেই সমুন্নত ইউরোপের পরিণাম কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? সর্ব্ববিধ সমুন্নতিতে সমৃদ্ধ জর্ম্মনগণই জগদ্ব্যাপী দাবাগ্নির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রকৃষ্ট জ্ঞানবল লোভাদি নীচ রিপুগণের শক্তিকে সংযত করা দূরে থাকুক্, তাহাদিগের অসংযত বর্দ্ধনেই সহায়তা করিয়াছে। সেই উন্নত জাতির সমুন্নত জ্ঞানও মানবের মানবত্ব বিন্দুমাত্র পরিবর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হয় নাই।

জর্ম্মনগণের অন্তর্জলচারী এবং ব্যোমচারী পোতসমূহের ধ্বংসকার্য্য হিন্দুর নিকট অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বলিয়াই প্রতীত হয়। হিন্দুগণও প্রাচীন এবং আধুনিক ভারতে

বহুযুদ্ধেই লিপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু সে প্রকার নিষ্ঠুরতা এবং ধর্ম্ম-বিগর্হিত আচরণ হিন্দুর কল্পনাতীত বিষয়। হিন্দুর রণ-নীতিতে অসমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ নিষিদ্ধ; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রাণভয়ে পলায়নপর শত্রুকেও কখন আক্রমণ এবং নিহত করিবে না; নিরপরাধ মানবের ত কথাই নাই। রোগগ্রস্ত মানব, বালক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীগণ সর্ব্বদা সকলের নিকটই সর্ব্বথা রক্ষণীয়। কৃষিজীবিগণের শস্যক্ষেত্র যুদ্ধে নিযুক্ত উভয়-পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের নিকট সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষণীয়। ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত, মনুষ্যোচিত এই প্রকার সকল রণনীতির জন্য,প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও, যুদ্ধে নির্লিপ্ত নিরপরাধ অধিবাসিবৃন্দ নিঃশঙ্ক-চিত্তে স্ববৃত্তির অনুসরণ করিতে পারিত; এবং তৎকালেও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিত। নিরপরাধ অধিবাসিবৃন্দের গৃহদাহ, সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠন, শস্যক্ষেত্র-ধ্বংস, স্ত্রীপুত্র-হরণ এবং জীবনবধ প্রভৃতি ইউরোপীয় রণনীতির অমানুষিক অত্যাচার ভারতবাসীকে প্রাচীন ভারতে কখন সহ্য করিতে হয় নাই। মধ্য-এসিয়াবাসী অসভ্য নিতান্ত নিষ্ঠুর টাইমুর ভারতে প্রবেশ করিয়া, ঐ প্রকার অত্যাচার করিয়াছিল।

ইউরোপবাসী সুসভ্য সমুন্নত এবং খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী জাতির দস্যু-জন-সুলভ এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার সুসভ্য মানবের পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, তাহা আমরা কখনও কল্পনাতেও ধারণা করিতে সমর্থ নহি। মনুষ্যেতর জীবগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্বভাব-দত্ত পশুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়।

তাহারাও তদ্দ্বারা কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া,কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ জন্য জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে বিবেক-নামে একটি অসামান্য প্রভাবশালী ঐশী শক্তি স্থাপন করিয়াছেন। সেই শক্তি সর্ব্বদাই মানবকে সুপথে সুপরিচালিত করিবার জন্য সদুপদেশ প্রদান করিতেছে। সেই সদুপদেশের সাহায্যে মানব অনায়াসেই কুপথকে বর্জ্জন করিয়া সৎপথের অনুসরণ করিতে পারে। ক্ষুদ্র-বালকও সেই ঐশী শক্তির প্রভাব সর্ব্বদা অনুভব করিতেছে; এবং তদ্দ্বারা আপনার কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য অবধারণে সমর্থ হইতে পারে; জ্ঞানশালী সমুন্নত মানবের ত কথাই নাই। ধর্ম্ম এবং জ্ঞানোন্নতি দ্বারা মানব-হৃদয়ের ঐ শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত-প্রভাব হইয়া থাকে; এবং মানবকে কর্ত্তব্য-পথের অনুসরণে ক্রমশঃ অধিকতর সহায়তা দান করে। ধর্ম্মে অনাদর এবং পুনঃ পুনঃ দুষ্কার্য্যের অনুসরণ দ্বারা সেই শক্তি ক্রমশঃ হীন-প্রভাব হইয়া পড়ে; কিন্তু এককালে বিলুপ্ত হয় না। তখনও সেই শক্তি মানবকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হয় না। সেই জন্যই আমরা নরঘাতী দস্যুগণের মধ্যেও সময়ে সময়ে দয়াগুণের আবির্ভাব দেখিতে পাই। তাহারাওঅনেক সময় সদুপ-দেশের সাহায্যে বিবেকের পূর্ণপ্রভাব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মানবোচিত কর্ত্তব্য-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের দস্যু-রত্নাকর এবং বর্ত্তমান কালের চৈতন্য-শিষ্য নবদ্বীপবাসী জগাই এবং মাধাই তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই জন্যই মানবের অপরাপর শক্তির ন্যায় বিবেক-শক্তিও সর্ব্বদা অনুশীলন-সাপেক্ষ। সবল এবং দুর্ব্বল সকল মানবকেই দেহের বলরক্ষা এবং বল-বর্দ্ধনের জন্য সমগ্র জীবন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিচালনা যথাশক্তি করিতে হয়। নতুবা মানব-দেহ ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া, নানা ব্যাধির আকরে পরিণত হয়। সেইরূপ মানবের বুদ্ধিবৃত্তি এবং মানব-হৃদয়ের সকল সদ্‌বৃত্তিকে সুপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য সমগ্র-জীবনই তাহাদিগের যথাযথ অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। নতুবা তাহারাও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে; এবং সে মানব কুপথ আশ্রয় করিবে। বিবেকের অনুশীলন মানবের শৈশবকালেই আরম্ভ করিতে হইবে। কারণ মানব শৈশবকালেই মিথ্যাকথন, পরদ্রব্যাপহরণ প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর অসৎ কার্য্যের দোষ আপনা হইতেই ধারণা করিতে সমর্থ হয়; এবং সেই সকল দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করে। শিশু তাহার সেই দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন করিতে স্বয়ং সমর্থ নহে। সেই কারণে মাতা-পিতা প্রভৃতি স্বজনবর্গকে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া শিশুকে সাহায্য করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে, শিশুকে শাসন করিতেও তাঁহারা কদাচ কুণ্ঠিত হইবেন না। এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে, শিশু বয়োবৃদ্ধির সহিত সহজেই সত্যনিষ্ঠ এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মানব হইতে পারিবে। সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়নিষ্ঠাই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভিত্তিভূমি; এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই মানবজীবন ও সমগ্র মানব-সমাজের প্রকৃত সুখশান্তি-বর্দ্ধনের একমাত্র উপায়।

সমবেত চেষ্টা ও সমাজ-স্থাপন।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনায় আমরা মানব কত ক্ষুদ্র। আমাদিগের দেহ, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রতঙ্গ এবং তাহাদিগের শক্তি সমস্তই সেই পরিমাণে ক্ষুদ্র। সম্যক্-সুপুষ্ট, সমুন্নতকায় মানবের দেহ কদাচিৎ চারি হস্তকেও অতিক্রম করে। সেইরূপ ক্ষুদ্র শৈলাকার, সমুন্নত-দেহ মানব যদি ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় রেণুকণা হইতেও ক্ষুদ্র নগরাজ হিমাচলের পাদদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই গগনভেদী সুবিশাল হিমাচল-কলেবরের সহিত স্বীয় দেহের তুলনা করে, তাহা হইলে, সেও দেখিতে পায়, নগরাজ-দেহের তুলনায় সে কত ক্ষুদ্র। সমগ্র হিমাচলের সুবিস্তৃত দেহের সহিত তুলনা করিবার শক্তি তাহার নাই। সেই সামান্য পর্ব্বত-মালার সমগ্র ভাগ এক কালে তাহার দর্শনপথে পতিত হয় না। তাহার দর্শন-শক্তি স্বল্প স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানবের দর্শনশক্তি সে সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় জল-বিন্দু হইতেও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ধরাতলের সুবিশাল-সাগর-মালার তুলনায়ও অতিক্ষুদ্র বঙ্গসাগর-তীরে দণ্ডায়মান হইয়া, যেন অনন্ত-বিসারী সেই জল-রাশির প্রতি যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি, তখন অনন্তের আভাস স্বতঃই আমাদিগের হৃদয়ে সমুদিত হয়; এবং আমরা অনুভব করি, আমরা কত ক্ষুদ্র। তখন আমরা আরও দেখিতে পাই, গগনবিহারী শ্যেন সেই উচ্চস্থান হইতেও সমুদ্র-গর্ভ-বিচরণকারী মৎস্যগণকে দর্শন করিতেছে;

কিন্তু আমরা সাগরতীরে সেই জলরাশি-সমীপে দণ্ডায়মান হইয়াও, সাগর-গর্ভস্থ কোন পদার্থই দেখিতে পাইতেছি না। মানব-দেহ অপেক্ষা শ্যেন-দেহ কত ক্ষুদ্র; তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ও সেইরূপ ক্ষুদ্র; কিন্তু দর্শন-শক্তিতে আমরা সেই ক্ষুদ্র শ্যেনের নিকট পরাভূত। শ্যেনের ক্ষুদ্র চক্ষুর শক্তি সাগরবারি ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু আমাদিগের দর্শন শক্তি সাগরবক্ষে প্রতিহত। দর্শনশক্তিতে আমরা ক্ষুদ্র শ্যেন অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

ক্ষুদ্র সারমেয় মুষ্টিমাত্র অন্নের প্রার্থী হইয়া, আমাদিগের গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। রাত্রিতে সেও আমাদিগের ন্যায় নিদ্রা-সুখ ভোগ করে। সে সময়েও তস্করের অস্ফুট সতর্ক পদধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করে; কিন্তু উচ্চতর শব্দও সকল সময় আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রবণ-শক্তিতে আমরা ক্ষুদ্র সারমেয় হইতেও ক্ষুদ্র। অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকাকুল খাদ্যগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, বহু-দূর হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই দূরবর্ত্তী গন্ধ আমাদিগের নাসারন্ধ্রে কখন প্রবেশ লাভ করে না। নিতান্ত নিকটবর্ত্তী না হইলে, আমরা কোন গন্ধই অনুভব করিতে পারি না। জল আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ-রূপে গন্ধহীন পদার্থ। কিন্তু সেই বারিগন্ধ বহুদূর হইতে উষ্ট্রের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে; এবং সুদূর-বিস্তৃত উত্তপ্ত বালুকাময় মরুপ্রদেশ-মধ্যেও উষ্ট্র জলাশয়ের অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত হয়। অতএব ঘ্রাণশক্তিতেও আমরা নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবকুল হইতে অধম।

হস্তিযূথের আবাসভূমি বিশাল-আরণ্য-প্রদেশে দণ্ডায়মান হইলে, আমরা দেখিতে পাই. করিকুল সুদীর্ঘ-কর দ্বারা সমুন্নত বনস্পতিগণের সুবৃহৎ শাখাপ্রশাখা অবলীলাক্রমে ভগ্ন করিয়া, তাহাদিগের পত্র-পল্লবাদি সুখে ভক্ষণ করিতেছে। সেই বৃক্ষশাখার সামান্য একটি প্রত্যন্ত-শাখা ভগ্ন করিবার শক্তিও আমাদিগের বাহুযুগলে নাই। করিকুলের সহিত তুলনায় আমাদিগের এই ক্ষুদ্র বাহুর বল কত ক্ষুদ্র। অশ্ব একাকী শকট-পূর্ণ মানব বহন করিয়া, দ্রুত-পদে বহু-ক্রোশ-পথ অতিক্রম করিতেছে। কেহ মানবকে পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া, দ্রুতবেগে বহু-যোজন-পথ গমন করিতেছে। আমরা ভারশূন্য হইয়াও, কখন সেরূপ বেগে সেই সুদীর্ঘ-পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহি। পদের শক্তিতেও মানব সামান্য পশুর নিকট পরাভূত, এবং পশু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

এক সময় ঐ সকল জীব-কুলের শয়ন-ভোজনাদি রীতিনীতির সহিত মানবকুলের কিছুমাত্র পার্থক্য ছিল না। তখন এই মানবই পশু-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত ছিল। তখন মানবও সাধারণ পশুর ন্যায় পর্ব্বত-কন্দরে, তরু-কোটরে, অথবা তরু শাখায় বাস করিত। বনেচর পশুর ন্যায় সেও তখন আহারের অন্বেষণে বনে বনে বিচরণ করিত। মানব তখন বনজাতফলমূল এবং বনেচর ক্ষুদ্র-পশুর আম-মাংস শ্বাপদপশুর ন্যায় ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পরাক্রমশালী শ্বাপদগণের ন্যায় আহারের জন্য মৃগাদি বৃহৎ পশু বধকরিবার শক্তি তখন

তাহার ছিল না। তখন আকারেও বৃহৎকায় বানরজাতীয় পশুর সহিত মানবের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইত না।

সেই মানব এখন এত সুসভ্য, এত সমুন্নত, এবং দেবোপম-সুন্দর-দেহ। হস্তী, অশ্ব-প্রভৃতি পশুগণ এক্ষণে সেই মানবের সেবক। সিংহ ব্যাঘ্রাদি দুরন্ত শ্বাপদকুল মানবের হস্তে ক্রীড়নক। কেবল পশুকুল নহে, প্রকৃতিও এক্ষণে দাসীরূপে সেই ক্ষুদ্র মানবের সেবায় নিত্য নিরন্তর নিরত। পশুবৎ অসভ্য, সর্ব্ববিষয়েই ক্ষুদ্র, সেই মানবের এই মহতী-শক্তি-সঞ্চয়ের মূল-কারণ তাহার বৃহতী বুদ্ধিবৃত্তি; এবং সেই বুদ্ধিবৃত্তিজাত সমবেত-চেষ্টাশক্তি। অপর সকল বিষয়ে মানব ক্ষুদ্র হইলেও বুদ্ধিবৃত্তিতে ক্ষুদ্র নহে। এক বুদ্ধিবৃত্তিবলেই মানব ধরাতলের ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল জীবকে অতিক্রম ও পরাভূত করিয়াছে। অপর সকল জীবেরই বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ স্থিতিশীল। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি বা অবনতি নাই; সৃষ্টিকাল হইতে প্রায় এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মানবের বুদ্ধিবৃত্তি জগদীশ্বর ক্রমোন্নতিশীল করিয়াছেন। সেই উন্নতির সীমা কোথায়, তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। সেই বুদ্ধিবলেই মানব এখন সর্ব্বসুখাকর বাসগৃহ, বহুজন-পূর্ণ গ্রাম, সমৃদ্ধিশালী নগর, এবং সুবিস্তৃত, শান্তিপূর্ণ রাজ্য গঠন করিয়া সুখে বাস করিতেছে। এক্ষণে শত-সহস্র শ্যেন-দৃষ্টি মানবের দর্শনশক্তির নিকট পরাভূত। এক্ষণে মানব Periscope, Microscope, Telescope পেরিস্‌কোপ, মাইক্রস্‌কোপ ও টেলিস্‌কোপ জলমধ্যে দর্শনের যন্ত্র, অণুবীক্ষণ ও

দূরবীক্ষণ .যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া, মানবচক্ষুর দুর্ব্বলতা বিদূরিত করিয়াছে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যন্ত্র দ্বারা এখন মানব বহুদূরবর্ত্তী আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ। শত শত গজরাজ-দেহের বলেও যে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না, মানব বুদ্ধিবলে এক্ষণে যন্ত্র-সাহায্যে অবলীলাক্রমে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। শত শত বেগবান্ অশ্ব যে দূরপথ-গমনে অসমর্থ, মানব এক্ষণে বাষ্পীয়যানের সাহায্যে তদপেক্ষা দূরতর পথ সর্ব্বদা সুখে অতিক্রম করিতেছে।

যে কার্য্য মানব একাকী সম্পাদন করিতে অসমর্থ, বহু-মানবের সমবেত-চেষ্টাদ্বারা সে কার্য্য সুশৃঙ্খলায়, সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে। বুদ্ধিবল এবং সমবেত-চেষ্টাই মানবের সকল উন্নতির মূল। সেই সমবেত-চেষ্টাও মানবের বুদ্ধিবল হইতেই সমুৎপন্ন। এই সমবেত চেষ্টার ফলেই মানব-জীবনের সকল সুখের ভিত্তি-ভূমি, পারিবারিক-জীবন ও স্বগৃহ, এবং গ্রাম, নগর ও রাজ্য গঠিত হইয়াছে। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও ঐ সকল গুণের কোন কোনটির কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কোনটিই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই বটে, আরণ্যপ্রদেশে করিগণ যূথবদ্ধ হইয়া, বাস করে এবং যূথপতির আদেশক্রমে পরিচালিত হয়। আমেরিকার সুদূর-বিস্তৃত প্রেরীক্ষেত্রে অশ্বগণ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। শাখা-মৃগগণ দলে দলে বহুসংখ্যক একত্র হইয়া, এক স্থানে বাস করে।

আরণ্যাবস্থায় বহু পশুই দলবদ্ধ হইয়া, বাস করিয়া থাকে। বীবর-জাতি সমবেত-চেষ্টা দ্বারা সুন্দর বাসগৃহ এবং সুদৃশ্য নগর নির্ম্মাণ করিয়া, বহুসংখ্যক একত্র বাস করে। মধুমক্ষিকাগণের মধুচক্র দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ক্ষুদ্র পুত্তিকার সমবেত চেষ্টা, গ্রাম ও নগর-নির্ম্মাণের অসামান্য কৌশল, সুন্দর সুশৃঙ্খলা, এবং অধ্যবসায় সমুন্নত মানবের নিকটও বিস্ময়কর। কোন কোন পশু ও পক্ষী স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া, একত্র বাস করে। কিন্তু আমাদিগের ন্যায় গার্হস্থ্য-প্রথা, সুশৃঙ্খলা ও সুখসম্পদ অদ্যাবধি অপর কোন জীবেরই হয় নাই।

যে বুদ্ধিবলে মানব সম্পূর্ণ আরণ্যাবস্থা হইতে এতাদৃশ উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেই বুদ্ধিশক্তি-প্রভাবেই মানব বুঝিয়াছিল, এক গৃহে, এক গ্রামে বা নগরে, এবং এক রাজ্যমধ্যে বহুলোক একত্র বাস করিতে হইলে, সর্ব্বদা সুশৃঙ্খলা এবং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের প্রয়োজন। সেই সুশৃঙ্খলা এবং সদ্ভাবের জন্যই আমরা আপদ্, বিপদ্, সম্পদ্, সকল সময়েই পরস্পরকে যথাশক্তি সাহায্য দান করিয়া থাকি। সংসারে মানবের আপদ্-বিপদের অভাব নাই। সেই সকল দুর্দ্দৈব মানব-জীবনে অনেক সময়ই উপস্থিত হয়। সে সময় ধনবল এবং জনবলই মানবের বিপদুদ্ধারের প্রধান উপায়। ধনবান্, ধনের সাহায্যে অনেক সময় আপদ্-বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সকল সময়ে নহে। অনেক সময় তাঁহারও জনবলের প্রয়োজন হয়। সে সময় অনেক ধনশালী ব্যক্তিকেও জনবলের অভাবে

সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সাধারণ মানবের পক্ষে জনবলই বিপদে প্রধান সহায়। ধনী, দরিদ্র সকল মানবেরই সম্পদেও জনবলের প্রয়োজন হয়। আমাদিগের গৃহে পূজাপদ্ধতি এবং পুত্রকন্যাগণের বিবাহাদি উৎসবের সময় অর্থের ন্যায় বহুলোকের সাহায্যও প্রয়োজন হয়। যাহার সম্পদেও সাহায্য করিবার জন্য আত্মীয় বন্ধু অধিক নাই, তাহাকে বেতন-ভোগী লোক নিযুক্ত করিয়া, সেই অভাব পূরণ করিতে হয়।

বুদ্ধিবলে মানব এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছে; এবং স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা, সহোদর-সহোদরা-প্রভৃতি পরিজনবর্গ লইয়া, এক গৃহে বাস করিতেছে। পীড়ার সময় এবং সামান্য বিপদাপদে সেই স্বজনবর্গ পরস্পারকে যথাশক্তি সাহায্যদান করিবে। দস্যু-তস্করাদির আক্রমণ এবং গৃহদাহপ্রভৃতি বিপদে প্রতিবেশীর সাহায্যভিন্ন উদ্ধার-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। সেই জন্য বহুমানব-পরিবার মিলিত হইয়া, গ্রাম ও নগর গঠন করিয়াছে। কোন মানব-পরিবারই অরণ্য অথবা প্রান্তরমধ্যে একাকী বাস করে না। গ্রাম, নগর ও জনপদসমূহ বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিবার জন্য সুসভ্য-মানব রাজ্য-স্থাপনা উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রবল শত্রুকে নিরাকৃত করা, কোন একটি গ্রাম, নগর অথবা জনপদের সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই জন্য শত্রুর সংখ্যানুসারে বহু লোকের প্রয়োজন, এবং সেই প্রকার বিপদ-নিরাকরণে বহুমানবকে জীবনদানও করিতে হয়। সেই দুঃসাধ্য-

কার্য্য সম্পাদনজন্য তদুপযুক্ত একজন নায়কেরও প্রয়োজন হয়। সেই দেশ-নায়ককেই প্রথমে রাজপদ প্রদত্ত হইয়াছিল। বহিঃশত্রু-নিরাকরণের ন্যায় দেশস্থ গ্রাম, নগর, জনপদ এবং সমগ্র দেশের উন্নতি-বিধানও অধিবাসিবর্গের সমবেত-চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করে। অসামান্য শক্তিশালী দেশনায়কও কখন একাকী সেই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ নহেন।

সুসভ্য মানবের সর্ব্ববিধ সুখশান্তি এবং উন্নতি যেরূপ একসূত্রে আবদ্ধ, সেইরূপ সেই সকল সুবিধালাভের উপায়সমূহও একমাত্র কর্ত্তব্য-সাধন-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। অপরের সাহায্য লাভ করিয়া, সম্পদে সুখী এবং বিপদে বিপন্মুক্ত হইতে হইলে, আমাদিগের সাহায্য-দাতাকেও তাঁহার প্রয়োজনের সময় সেইরূপ সাহায্য দান করিতে হইবে। পরস্পরের সাহায্যের সেই প্রতিদানই আমাদিগের পারিবারিক, সামাজিক, দেশব্যাপী সর্ব্ববিধ সুখশান্তি এবং সমুন্নতি-লাভের ভিত্তি-ভূমি; মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-শিক্ষার বিশাল বিশ্ব-বিদ্যালয়। মানবের এই শিক্ষার মূলে স্বার্থ-সংস্পর্শ আছে সত্য, কিন্তু উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিলে, সেই স্বার্থজ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হয়। কর্ত্তব্য-সাধনে ব্রতী মানবের হৃদয় ক্রমে সমুন্নত দেবভাব, এবং অপার দয়াসিন্ধু ঈশ্বরের পবিত্রতাময়ী বিশ্বব্যাপিনী দয়ার আভাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখন সে মানব আর ভুলিয়াও স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। তখন তাঁহার সমুন্নত হৃদয় জীব-সাধারণের দুঃখে দুঃখ এবং ক্লেশে

ক্লেশ অনুভব করিতে শিক্ষা করে। তখন জীব-মাত্রের দুঃখ দূরীকরণে তাঁহার সমুন্নত হৃদয় ব্যগ্র হইয়া পড়ে। কোন বিপন্ন জীব তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তাহার উদ্ধার সাধন না করিয়া, তিনি কদাপি নিবৃত্ত হন না। সেই মহৎ কার্য্য-সাধনে তিনি সকল দুঃখ, সকল ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন। প্রয়োজন হইলে জীবন দান করিতেও তিনি কখন কুণ্ঠিত হন না। এইরূপ বিশ্বব্যাপী প্রেমময় ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, মানব এই জগতেই মানবত্ব অতিক্রম করিয়া, দেবত্বে উপনীত হন। এই বিশ্বব্যাপী প্রেমময় দেবভাব মহনীয় মহাবীর, বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশুখৃষ্ট এবং মহম্মদের হৃদয়ে উদিত হইয়া, লক্ষ লক্ষ মানবের মুক্তিপথ উন্মুক্ত করিয়াছে; এবং তাঁহাদিগকে ধরাতলে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। জীব-দুঃখে ব্যথিত-হৃদয় ঐ সকল মহাপুরুষ জীবের দুঃখ দুরীকরণে সতত ব্যগ্র ছিলেন; তাঁহারা আপনাদিগের সুখ-দুঃখের প্রতি কখন দৃক্‌পাত করেন নাই। সেই মহাব্রত সাধনে যিশুখৃষ্ট জীবন দান করিয়াছিলেন। সেই জন্য সুসভ্য মানব-সমাজ সেই সকল মহাপুরুষকে এখনও দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেছে। সে প্রকার মহাপুরুষের সংখ্যা জগতে অধিক হয় না। কিন্তু কর্ত্তব্য-শিক্ষার জটিল-পথে তাঁহারাই আমাদিগের শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক এবং সুমহান্ আদর্শ। সুমহান্ আদর্শের অনুকরণ করিতে পারিলে, আমরাও যে কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ সুমহান্ আদর্শের অনুসরণই

আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার জীবন। সেই শিক্ষা হইতেই এক্ষণে মানবের এত উন্নতি ও এত সুখ সৌভাগ্য হইয়াছে।

কর্ত্তব্য-শিক্ষার বিদ্যালয় স্বগৃহ।

আমাদিগের সেই শিক্ষার প্রথম এবং প্রশস্ত বিদ্যালয় স্বগৃহ; পরিবারবর্গ তাহার ছাত্র ও ছাত্রী; পিতা সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মানব সহস্র ক্লেশ সহ্য করিয়া, শত-সহস্রবর্ষব্যাপী চেষ্টার ফলে, যে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সুখশান্তি লাভ। সুশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী, ধর্ম্মপরায়ণ সকল সভ্য মানবেরই সেই সুখশান্তি কেবল এ জগৎ-মধ্যে আবদ্ধ নহে। তাঁহারা সকলেই আশা করেন, এ জগতের শিক্ষা এবং তজ্জনিত কার্য্যের ফলে তাঁহারা পরলোকেও সেই প্রকার সুখশান্তি ভোগ করিতে পারিবেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মানবগণের সেই ধারণা আরও সুবিস্তৃত। তাঁহারা পরলোকের ন্যায় পরজন্মেও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, বর্ত্তমান জন্মের সদসৎ কর্ম্মের ফল কেবল পরলোকে নহে, পরজন্মেও মানবকে ভোগ করিতে হয়। মুসলমান এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মানবগণ পরজন্ম স্বীকার করেন না; কিন্তু পরলোকের অস্তিত্ব তাঁহারাও স্বীকার করিয়া থাকেন। সেইজন্য বর্ত্তমান-জন্মে যাহাতে আমরা এ প্রকার শিক্ষালাভ করিতে পারি, যদ্দারা বর্ত্তমান জীবনে সুখশান্তি ভোগ করিয়া,

পরলোকেও সুখী হইতে পারি, তজ্জন্য সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী, সুশিক্ষিত অশিক্ষিত, এবং ধনী দরিদ্র সকল মানবেরই চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ সুখশান্তি কেবল সুশিক্ষিত এবং ধনবান্ মানবে আবদ্ধ নহে। অশিক্ষিত এবং দরিদ্র মানবও তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। সেই চেষ্টাও মানব-সাধারণের সাধ্যায়ত্ত। তাহাতে ধনী দরিদ্রে পার্থক্য নাই, সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে পার্থক্য নাই, এবং অর্থ-ব্যয়েরও প্রয়োজন নাই। বাল্যাবধি যত্ন-পূর্ব্বক আমাদিগের জীবনের অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্যশিক্ষাই সেই চেষ্টা। জীবন পথের সেই কর্ত্তব্য শিক্ষার উপরই প্রত্যেক মানবের এবং সমগ্র মানব-সমাজের সমস্ত সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে।

পিতাই সকল পরিবারের পরিচালক। তিনি স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, সহোদর-সহোদরা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে তাহাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য-সাধন বিষয়ে সুশিক্ষিত করিবেন। পিতা স্বয়ং কর্ত্তব্য-পরায়ণ সুশিক্ষক হইতে পারিলে, শিক্ষাদান-কার্য্য সহজ-সাধ্য হয়; এবং সে প্রকার পরিবার দরিদ্র হইলেও পরমসুখী। তাঁহার সুশিক্ষার গুণে এবং তাঁহার আদর্শে সেই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে সতত অবহিত হইবে। যেখানে কর্ত্তব্য সাধন আছে, সেই স্থানেই সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিরাজিত; ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিষয়-সাধনই আমাদিগের কর্ত্তব্য; এবং ধর্ম্ম কর্ত্তব্যের নামান্তরমাত্র। "যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়" এই শাস্ত্রোক্ত মহাজন বাক্যও কখন মিথ্যা নহে।

সমাজ-স্থিতির জন্য সভ্য মানব-সমাজে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে

বিবাহপ্রথা বহুকাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এবং সেই সম্বন্ধ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীর মতে অবিচ্ছেদ্য। বিবাহের দিন হইতেই পরিণয়-সূত্রে সম্বদ্ধ স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের সুখ-দুঃখভাগী। এই গুরুতর দায়িত্ব, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,এবং তজ্জনিত স্বাভাবিক প্রণয়ও, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি যথোপযুক্ত কর্ত্তব্যসাধনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সেই জন্য স্ত্রী-জাতির পাতিব্রত্য সর্ব্ব-দেশে, সর্ব্বধর্ম্মে সমাদৃত ও সুপূজিত। হিন্দুশাস্ত্রে পতিভক্তি এবং পতিসেবাই স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত *। হিন্দু-সমাজে পাতিব্রত্যের কিরূপ সমাদর তাহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে অনুমিত হইবে।

আদর্শ নারী।

"মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! কৌশিকনামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা ঐ বিপ্র এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন। এমন সময় এক বলাকা ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া, বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণ বলাকা নিহত হইয়াছে

---

* "গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বস্যাভ্যাগতো গুরুঃ॥"

দেখিয়া, কারুণ্যরস-পরতন্ত্র হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন; এবং আমি রোষ-বশীভূত হইয়া, নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া, বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

"তপোধনাগ্রগণ্য কৌশিক বলাকা-নিধন নিমিত্ত এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়া, ভিক্ষার্থ এক গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পূর্ব্বপরিচিত এক গৃহস্থভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি।' গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা-পাত্র পরিস্কার করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া, আবাসে প্রবেশ করিলেন। ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষাদান না করিয়াই, পাদ্য, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর খাদ্য প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্ম-নন্দন! ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, অনন্যমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন; এবং সদাচার-সম্পন্ন, সর্ব্বদা শুচি, সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ ও কটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযতচিত্তে তিনি দেবতা, অতিথি, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা সম্পাদন করিয়া কাল যাপন করিতেন।

"পতিব্রতা স্বামীর সেবা করিতে করিতে, ভিক্ষাপ্রার্থী

ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিয়া, পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া, ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত সত্বর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষ-কষায়িত-লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'হে বরাঙ্গনে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া উপরুদ্ধ করিলে? বিদায় করিলে না কেন?

"পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া, সান্ত্বনাবাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'হে বিদ্বন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ভর্ত্তাকে পরম-দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি; তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন; সেই কারণে আমি এতাবৎকাল তাঁহার সেবা করিতেছিলাম।'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'তুমি ব্রাহ্মণগণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না; কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক। তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়াও, ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর, উহা অতি অনুচিত। হে গর্ব্বিতে! মানবগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট সদুপদেশ শ্রবণ কর নাই। ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ; তাঁহারা মনে করিলে অনায়াসেই সমুদয় বসুন্ধরা দগ্ধ করিতে সমর্থ হন।'

"পতিব্রতা কহিলেন, 'হে তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন; আমি বলাকা নহি; ক্রোধদৃষ্টিদ্বারা আপনি আমার কি করিবেন? আমি কদাচ দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা

করি না। এক্ষণে আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বহুবিধ প্রভাব আমি শ্রুত হইয়াছি। তাঁহাদিগের ক্রোধ যেমন অসীম, প্রসাদও তদ্রূপ। হে ব্রহ্মন! আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার মতে পতিশুশ্রূষাই স্ত্রীগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম; এবং ভর্ত্তা সমুদয় দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখুন; আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।'

"হে বিপ্রেন্দ্র! ক্রোধ মনুষ্যগণের পরমশত্রু। যিনি ক্রোধ মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্যবাক্য কহেন, এবং গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন; যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন; এবং কামক্রোধপ্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন; যিনি সমুদয় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন, ও সর্ব্বধর্ম্মে রত হন; যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন এবং যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া, বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে ভগবন্! যদি প্রকৃতধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না থাকেন, তাহা হইলে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, এবং সতত পিতামাতার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি আপনার নিকট প্রকৃতধর্ম্ম কীর্ত্তন

করিবেন। আপনি তথায় গমন করুন্। হে ব্রহ্মণ! অবলাগণ ধার্ম্মিকদিগের অবধ্য; অতএব আপনি আমার এই রমণী-স্বভাব-সুলভ বাচালতা-দোষ মার্জ্জনা করুন।'

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম-প্রীত হইয়াছি; আমার ক্রোধেরও উপশম হইয়াছে। তোমার তিরস্কার-বাক্য আমার সাতিশয় হিতকর হইল; তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি চলিলাম'।"

আদর্শ গৃহিণী।

যে পরিবারে স্ত্রী পতিরতা, পতি-সেবাপরায়ণা, সে স্থানে স্বামীও স্বভাবতঃ সেই প্রকার স্ত্রীর সদ্‌গুণের বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন; এবং সে প্রকার সংসার ধর্ম্ম ও শান্তির আলয় হইয়া উঠে। যাঁহার হৃদয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান একবার বদ্ধমূল হইয়াছে, তিনি সকলের প্রতিই যথোচিত কর্ত্তব্য-সাধনে কখন ত্রুটি করেন না। তাঁহার ধর্ম্মপূত চরিত্রগুণে সকলেই সেরূপ সংসারে সুখে বাস করে; এবং সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধনে অবহিত হয়। এই প্রকার পিতা-মাতার সুমহান্ আদর্শ বাল্যাবধি সতত সন্তানগণের দর্শনপথে পতিত হওয়ায় তাহারা প্রায়ই কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া থাকে। আদর্শের শক্তি এ সংসারে বড়ই প্রবল। সেই আদর্শের মধ্যে সতের অনুকরণ এবং অসতের পরিবর্জ্জন বুদ্ধিমানের কার্য্য: বুদ্ধিহীনের কার্য্য তদ্বিপরীত। বৈদেশিক

জাতির সংস্পর্শে এক্ষণে আমরা আমাদিগের কর্ত্তব্য এমনকি স্বার্থও বিস্মৃত হইয়া, বুদ্ধিহীনের ন্যায় বিপরীত পথে পরিচালিত হইতেছি। সেই অবনতির পরিণাম কোথায়, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? হিন্দুর বিবাহ-সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য ; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিসমূহের সে সম্বন্ধ সুচ্ছেদ্য। ইউরোপ এবং আমেরিকায় সেই পবিত্র-বন্ধন-চ্ছেদনের শত শত ঘটনা শত শত ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিদিনই উপস্থিত হইতেছে। বৈদেশিক সংস্পর্শে আমাদিগের সুচিন্তিত, সুখময় পারিবারিক রীতি-নীতিতে ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনে আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হইয়াছি ; কোন প্রকারে লাভবান হইতে পারি নাই।

সংসারের গৃহকার্য্য পরিচালনার ভার সর্ব্বতোভাবে গৃহিণীর উপর সংস্থাপিত। সে সকল কার্য্য তিনি স্বয়ং যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন করিবেন। শ্বশ্রূ, শ্বশুর এবং অতিথির সেবা, সন্তানগণের লালনপালন, অপরাপর পরিবারবর্গ, দাসদাসী এবং গৃহপালিত গবাদি পশুগণের সচ্ছন্দে ভরণপোষণ ; তাঁহাদিগের পীড়ার সময় সেবাযত্ন ; সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থাই তাঁহাকে করিতে হইবে। তিনি ধনবানের কন্যা এবং ধনশালীর পত্নী হইলেও, এ সকল বিষয় তাঁহার অবশ্যকরণীয়। দ্রুপদ-রাজতনয়া পাঞ্চালী রাজপুত্রী, এবং পাণ্ডবপতি রাজা যুধিষ্ঠিরের মহিষী ছিলেন। তিনি কি প্রকারে সেই রাজ-পরিবার পরিচালিত করিতেন, তাহা মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে আমরা দেখিতে পাইব।

"হে সত্যভামে! আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। আমি অভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। আমি দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগে ও দুরবেক্ষণে সতত শঙ্কিত থাকি; এবং সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অরাতিনিপাতন মহারথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া, আমি সতত তাঁহাদিগের সেবা করি। ভর্ত্তা ক্ষেত্র, বন অথবা গ্রাম হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন ও উদক প্রদান দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিয়া থাকি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজনপ্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত আমি কখন সহবাস করি না; তিরস্কারবাক্য কখন মুখেও আনি না। সকলের প্রতি অনুকূল এবং আলস্য-শূন্য হইয়া, আমি কালযাপন করি। আমার শ্বশ্রূ কুটুম্ব-বিষয়ে আমাকে যে সমুদয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, ও মান্যগণের পূজাপ্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমার মনে সর্ব্বদা জাগরূক আছে; অতন্দ্রিত-চিত্তে দিবারাত্র আমি তৎসমুদয় পালন করি।"

"হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীগণের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি;

তজ্জন্য তাঁহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না; এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। হে শুভে! সতত সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরু-শুশ্রূষা সন্দর্শনে স্বামিগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন। হে সত্যভামে! আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে স্বয়ং অন্ন, পান ও আচ্ছাদনপ্রদান দ্বারা সেবা করি; কদাপি তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন গ্রহণ বা বসনভূষণ পরিধান করি না। ইন্দ্রপ্রস্থ বাসকালে পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন। আমি সমুদয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া, দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম।”

সংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের ভার পিতার উপর; উপযুক্ত অর্থ ভিন্ন কোন সংসার সুচারুরূপে চলিতে পারে না। সে জন্য পিতা সৎপথ অবলম্বন করিয়া, যথাশক্তি ধনোপার্জ্জন করিবেন। সেই অর্থ দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণপোষণ, অতিথিসেবা, সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষা, পীড়িতের চিকিৎসাপ্রভৃতি সাংসারিক যাবতীয় ব্যয় সম্পাদিত হইবে। সামর্থ্য থাকিলে, হীনাবস্থ আত্মীয় বন্ধু, এবং দয়ার উপযোগী সাধারণ দীন দরিদ্রগণের দুঃখ যথাশক্তি দূরীকরণেও সেই অর্থ প্রযুক্ত করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ সৎপাত্রে দান এবং নিজের ও স্ত্রীপুত্রাদির ভোগ-সুখসাধনই অর্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্য পিতাকে অধিকাংশ সময় অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় অতিবাহিত

করিতে হয়। তাহা হইলেও সংসার-পরিচালনার অনেক কার্য্যের প্রতিই তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; নতুবা সে সংসার কখনই সুচারুরূপে পরিচালিত হয় না।

সন্তানের সুশিক্ষা।

সন্তানগণের সুশিক্ষা এবং চরিত্রগঠনও পিতার যত্নের উপরই নির্ভর করে। পরিবারমধ্যে সেই কার্য্যে সুদক্ষ অপর কোন গুরুজন থাকিলে, তিনিও সে ভার গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু সে প্রকার স্থলেও পিতার সাহায্য অপরিহার্য্য; পিতাও অবকাশানুসারে মধ্যে মধ্যে সেই কার্য্য পরিদর্শন করিবেন। কারণ বাল্যে সুশিক্ষা এবং চরিত্র-গঠনের উপর বালকের সমগ্র জীবনের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই জন্য বালকবালিকার প্রতি পিতামাতা এবং গুরুজনবর্গের সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাচীনকালে আর্য্য-বালকগণের সুশিক্ষা এবং চরিত্রগঠন গুরু-গৃহে সর্ব্বদা অবস্থান দ্বারা সম্পাদিত হইত। এক্ষণে সে সুবিধা আর নাই। বিদ্যালয়ের সুশিক্ষকগণ পিতামাতা এবং গুরুজন-বর্গকে ঐ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে সাহায্য দান করিতে পারেন। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে তাঁহাদিগের নিকট পূর্ণ-সাহায্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে বহু বিদ্যালয়ের সহিত ছাত্রাবাস স্থাপিত

হইয়াছে; সে গুলিও বর্ত্তমান প্রণালীতে বালকের সুশিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের প্রশস্ত ক্ষেত্র নহে। এ প্রকার গুরুতর কার্য্য স্বল্প-বেতন-ভোগী অগঠিত-চরিত্র গৃহ-শিক্ষকের উপরও ন্যস্ত করা কখন উচিত নহে। প্রয়োজন হইলে, গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে; কিন্তু সেরূপ স্থলেও পিতার সুবিবেচনার পরিচালনা, এবং সর্ব্বদা তাঁহার কার্য্য পরিদর্শন অবশ্যকরণীয়; নতুবা কখন সুফল লাভ করিতে পারিবেন না।

বালক বালিকার সুশিক্ষা এবং চরিত্র-গঠনে যেরূপ পিতা-মাতা ও গুরুজনের সাহায্য এবং সদুপদেশের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সুশাসনও অনেক সময় অপরিহার্য্য। মানব-মন স্বতঃই যবিষ্ঠ অশ্বের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল; তাহাকে সংযত করিতে হইলে, সেই প্রকার সুদক্ষ আরোহী এবং সুদৃঢ় বল্‌গার প্রয়োজন। প্রাপ্তবয়স্ক মানবের পক্ষে আত্মশাসন ও সংযম সম্ভব; কিন্তু বালকে সুশিক্ষা এবং বহুদর্শন-সম্ভূত সেই শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। বালক-বালিকার সেই শক্তি-লাভের উপায়স্বরূপ, কখন কখন পিতা মাতার শাসনের প্রয়োজন হয়। বাল্যে সংযত না হইলে, সেই বালক বয়োবৃদ্ধি-সহকারে অনেক সময় অসংযত উচ্ছৃঙ্খল যুবকে পরিণত হয়; তখন তাহার শাসন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত থাকে না! অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন সন্তান, ধনী নির্ধন, কোন পিতা মাতারই বাঞ্ছনীয় নহে; এবং সেই প্রকৃতির মানব, সমাজের পক্ষেও কখন শুভকর হয় না।

রাজা প্রজা, ধনী নিধন, এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল পিতামাতারই পুত্র কন্যা, স্নেহ ও আদরের পাত্র। কিন্তু পীড়ার সময় সেই সন্তানকে রোগ-বিমুক্ত করিবার জন্য পিতামাতাকেই যত্নপূর্ব্বক কটু, তিক্ত, কষায় ঔষধ সেবন করাইতে হয়। সে সময় সুমিষ্ট সুখাদ্য খাদ্যে রাজপুত্রও রোগমুক্ত হয় না। সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ছেদনেও অনেক সময় পিতামাতাকে সম্মতি দান করিতে হয়। আমাদিগের রোগ, শোক-প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সমস্তই ভগবৎ-প্রেরিত-শাসন ; এবং মানবের আত্মশাসন-শিক্ষার প্রধান উপায়। জগতে সাধু-অসাধু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল মানবকেই অনেক সময় ঐ সকল দুর্দ্দৈবজনিত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। ঐ সকল দৈব দণ্ড হইতে কাহারও এ জগতে অব্যাহতি নাই। জগদীশ্বরের সর্ব্বভূত-ব্যাপিনী দয়া তাঁহার ন্যায়ই অনন্ত, অসীম ; কিন্তু তাঁহার এই রাজ্য-শাসনে তিনিও শাসননীতি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আমরা দেখিতে পাই, দয়াসিন্ধু জগৎপিতা জগদীশ্বরের শাসন তাঁহার জগদ্বাসী সন্তানগণের মঙ্গলের জন্য। সেই জন্য হিন্দু-শাস্ত্রকারও বলিয়াছেন, লালনে অনেক দোষ, এবং শাসনে বহু গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে ; এই নিমিত্ত পিতামাতা ও শিক্ষক পুত্র-কন্যা এবং শিষ্যগণকে শাসন করিবেন, লালন করিবেন না। এই সকল কারণে প্রিয়তম পুত্রকন্যা এবং শিষ্যগণকে পিতা

মাতা এবং শিক্ষকের শাসনের বশীভূত হইতে হয়। * সুশৃঙ্খল, সুগঠিত-চরিত্র সুসন্তান এবং শিষ্য, সকলের পক্ষেই সমান সুখাবহ। বাল্যে সুশিক্ষা এবং সুশাসন আমাদিগের কর্ত্তব্যশিক্ষার প্রথম সোপান।

পিতামাতার শ্রেষ্ঠতা।

মানব-পরিবার একটি সুবৃহৎ বৃক্ষবিশেষ। পিতা, মাতা তাহার মূল ও কাণ্ড; পুত্রকন্যাগণ সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা; তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি তাহার পত্র, পল্লব ও পুষ্প। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সেই মহাবৃক্ষের অমৃতময় ফল মূল যথাশক্তি পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ করিয়া, বৃক্ষদেহকে সুপুষ্ট ও সমুন্নত করে। পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ রসের অভাব হইলে, বৃক্ষদেহের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সজীবতাপূর্ণ এবং সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। কাণ্ড সেই সুমহান্ বৃক্ষদেহকে সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষের সামর্থ্যানুসারে বহু জীব সেই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করে। সংসার-বৃক্ষের আশ্রিত, অপরাপর পরিবারবর্গ; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, অতিথি এবং অভ্যাগত। পিতা সেই বৃক্ষের পোষক এবং মাতা রক্ষক।

* লালনে বহবো দোষাঃ শাসনে বহবো গুণাঃ
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ শাসয়েৎ নতু লালয়েৎ

সেই জন্য পিতা মাতা জগতে সন্তানের নিকট সর্ব্বাগ্রে পূজনীয়; এবং সংসারমূল পিতাকে হিন্দু-শাস্ত্রে মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুর নিকট পিতাই স্বর্গ, পিতৃ-সেবাই পরম ধর্ম্ম, এবং পিতার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। পিতা প্রসন্ন হইলে, সকল দেবতাই প্রসন্ন হন। জননী এবং জন্মভূমি হিন্দুগণের নিকট বহুপ্রার্থিত স্বর্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। এই প্রকার বিশ্বাস, স্বভাবজাত ভক্তিশ্রদ্ধা, এবং স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, হিন্দু সন্তানগণ চিরদিন পিতামাতার সেবা এবং আজ্ঞাপালন করিয়াছেন। সেই পবিত্র কর্ত্তব্য-সাধনে তাঁহারা মানব-জীবনের সুখ-সৌভাগ্যভোগও অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

রামচন্দ্রের বনগমন।

কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠাদি মন্ত্রিগণের পরামর্শে এবং রঘুকুলের কুলক্রমাগত প্রথানুসারে রাজচক্রবর্ত্তী দশরথ সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সমগ্র আয়োজন সম্পাদিত করিয়াছিলেন। তৎকালোচিত আনন্দোৎসবে পূর্ণা অযোধ্যানগরী, তোরণ, পতাকা, মাল্যাদি-শোভন-সজ্জায় সর্ব্বত্র সুশোভিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গভূষিতা নববধূর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। অভিষেকের দিন প্রভাত হইলে, বশিষ্ঠাদি পুরোহিতগণ অভিষেকের সমগ্র আয়োজন সম্পন্ন করিয়া,

শুভ লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অযোধ্যার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই উৎসবের আনন্দস্রোতে ভাসিতেছিল। সে সময় রাজ্যভার গ্রহণোন্মুখ রামচন্দ্র এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী সীতাদেবীর হৃদয়ের আনন্দাবেগ ধারণা করিতে, সাধারণ মানব কখন সমর্থ নহে। অচিন্তনীয় প্রতিকূল দুঃখস্রোতে সেই অসীম আনন্দ-স্রোত সহসা প্রতিরুদ্ধ হইল। আনন্দময়ী অযোধ্যানগরী মহা-ঘোর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। সর্ব্বগুণশালী, সর্ব্বজন-সমাদৃত রাজকুমার রামচন্দ্রকে রাজ্যশাসনে বঞ্চিত হইয়া, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যবাসে গমন করিতে হইবে। সেই বজ্রপাত-সদৃশ পিতৃ-আজ্ঞা শ্রবণকালে রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর হৃদয়ে কিরূপ ভীষণ শোকাবেগ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহাও সাধারণ মানবে কখন ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু সেই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষাকালেও রাজকুমার অটল পিতৃভক্তি হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি কিরূপ অবিচলিত-ভাবে সেই ভীষণ দণ্ডাদেশ মস্তকে গ্রহণ করিয়া, জগৎকে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা রামায়ণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখিতে পাইব।

"পরে দশরথ-সৎকৃত সুবিনীত সুমন্ত্র বন্দনাবাক্য পাঠ করিয়া সবিনয়ে তাপদায়ী, আদিত্যের ন্যায় তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান-শরীর সেই সর্ব্বকামপ্রদ রাজনন্দন রামের চরণ বন্দনা করিলেন;

* তে পুত্রা যে পিতু র্ভক্তাঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্রম্ভঃ সা ভার্য্যা যত্র নির্বৃতিঃ॥

এবং তাঁহাকে ক্রীড়া-পর্য্যঙ্কে সমাসীন এবং প্রসন্নবদন দেখিয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, ‘রাম! কৌশল্যা সৎপুত্রবতী হউন্। আপনার পিতা মহিষী কৈকেয়ীর সহিত আপনাকে দর্শন করিতে বাসনা করিতেছেন; সুতরাং আপনি তথায় গমন করুন,—বিলম্ব করিবেন না।’ মহাদ্যুতিসম্পন্ন নরসিংহ রাম, সুমন্ত্রের সেই কথা শুনিয়া, সীতাকে আদরপূর্ব্বক বলিলেন, ‘দেবি! আমার বোধ হইতেছে যে, রাজা দশরথ ও কৈকেয়ীদেবী, নিশ্চয়ই আমার জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া, আমার অভিষেক-বিষয়ে কোন মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। মদিরেক্ষণে! আমার ভাগ্যানুসারেই সেই আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী জননী কেকয়-রাজনন্দিনী মহারাজ দশরথের অনুবর্ত্তিনী এবং প্রিয় হিতাভি-লাষিণী। সর্ব্বকার্য্যকুশলা কৈকেয়ীদেবী তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহাকে আমার জন্য কোন বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছেন; এবং মহারাজ দশরথও সেই প্রিয়মহিষী কৈকেয়ীর মতানুসারে আমার অভিলষিত বিষয়-সাধনতৎপর সুমন্ত্রকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। যেরূপ সেই সমাজও আমার হিতসাধন তৎপর, সেইরূপ অর্থসাধন-তৎপর দূতও তথা হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে। সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে, মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই অদ্য আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব আমি এখনই তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এ স্থান হইতে গমন করিতেছি; তুমি পরিজনবর্গের সহিত এ স্থানে সুখে অবস্থান কর।’

রামচন্দ্র রজত-নির্ম্মিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত, অগ্নিসদৃশ-দ্যুতিসমন্বিত, হস্তিশিশুতুল্য উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বিচিত্র চামর ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া, তাঁহার অনুগামী হইলেন, এবং পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। রামের নির্গমনকালে তত্রত্য জনমণ্ডলীর তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। অরিন্দম রাম গবাক্ষদ্বারাবস্থিত বিবিধালঙ্কার-ভূষিত স্ত্রীগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্প-বর্ষণে সমাকীর্ণ হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন। তখন হর্ম্ম্য এবং ভূতলস্থিত মনোহরাঙ্গী মহিলারা রামকে প্রীত করিবার অভিলাষে বলিতে লাগিলেন, ‘জননী-হর্ষবর্দ্ধন! তোমার জননী কৌশল্যা তোমাকে সফল-গমন এবং পৈতৃক-রাজ্যভার প্রাপ্ত দেখিয়া, অবশ্যই আনন্দলাভ করিবেন। রঘুনন্দন রাম রাজ্যলাভ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে দশরথের প্রাসাদে গমন করিতেছেন। আমরা সকলে সফল-মনোরথ হইলাম; যেহেতু ইনি এক্ষণে আমাদিগের শাসনকর্ত্তা হইলেন। ইনি যে চিরকালের জন্য এই রাজ্য লাভ করিলেন, তাহাতে আমাদিগের সকলেরই সম্পূর্ণ লাভ হইল। কারণ রামচন্দ্র রাজা হইলে, কাহারও অপ্রীতিজনক এবং দুঃখজনক কোন ব্যাপার কখন ঘটিবে না।’

রাজনন্দন রাম চতুষ্পথ, দেবপথ, চৈত্যবৃক্ষ এবং দেবালয় সকল প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি রাজ-ভবন-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সৌন্দর্য্য-শোভায় উদ্ভাসিত রাজকুমার রামচন্দ্র ইন্দ্রালয়সদৃশ পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন।

তিনি উৎকৃষ্ট আসনে পিতাকে কৈকেয়ীদেবীর সহিত সমাসীন, দীনভাবাপন্ন এবং ম্লানমুখশ্রী দেখিলেন। রামচন্দ্র বিনয়সহকারে অগ্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া, পরে কৈকেয়ীদেবীর চরণ বন্দনা করিলেন। তখন দীন-ভাবাপন্ন নরপতি দশরথ রামকে কেবল "রাম!" এই মাত্র বলিয়া, আর কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হওয়ায়, তিনি রামকে দর্শন করিতেও পারিলেন না। মহারাজ দশরথ শোকসন্তপ্ত ও ব্যথিতচিত্ত, রাহুগ্রস্ত রবির ন্যায় নিষ্প্রভ; এবং মিথ্যাকথনান্তে হতপ্রভ ঋষিতুল্য অবস্থাপন্ন হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। পদদ্বারা সর্পকে স্পর্শ করিয়া, মানব যেরূপ ভীত হয়, রামচন্দ্র নরপতি দশরথের সেই ভয়াবহ অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, সেইরূপ ভীত হইলেন। রাম পিতার সেই অচিন্তনীয় শোকের কারণ চিন্তা করিতে করিতে পর্ব্বকালে সমুদ্র যেরূপ চঞ্চল হয়, সেইরূপ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। পিতৃহিত-নিরত রাম ভাবিলেন, অদ্য রাজা দশরথ কেন আমাকে অভিনন্দন করিলেন না। অন্য সময়ে পিতা ক্রুদ্ধ থাকিলেও আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইতেন, অদ্য আমাকে দেখিয়া কি নিমিত্ত তাঁহার দুঃখ উপস্থিত হইল!

রাম, শোকার্ত্ত, দীনভাবাপন্ন ও নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া, কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 'আমি অজ্ঞানতাবশতঃ পিতার নিকট ত কোন অপরাধ করি নাই? যে কারণে

পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? ইহা আপনি আমাকে বলুন; এবং যদি আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি উঁহাকে প্রসন্ন করুন। দেবি! নরপতি দশরথের এই অপূর্ব্ব বিকার কি নিমিত্ত হইয়াছে; ইহা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি যথার্থরূপে প্রকাশ করুন।' তখন লজ্জাহীনা কৈকেয়ী তাঁহাকে প্রাগল্ভ্যসহকারে এই আত্মহিত-জনক বাক্য কহিলেন; 'রাম! রাজা দশরথের কোন অহিত ঘটে নাই, এবং উনি ক্রুদ্ধও হন নাই। তবে তাঁহার একটি মনোগত অভিপ্রায় আছে, তাহা তোমার ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। তুমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য উনি তোমাকে অপ্রিয়-বাক্য বলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু রাজা আমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। রাজা দশরথ আমাকে সমাদর করিয়া, বরদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; এক্ষণে প্রদানকালে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। যেরূপ জল বহির্গত হইয়া গেলে, বাঁধ বন্ধন করা নিস্ফল, রাজা দশরথ যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে চেষ্টা করাও সেইরূপ নিস্ফল। রাম, সত্যই ধর্ম্মের মূল; তাহা সাধুমাত্রেই জানেন। এইজন্য তুমি এক্ষণে সেই প্রকার কার্য্য কর, যাহাতে রাজা দশরথ তোমার নিমিত্ত আমার উপর রাগ করিয়া, সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। রাজা দশরথ তোমাকে যাহা বলিবেন, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, যদি তুমি তাহা সম্পাদন করিতে সম্মত

হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে সবিশেষ সমস্তই বলিব। যদি রাজা দশরথের অভিপ্রেত বিষয়ের অন্যথা না কর, তাহা হইলে আমিই তোমাকে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিব। তিনি স্বয়ং কখনই তোমাকে বলিতে পারিবেন না।'

সেই কথা শ্রবণ করিয়া, রাম ব্যথিত-হৃদয়ে কৈকেয়ীকে বলিলেন, 'হা ধিক্ দেবি! আমাকে আপনার এরূপ কথা বলা উচিত নহে। কারণ রাজা দশরথ আমার পিতা ও গুরু; বিশেষতঃ উনি রাজা; তাঁহার আদেশে আমি অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, হলাহল বিষপান করিতে প্রস্তুত আছি, এবং সমুদ্র-গর্ভেও প্রবেশ করিতে পারি। দেবি, আপনি আমাকে রাজার অভিপ্রেত বাক্য বলুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবশ্যই তাহা পালন করিব। আমি একবার যাহা বলিব, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা করিব না।' তখন অনার্য্যা কৈকেয়ী সেই সরল, সত্যপ্রতিজ্ঞ রামকে এই নিদারুণ কথা বলিলেন। 'রাঘব! দেবাসুর-যুদ্ধে তোমার পিতা শল্য-বিদ্ধ হইয়া, যন্ত্রণা-ভোগ-কালে আমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া, আমাকে দুইটি বর দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন! এক্ষণে আমি মহীপতি দশরথের নিকট সেই দুই বরের এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, এবং অপর বরে তোমার দণ্ডকারণ্য-গমন প্রার্থনা করিয়াছি। নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি পিতাকে এবং আপনাকে সত্য-প্রতিজ্ঞ করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। রাঘব! তোমাকে চতুর্দ্দশ-বৎসর বনে বাস করিতে

হইবে; এবং তোমার অভিষেকের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য দ্বারা ভরতকে অভিষিক্ত করিতে হইবে। ইহা তোমার পিতা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি পিতার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ কর।'

অরিন্দম রাম, কৈকেয়ীর সেই অপ্রিয়, এমন কি মৃত্যুতুল্য-যাতনাদায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তাহাই হউক। আমি রাজা দশরথের প্রতিজ্ঞা পালন জন্য জটাধারী ও চীর-পরিধায়ী হইয়া, বনবাসী হইবার জন্য এ স্থান হইতে গমন করিব। * রাজা দশরথ আমার পিতা, গুরু ও হিতৈষী; সুতরাং তিনি অন্যকৃত উপকারের প্রত্যুপকারকরণার্থ আমাকে আদেশ করিলে, এমন কোন কার্য্যই নাই. যাহা আমি নির্ভীক-চিত্তে প্রীতি-সহকারে করিতে না পারি।'

কৌশল্যা ও লক্ষ্মণের নিষেধ।

এ জগতে সাধারণ মানব ধন, মান ও সম্পদের লোভে কোন অকার্য্যই করিতে কুণ্ঠিত হয় না। রাজা দশরথ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। রঘুকুলের কুলক্রমাগত প্রথানুসারে সর্ব্ব-গুণাকর আদর্শপুরুষ জ্যেষ্ঠ-কুমার রামচন্দ্রের রাজ্যভার-লাভের

* এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ।
জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্॥

উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। শুভাভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য রাজা দশরথ ব্যগ্র হইয়া, স্বয়ং সমগ্র আয়োজন সম্পাদিত করিয়াছিলেন। সে প্রকার সময়ে ইচ্ছা করিলেই, রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র অনায়াসে সেই রাজ্য লাভ করিতে পারিতেন; সমগ্র অযোধ্যা তখন তাঁহার সহায়। সেই রাজ্য-লাভে রাজা দশরথও তাঁহাকে তখন বাধা প্রদান করিতে পারিতেন না। রামচন্দ্র সেই সকল বিষয় সম্যক অবগত ছিলেন। রামজননী বৃদ্ধা কৌশল্যাদেবী এবং ভারতে ভ্রাতৃপরায়ণতার সমুজ্জ্বল আদর্শ রামানুজ শূর লক্ষ্মণও তাঁহাকে রাজ্য-লাভে প্রলুব্ধ ও উত্তেজিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আদর্শপুরুষ রামচন্দ্র হিমাচলবৎ অবিচলিত রহিলেন। সংসার ও ধর্ম্মমূল গুরুশ্রেষ্ঠ পিতৃদেবকে সত্যের অপালন জন্য অধর্ম্মে নিপতিত হইতে হইবে দেখিয়া, তিনি লোভনীয় রাজ্যসুখভোগ, সহধর্ম্মিণী সীতার বনবাস-ক্লেশ, বৃদ্ধা জননীর অনুনয়-বিনয় অবলীলা-ক্রমে উপেক্ষা করিলেন। তাঁহারা তিন জনে অবিলম্বে জটাচীরধারী হইয়া সুখের অযোধ্যা-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, রাক্ষসগণ-সমাকীর্ণ দণ্ডকাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ধরাতলে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সৎপুত্রের সমুজ্জ্বল আদর্শ দেবার্চ্চিত-চরিত্রসম্পন্ন দশরথ-কুমার রামচন্দ্র কি নিমিত্ত হিন্দুর আরাধিত দেবতা, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত রামায়ণের অংশ হইতে বুঝিতে পারিব।

মহাত্মা লক্ষ্মণের সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া

শোকাকুলা কৌশল্যা দেবী রোদন করিতে করিতে রামচন্দ্রকে বলিলেন, "পুত্র! তুমি লক্ষ্মণের বাক্য ত সমস্তই শ্রবণ করিলে, ইহাতে তোমার রাজত্ব করাই উপযুক্ত বোধ হইতেছে; যদি তাহাতে তোমার অভিরুচি হয়, কর। পুত্র! আমি শোকে দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। আমার সপত্নীর কথা শুনিয়া, আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এস্থান হইতে গমন করা, তোমার কদাপি উচিত নহে। ধর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর! তুমি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত আছ। যদি তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে থাকিয়াই আমার শুশ্রূষা করিয়া, তুমি অনুত্তম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। সুপুত্র কাশ্যপ গৃহে থাকিয়া, নিয়মপূর্ব্বক মাতৃশুশ্রূষারূপ পরম-তপস্যা করিয়াই স্বর্গে গিয়াছিলেন। রাজা দশরথ তোমার যেরূপ পূজনীয়, আমি তোমার ততোধিক পূজনীয়া। আমি তোমাকে বনে গমন করিতে অনুমতি দিতেছি না; সুতরাং তোমার বনে গমন করা কদাপি উচিত নহে। পুত্র! তোমার সহিত তৃণ ভক্ষণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। কিন্তু তোমার বিরহে, সুখভোগে, এমন কি আমার জীবনেও কোন প্রয়োজন নাই। অতএব শোকে আকুলা দেখিয়াও, যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন কর, তাহা হইলে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না; আমাকে অগত্যা অনশন-ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে।'

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র দীনভাবাপন্না বিলাপকারিণী জননী

কৌশল্যাদেবীকে এইপ্রকার ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য বলিতে লাগিলেন ঃ—

“জননি! আমার পিতৃবাক্য অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই; সুতরাং বনে গমন করিতে, আমার ইচ্ছা হইতেছে। অতএব অবনত-মস্তকে আপনাকে প্রসাদন করিতেছি। বিশুদ্ধ-ব্রতানুষ্ঠায়ী অতিবিজ্ঞ কণ্ডু ঋষি ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত থাকিয়াও, পিতৃ-বাক্য প্রতিপালনার্থ গোবধ করিয়াছিলেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সগররাজের পুত্রেরা তাঁহার আদেশে পৃথিবী খনন করিয়া অদ্ভূতরূপে নিহত হইয়াছিলেন। জমদগ্নি-নন্দন রাম পিতার আদেশবর্ত্তী হইয়া, অরণ্যমধ্যে স্বীয় জননী রেণুকাকে স্বয়ং পরশু দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত এবং অপরাপর অনেক দেবতুল্য সদাচারী মানব অকাতরে পিতৃবাক্য পালন করিয়াছেন। অতএব আমি অবশ্যই পিতার হিতকর বাক্য প্রতিপালন করিব। জননি! পিতৃবাক্য পালন করিয়া, কোন মানবই ধর্ম্মচ্যুত হয় না। সুতরাং ভূমণ্ডলে সকল মানবেরই পিতৃবাক্য পালন করা বিধেয়।’

ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ বাগ্মিপ্রবর রামচন্দ্র জননীকে এই সকল কথা বলিয়া,লক্ষ্মণকে বলিলেন; ‘লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোমার যেরূপ প্রীতি, তোমার বল-বিক্রম, এবং অক্ষোভণীয় তেজ, আমি সমস্তই অবগত আছি। শুভলক্ষণ! আমার সত্য এবং শান্তি-বিধায়ক অভিপ্রায় না জানিয়াই, আমার মাতার অতুলনীয় মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও, তোমার কেন এরূপ

হইল ? ইহলোকে ধর্ম্মই পরম-পুরুষার্থ ; ধর্ম্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; এবং এই অনুত্তম পিতৃবাক্যও ধর্ম্ম-সমন্বিত। সুতরাং তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। বীর ! পিতামাতা ও ব্রাহ্মণের বাক্য, এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের অন্যথা করা, ধার্ম্মিকদিগের কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং আমি পিতৃ-শাসন অতিক্রম করিতে পারিব না। অতএব লক্ষ্মণ ! তুমি এই ক্ষত্রধর্ম্মাশ্রিত অনার্য্য-বুদ্ধি ও ক্রূরতা পরিত্যাগ কর ; প্রকৃত ধর্ম্ম আশ্রয় কর ; এবং আমার বুদ্ধির অনুগামী হও।'

প্রাচীন এবং আধুনিক আর্য্য-বীরগণের রণপাণ্ডিত্যের সুমহান, সমুজ্জ্বল আদর্শ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুগঠিত-চরিত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, কুরুকুলধ্বংসী কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সুবিশাল কুরু-সেনার অধিনায়ক মহারথ ভীষ্ম, তৎপরে মহারথ দ্রোণ এবং কর্ণ নিহত হইলেও, দুরাকাঙ্ক্ষ রাজা দুর্য্যোধন জয়লাভের আশা পরিত্যাগ করেন নাই। একমাত্র সব্যসাচী অর্জ্জুন ভিন্ন, সমগ্র ভারতে যাঁহাদিগের রণপাণ্ডিত্যের তুলনা নাই, সেই অক্ষয়কীর্ত্তি সমর-শাস্ত্র-বিশারদ মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কর্ণ যে দুঃসাধ্য-কার্য্য-সাধনে বিফল-মনোরথ হইয়া, সমরক্ষেত্রে জীবন দান করিলেন, আশা-কুহকে মুগ্ধ রাজা দুর্য্যোধন সেই অসাধ্য কার্য্য সাধনজন্য সাধারণ বীর শল্যকে বরণ করিয়াছিলেন। জীবিতকালে উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, কোন মানব কখন আশাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আশা মানবের তমসাবৃত জীবন-পথের একমাত্র সমুজ্জ্বল আলোক। সেই

আশা পরিত্যাগ করিয়া, মানব কখন জীবনধারণ করিতে সমর্থ নহে।

সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ও তপস্বিগণ সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর লাভের আশা সতত হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন। সংসারলিপ্ত গৃহী মানব সংসারে উন্নতি লাভের আশা সতত হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। দীন-দরিদ্র ধন লাভ করিয়া, দারিদ্র্য-মুক্ত হইবার আশায় সতত ধনার্জ্জনের চেষ্টায় নিযুক্ত। ধনশালী মানব ধন-বৃদ্ধির আশায় সতত পরিচালিত। সুপণ্ডিত মানব অধিকতর জ্ঞানার্জ্জন করিয়া, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বৃদ্ধির আশায় সতত সেই চেষ্টায় নিরত। বিদ্যার্থী বিদ্যালাভের আশায় সতত পাঠে নিবিষ্টচিত্ত। সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বর স্বরাজ্য সুবিস্তৃত করিবার আশায় পররাজ্য অপহরণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সন্ন্যাসী ও ঋষিপ্রভৃতি মানবের আশা সুসঙ্গত এবং ধর্ম্ম-সম্মত। রাজ্যাধিকারীর আশা অসঙ্গত এবং অধর্ম্ম-বুদ্ধিপরিচালিত। সুতরাং সে দুরাকাঙ্ক্ষা কখন পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত নহে; এবং সে প্রকার আশা মানব-সমাজের পক্ষেও অত্যন্ত অশুভজনক। এই দুই কারণে রাজা দুর্য্যোধনের দুরাকাঙ্ক্ষা-সাধনজন্য শল্যের নিয়োগ আমাদিগের দেশে মানবের দুরাশাবৃত্তি-সাধনে অদ্যাপি প্রবাদবাক্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

অতএব হৃদয়ে কখন দুরাশাকে স্থান দান করিতে নাই; এবং সঙ্গত আশাকেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। হৃদয়ে দুরাশা পোষণ করিলে,, মানবকে অনেক সময় ধর্ম্মবিগর্হিত

পথ অবলম্বন করিতে হয় ; রাজা দুর্য্যোধন তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সুসঙ্গত আশা পরিত্যাগ করিলে, সে মানবের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। দশরথকুমার রামচন্দ্রের রাজ্যলাভের আশা সম্পূর্ণ সুসঙ্গত এবং ধর্ম্মসম্মত। তিনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্যশাসনের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত, এবং রাজোচিত সমগ্র গুণে সুভূষিত। রাজা দশরথ বার্দ্ধক্যে জীর্ণদেহ, রাজ্য-শাসনের গুরুভার-বহনে সেই জন্য অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় অনুসারেই রামাভিষেকের সমগ্র আয়োজন সম্পাদিত হইয়াছিল। অভিষেকের দিনে রামচন্দ্রকে সেই সযত্নে পোষিত সুসঙ্গত আশা কর্ত্তব্য-সাধন-জন্য পদদলিত করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল।

ভীষ্ম।

রামচন্দ্রের ন্যায় পিতৃ নিয়োগ-বশতঃ রাজ্য ভোগ, সমগ্র সাংসারিক সুখভোগ তুচ্ছ বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পিতৃকুলের হিতসাধনে জীবন অতিবাহিত করিয়া, অবশেষে জীবন দান করিবার সুমহান্ আদর্শ আমরা শান্তনু-নন্দন দেবব্রত ভীষ্মে দেখিতে পাই। রামচন্দ্র পিতা দশরথকে সত্যভঙ্গ-জনিত অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজ্যভোগ ও সর্ব্ববিধ সাংসারিক সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া,

অম্লান-বদনে চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী বনবাসক্লেশ সহ্য করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার অরণ্যবাস-কালও শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই; এবং সেই অরণ্যবাস হইতেই, রাজকুমার রামচন্দ্রের সমগ্র জীবন সুখ-শান্তি-বারি-বিহীন মরুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রকারে নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের জীবন ভীষণ মরুপ্রান্তরের ন্যায়ই অপূর্ব্ববিচিত্রতাপূর্ণ হইয়াছে। ভীষ্ম-চরিত্রে রাম-জীবনের সে বৈচিত্র্য নাই; সীতার ন্যায় পতিব্রতা, পতি-পরায়ণা সহধর্ম্মিণী নাই; সে বনবাস নাই, সে রাজ্যভোগ নাই, এবং সীতা-বর্জ্জনজন্য সেই অসীম দুঃখও নাই। ভীষ্ম-জীবন সুখদুঃখের অতীত; সংসারে অবস্থান করিয়াও সাংসারিক সুখভোগে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত; এবং নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্যব্রত-সাধনে সতত নিযুক্ত। অবিচলিত-ভাবে কর্ত্তব্যসাধনভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য আমরা ভীষ্ম-জীবনে দেখিতে পাই না।

হস্তিনাপতি রাজা শান্তনু, মহারাজ প্রতীপের একমাত্র পুত্র। প্রতীপ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া, ক্ষত্ররাজগণের প্রাচীন প্রথানুসারে পুত্র শান্তনুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। মহারাজ শান্তনুকে বহুদিন অপুত্রক অবস্থায় দুঃখে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। অবশেষে মহর্ষি জহ্নুর কন্যা গঙ্গাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, সেই পত্নীর গর্ভে দেবব্রত ভীষ্মের জন্ম হয়। জহ্নুকন্যা গঙ্গা-দেবীর সহিত পরিণয়কালে রাজা শান্তনু সহধর্ম্মিণীর নিকট

একটি নিয়মে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। শান্তনু তৎকালে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, গঙ্গাদেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন। দেবব্রতের জন্মগ্রহণ-কালে রাজা শান্তনু সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে গঙ্গাদেবী নবজাত কুমারকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় হইতে যৌবনের প্রারম্ভ-কাল পর্য্যন্ত দেবব্রত মাতৃসকাশে অবস্থান করিয়া, বয়োবৃদ্ধির সহিত সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব এবং যোদ্ধৃগণাগ্রগণ্য মহারথ হইয়া উঠিলেন। সেই স্থানে অবস্থান-কালে একদিবস তিনি একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতে করিতে, ভাগীরথীতীরে উপনীত হইলেন; এবং শরজালে সেই নদীর জল শুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। ঘটনাক্রমে রাজা শান্তনুও সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সরিদ্বরা ভাগীরথীর তাদৃশ অদৃষ্টপূর্ব্ব অবস্থা দর্শন করিয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অপূর্ব্ব ঘটনার কারণ কি? অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দেবরাজ-সদৃশ এক পরমসুন্দর কুমার তীক্ষ্ণধার-শরজালে ভাগীরথীকে সমাচ্ছন্ন করিয়া, তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই প্রকারে দেবব্রতের জন্মগ্রহণের পর বহুকাল পরে, সেই স্থানে পিতাপুত্রের পুনর্ম্মিলন হয়। তদবধি দেবব্রত পিতৃসমীপে অবস্থান করিয়া, পিতা এবং পিতৃকুলের সেবায় আপনার অবশিষ্ট অপূর্ব্ব জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

রাজা শান্তনু স্বরাজ্যের কুশলের জন্য সেই সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে কিয়দ্দিবস পরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। যুবরাজ দেবব্রতের সদ্ব্যবহার এবং সুশাসনগুণে পিতা, কৌরবগণ এবং প্রজাপুঞ্জ সকলেই যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে চারি-বৎসরকাল অতীত হইয়া গেল। অবশেষে একদিবস রাজা শান্তনু ঘটনাক্রমে যমুনাতীরবর্ত্তী আরণ্য-প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে ধীবররাজের অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী কন্যা সত্যবতী তাঁহার দর্শনপথে পতিত হইলেন। শান্তনু সেই ধীবরকন্যার অনুপম রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন; এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে ধীবররাজ সমীপে গমন করিলেন। ধীবররাজ বলিলেন, 'যদি আপনার অবর্ত্তমানে সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র হস্তিনার রাজসিংহাসনের অধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে, আমি আপনাকে কন্যাদান করিতে প্রস্তুত আছি; নতুবা এ কন্যা আশা করিবেন না। দেবব্রতের ন্যায় অসামান্য-গুণশালী মহাবল-পরাক্রান্ত পুত্র যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, এতাবৎকাল সুচারু-রূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন; কৌরবগণ এবং প্রজাপুঞ্জ তাঁহার গুণে নিতান্ত বশীভূত। সে প্রকার পুত্রকে অতিক্রম করিয়া, ধীবরকন্যার গর্ভজাতপুত্রকে রাজ্যাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে, শান্তনু সাহস করিলেন না। রাজধানীতে প্রত্যাগমনের পর শান্তনু সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, অতি ক্লেশে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।* পিতার সেই অভাবনীয় বিমর্ষভাব

দেবব্রতের লক্ষ্যপথে পতিত হইল। পিতার উপস্থিত দুঃখের কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত, দেবব্রত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন, শান্তনু পুনরায় দার-পরিগ্রহের অভিলাষী হইয়াছেন। তৎপরে বৃদ্ধ মন্ত্রীর নিকট তিনি রূপবতী ধীবরকন্যার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া, স্বয়ং ধীবররাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অবিলম্বে যাত্রা করিলেন। ধীবর-রাজের সহিত দেবব্রতের কথোপকথন এবং ভীষ্ম উপাধিলাভের বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত মহাভারতের অংশ হইতে আমরা দেখিতে পাইব।

দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা ও ভীষ্ম উপাধি লাভ।

"রাজপুত্র আসনে উপবেশন করিলে, ধীবর সমাগত রাজগণ-সমক্ষে বলিলেন, 'হে ভরতর্ষভ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুল-প্রদীপ; আপনার ন্যায় সুপুত্র আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে, কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হয়। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এ প্রকার প্রার্থনীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি কন্যার পিতা; অতএব একটি কথা আপনাকে বলিব। হে পরন্তপ! বোধ হইতেছে এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে, হস্তিনায় অতি ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, কি সুর, কি

অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, যে কুলসম্ভূত হউক না কেন, সমস্ত শত্রুই অচিরকালমধ্যে শমন-সদনে প্রেরিত হইবে। এই বিবাহ সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র দোষ পরিদৃষ্ট হইতেছে; নতুবা এ বিষয়ে আর কোন সংশয়ের কারণ নাই।’

“পিতৃপরায়ণ গাঙ্গেয় ধীবর-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সমাগত রাজগণ-সমক্ষে যথাযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন; ‘হে সত্যবাদিন্ আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি যেরূপ বলিবে, আমি অবিচলিতভাবে সেইরূপ কার্য্যই সম্পাদন করিব। যিনি আপনার কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের রাজা হইবেন।’ অনন্তর জালজীবী কহিলেন, ‘হে ভরতর্ষভ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব আপনি কন্যার প্রভু হইলেন; সুতরাং তাহার দানেও আপনারই সম্পূর্ণ অধিকার হইল। কিন্তু আপনাকে আমার আরও একটি কথা শ্রবণ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। আপনি সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণ-সমক্ষে যেপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনার অনুরূপই হইয়াছে। আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করি না। কিন্তু যিনি আপনার পুত্র হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে।’ পিতার প্রিয়-চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, উপস্থিত ভূপতিগণ এবং ধীবরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন. ‘আমি ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্যব্রত

অবলম্বন করিলাম। আমি অপুত্রক হইলেও, আমার অক্ষয়-স্বর্গলাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করিয়া, হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন, 'তোমার পিতাকেই কন্যাদান করা, আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।' অনন্তর দেবতা এবং অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমার দেবব্রতের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া, সম্বোধন করিলেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই যশস্বিনী ধীবর-কন্যাকে কহিলেন, 'মাতঃ! রথোপরি আরোহণ করুন; আমরা গৃহে গমন করি।' অনন্তর রথারোহণ-পূর্ব্বক হস্তিনায় আগমন করিয়া, তিনি পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সমবেত রাজগণ মিলিত এবং পৃথক্ পৃথক্-ভাবে, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই দুরূহ কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া, আহ্বান করিতে লাগিলেন।"

ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী সংসারনির্লিপ্ত, সাংসারিক সুখদুঃখের অতীত দেবব্রত-ভীষ্মের অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যময় জীবন এই প্রকারে এই সময় হইতে আরব্ধ হইল।

সত্যনিষ্ঠা :

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে, কোন মানব-পরিবার, মানব-সমাজ এবং রাজ্যও সুশৃঙ্খলায় চলিতে

পারে না। এমন কি দুইটি মানবও একত্র মিলিত হইয়া, কোন প্রকার গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করে না। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবে জীবন-সহচর ও সহচরী স্বামিস্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য-প্রণয় এবং সাংসারিক সুখভোগের ত কথাই নাই, অনেক সময় তাহাদিগের একত্র অবস্থানও অসম্ভব হইয়া পড়ে। যে সকল দেশে স্বামী ও স্ত্রী-বর্জ্জনের প্রথা প্রচলিত আছে, সে সকল দেশে সেই কারণে সেই প্রকার শত শত ঘটনা সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেছে। যে সকল দেশে সে প্রকার রীতি প্রচলিত নাই, সে সকল স্থানে ঐ শ্রেণীর স্বামী ও স্ত্রীকে বহুক্লেশে জীবন যাপন করিতে হয়। সুসভ্য মানব-সমাজের সুখসৌভাগ্যের মূল ব্যবসায় এবং বাণিজ্য। পৃথিবীব্যাপী সেই সুবিশাল ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও মূল, ব্যবসায়িগণের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস। বিশ্বাসের অভাবে বিশাল বাণিজ্যও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

আমাদিগের সমাজস্থিতি এবং সমগ্র সুখসৌভাগ্যের মূল সেই বিশ্বাসের একমাত্র কারণ—সত্য। সত্যপরায়ণ মানব, মানব-সাধারণের বিশ্বাস-ভাজন। অসত্য-পরায়ণ লোককে তাহার স্ত্রীপুত্রও কখন বিশ্বাস করিতে পারে না। এই কারণেই সভ্য, অসভ্য সকল মানব-সমাজেই সর্ব্বত্র সত্যের সমাদর এবং অসত্যের অনাদর আমরা দেখিতে পাই। সত্যবাদী মানব সদা নির্ভীক এবং সত্য-প্রতিজ্ঞ। মিথ্যাবাদী কাপুরুষ ও প্রবঞ্চক; সুতরাং সে প্রকার মানবের বাক্যে এবং

কার্য্যে কেহই বিশ্বাস স্থাপন করে না। সত্যবাদী মানব সহজে স্বীয় বাক্যের অন্যথাচরণ করেন না; সেই কারণেই প্রতিজ্ঞা এবং অঙ্গীকারের নামান্তর সত্য। সত্যে আবদ্ধ সমুন্নত মানব প্রতিজ্ঞা-রক্ষার নিমিত্ত, রাজ্য, ধন, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিতে পারেন।

সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর বিচিত্রবীর্য্য এবং চিত্রাঙ্গদ-নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই রাজা শান্তনু স্বর্গারোহণ করেন। যথাসময়ে ভীষ্ম জ্যেষ্ঠকুমার চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কিয়ৎকাল রাজ্যশাসনের পর, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সহিত মহাসমরে শান্তনুপুত্র চিত্রাঙ্গদ সমরক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের বাল্যাবস্থায়, ভীষ্ম সত্যবতীর নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া, রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রবীর্য্য যৌবনে পদার্পণ করিলে, মহামতি ভীষ্ম কাশীরাজের দুই কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কালচক্রে রাজা বিচিত্রবীর্য্যও অপুত্রক অবস্থায় যৌবনের প্রারম্ভেই কাল-কবলে নিপতিত হইলেন। সুতরাং হস্তিনার রাজসিংহাসনের আর কেহ অধিকারী রহিল না। তখন ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী দেবব্রতের কঠোরতর পরীক্ষাকাল উপস্থিত হইল।

রামায়ণ ও মহাভারত হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই দুই যুগের পতিহীনা-ভ্রাতৃপত্নীর সহিত বিবাহ, ক্ষেত্রজ-সন্তানোৎপাদন এবং এক স্ত্রীর বহু-পতিত্ব-প্রথা ভারতে প্রচলিত

এবং শাস্ত্রসম্মত ছিল। সেই চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে সত্যবতী দেবব্রত ভীষ্মকে একদিবস সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন—"হে পুরুষর্ষভ! তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুত্রবিহীন হইয়া, পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরম রূপবতী সুযৌবন-সম্পন্না মহিষীদ্বয় অতিমাত্র পুত্রার্থিনী হইয়াছেন। অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি বংশ-রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর; তাহাতে তোমার পরম-ধর্ম্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, প্রজাপালন-তৎপর হও; এবং দারপরিগ্রহ করিয়া, পিতার বংশ রক্ষা কর।"

আমাদিগের রিপুগণমধ্যে ক্রোধ এবং লোভের তুল্য শক্তিশালী আর কেহই নহে। ঐ দুই রিপুর কোন একটির বশীভূত হইলে, সে প্রকার মানবের পক্ষে এ জগতের সকল অকার্য্যই করণীয় এবং সুসাধ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সংসারের যাবতীয় গুরুতর দুষ্কার্য্য ঐ রিপুদ্বয়ের বশবর্ত্তী মানব দ্বারাই সর্ব্বদা সাধিত হইতেছে। ঐ পরাক্রান্ত রিপুদ্বয়ের প্রভাবেই এই সংসার পাপস্রোতে প্লাবিত হইতেছে। তাহাদিগের প্রভাব অতিক্রম করা সাধারণ-মানবের পক্ষে সুসাধ্য নহে। তন্মধ্যে লোভ আরও গুরুতর প্রভাবশালী; কারণ লোভই আমাদিগের অন্যতম রিপু কামের জন্মদাতা। দেবব্রত ভীষ্ম পিতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কর্ত্তব্য-বোধে বাধ্য হইয়া, যে সংসার এবং রাজ্য-সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল বহুপ্রার্থিত সুখ-ভোগের

সুযোগ সহসা অযাচিতভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। মানবসাধারণের উদ্দিষ্ট সুখভোগে এক্ষণে তিনি মাতা সত্যবতী এবং আত্মীয়-বন্ধুবর্গদ্বারা অনুরুদ্ধ। সাধারণ মানবের পক্ষে সে প্রকার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সত্যব্রত মহামতি ভীষ্ম এই অভাবনীয় পরীক্ষায় অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি লোভ এবং কামের সমবেত আক্রমণ অবলীলাক্রমে পরাভূত করিয়া, হিমাচলবৎ অবিচলিত রহিলেন। এই ঘটনায় তিনি মাতা সত্য-বতীকে যে প্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা দেখিতে পাইব।

"মাতঃ! আপনি যে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে! কিন্তু অপত্যোৎপাদন-বিষয়ে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? আমি দারপরিগ্রহ-বিষয়ে পূর্ব্বে আপনার নিকট যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। তথাপি আবার এক্ষণেও পুনর্ব্বার সত্যপ্রমাণ যে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, এবং তদপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্টতম বস্তু থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু কদাপি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে; যদি জল মধুর-রস পরিত্যাগ করে; যদি জ্যোতিঃ স্বীয়রূপ পরিত্যাগ করে; যদি বায়ু স্পর্শগুণ

পরিত্যাগ করে, যদি সূর্য্য প্রভা পরিত্যাগ করেন, যদি অগ্নি উষ্ণতা পরিত্যাগ করেন; যদি আকাশ শব্দগুণ পরিত্যাগ করে; যদি শীতাংশু শীতরশ্মি পরিত্যাগ করেন; যদি ইন্দ্র পরাক্রম পরিত্যাগ করেন; এবং যদি ধর্ম্মরাজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

"সত্যবতী মহাতেজাঃ ভীষ্মের এই প্রকার কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'হে সত্যপরাক্রম! সত্যের প্রতি তোমার যে অবিচলিত-ভক্তি ও যথার্থ-প্রীতি আছে, তাহা আমার অবিদিত নহে। আর তুমি আমার নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সত্যপালন ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহাও আমি বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু বৎস! তোমাকে আপদ্ধর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, পৈতৃক ভার বহন করিতে হইবে। হে পরন্তপ! যাহাতে তোমার বংশপরম্পরা রক্ষা পায়, ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হয়, এবং বন্ধু-বান্ধবগণের সন্তোষ উৎপাদিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর'।"

"সত্যবতী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া, এইরূপে নিরন্তর বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এবং বংশস্থিতির আকাঙ্ক্ষায় সাধুবিগর্হিত অধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তনা করিতেছেন দেখিয়া, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম কহিলেন, 'মাতঃ! ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন না; ক্ষত্রিয়ের সত্যভঙ্গ অতীব নিন্দনীয় কার্য্য। অসত্যসন্ধ ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মের অবধি থাকে না। অতএব যাহাতে রাজা শান্তনুর বংশ-পরম্পরা ধরাতলে অক্ষয়রূপে দেদীপ্যমান থাকে,

তাহার উপায় কহিতেছি। বেদে এরূপ প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হইলে, সেই পুত্র পাণিগ্রহীতার পুত্র হইয়া থাকে। মহর্ষি জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিয়া অবশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ-দ্বারা অপত্যোৎপাদন করাইয়া, বিনাশোন্মুখ ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার স্থাপিত করিয়াছিলেন।”

সত্যবতী ভীষ্ম-প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিয়াই, কুরুবংশ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং ধরাতলে ধর্ম্মের আদর্শ মহামতি বিদুরের জন্ম হয়। চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুকাল হইতে পাণ্ডুর রাজ্যভার-গ্রহণাবধি সমগ্র সময় দেবব্রত ভীষ্ম, সতত অতন্দ্রিত-ভাবে সমগ্র রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা, রাজ্য-রক্ষা, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতি যাবতীয় ভার যত্নপূর্ব্বক বহন করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারসুখভোগের বাসনা সেই সমুন্নত হৃদয়ে কখন স্থান লাভ করিতে পারে নাই। আকুমার-ব্রহ্মচারী দেবব্রত আজীবন সংসারমধ্যে অবস্থান করিয়া, যাবতীয় সাংসারিক কর্ত্তব্য যথাযথরূপে সংসারী মানবের ন্যায়ই সম্পাদন করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও সংসার-সুখভোগে লিপ্ত হন নাই। আমরা দেখিলাম রাজা শান্তনুর পরলোক-গমন হইতে পাণ্ডুর রাজ্যভার-গ্রহণকাল-পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময় কুরুকুল এবং হস্তিনারাজ্য একমাত্র ভীষ্মের দ্বারাই সুরক্ষিত হইয়াছে। এ প্রকার অবিচলিত কর্ত্তব্যসাধন এবং সত্যনিষ্ঠার তুলনা এ জগতে আর নাই। বর্ত্তমানযুগে রাজপুত রাজকুমার চণ্ডও

পিতৃভক্তি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং সত্যনিষ্ঠার একটি সমুজ্জ্বল আদর্শ। কিন্তু তিনি দেবব্রত-ভীষ্মের ন্যায় কখন কঠোর পরীক্ষায় নিপতিত হন নাই; এবং তাঁহার দেবোপম চরিত্র আলোচনার স্থানও এ গ্রন্থে নাই।

রাজা দশরথের সত্যনিষ্ঠা।

আমরা দেখিলাম, কর্ত্তব্যসাধন এবং তদুদ্দেশ্যে সত্যব্রত পালনজন্য সুগঠিত-সমুন্নতচরিত্র মানবের পক্ষে অদেয় এ জগতে কিছুই নাই। তাঁহাদিগের নিকট সেই পবিত্রব্রত-সাধনে সংসারসুখ, রাজ্যভোগ-সুখ এবং আপাত-রমণীয় বাসনা-সুখভোগ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। বহুপ্রার্থিত অমূল্য জীবনও তাঁহাদিগের নিকট কর্ত্তব্যসাধনে অদেয় নহে। অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ সূর্য্যবংশীয় প্রথিতনামা, মহাপরাক্রান্ত, সমুন্নত-চরিত্র নরপতিগণের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। দেবগণ কোন প্রকারে বিপন্ন হইলে, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। দুর্জ্জেয় রণদুর্ম্মদ অসুরগণের সহিত দেবগণের সমরানল সে সময় সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত হইত; এবং অনেক সময় সেইজন্য দেবগণকে ঘোর বিপদেও নিপতিত হইতে হইয়াছে। সেই দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণকে রক্ষা করিতে গমন করিয়া, রাজা দশরথকে সত্যব্রতে আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল; এবং

সেই সত্যপালনজন্য অবশেষে তাঁহাকে জীবন-দানও করিতে হইয়াছে। তিনি সেই মহাসমরে শল্যাহত হইয়া, জীবন-সংশয়ে নিপতিত হন; এবং অপরা মহিষী কৈকেয়ীদেবীর সযত্ন সেবাশুশ্রূষায় জীবনলাভ করেন। পতিব্রতা-স্ত্রীজনোচিত সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া, রাজা দশরথ সেই পতিপরায়ণা পত্নীকে তৎকালে তাঁহার অভিলষিত দুইটি বর প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বহু-বিবাহ-প্রথা বহুকাল হইতে আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে; এবং তজ্জন্য সকল ক্ষত্ররাজেরই বহু মহিষী থাকিতেন। কিন্তু সকলেই স্বামীর নিকট সমানভাবে সমাদর লাভ করিতেন না। কারণ সকল মহিষীরই সমানভাবে পতিহিতৈষিণী এবং পতিপরায়ণা হওয়া সম্ভব নহে। মানব-স্বভাব স্বভাবতঃ সদ্‌গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে; এবং সেই বন্ধনই চিরস্থায়ী হয়। মানব হৃদয়ে রূপজমোহ ক্ষণিক; গুণের অভাবে সে মোহ কখন চিরস্থায়ী হইতে পারে না। রাজা দশরথ কৈকেয়ীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন কিনা, আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু গুণে সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়াছিলেন। সেরূপ পতিহিতৈষিণী পত্নীকে রাজা দশরথ সময়োচিত-সমাদর করিবেন, এবং লব্ধ অসামান্য উপকারের প্রতিদানস্বরূপ মহিষীর অভিলষিত দুইটি বর প্রদানকরিবার অঙ্গীকার করিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। সাধারণ স্বামীরও সেইপ্রকার সুসঙ্গত আচরণ এ সংসারে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। বর-প্রদানের অঙ্গীকার-কালে রাজা দশরথ কখন চিন্তার

অবকাশ পান নাই যে, সেই দুই বর-প্রভাবে কৈকেয়ীর ন্যায় স্বামিহিতৈষিণী মহিষী ভবিষ্যতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দু-স্ত্রীর পরমদেবতা সেই স্বামীর জীবন-সংশয়-ব্যাপারে অবিকৃতচিত্তে প্রবৃত্ত হইবেন। এ প্রকার ঘটনা দূরদর্শনেরও অতীত বিষয়। সুতরাং রাজা দশরথের হৃদয়ে সে প্রকার আশঙ্কা কখন স্থানলাভ করে নাই। কোন প্রকার আশঙ্কার কিছুমাত্র কারণ থাকিলেও, অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার কালে রাজা দশরথ উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। রাজা দশরথ সুবিশাল অযোধ্যারাজ্যের একজন সমুন্নত নরপতি-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত; তাঁহার শাসনকালে অযোধ্যা-রাজ্য সর্ব্ববিধ সুখসমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল; এবং অযোধ্যাবাসী তাঁহার শাসনকালে সুখে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিহীন, অপরিণামদর্শী, সাধারণ মানবের পক্ষে সুবিশাল রাজ্যের সুশাসন কখন সম্ভব নহে। পতিরতা স্ত্রী দেবী কৈকেয়ীও স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য পতিব্রতা-স্ত্রীজনোচিত সেবা-শুশ্রূষা করিয়া, কোন প্রত্যুপকারের প্রার্থী হন নাই। তিনি কর্ত্তব্যবোধেই সেই অবশ্য-করণীয় বিষয় যত্নসহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ অযাচিত-ভাবেই তাঁহাকে বর-প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বিপদা-শঙ্কার কিছু মাত্র কারণ বর্ত্তমান থাকিলে, সাধারণ মানবেও সে প্রকার কার্য্যে কদাপি প্রবৃত্ত হয় না। বরলাভ-কালে মহিষী কৈকেয়ীও জানিতেন না যে, স্বামি-প্রদত্ত সেই বরপ্রভাবে তিনি

সর্ব্বগুণাকর, সর্ব্বজন-প্রিয়, দশরথ-জীবন রামচন্দ্রকে অরণ্য-বাসে প্রেরণ করিয়া, স্বামী এবং রামচন্দ্রের ঘোর বিপদের কারণে পরিণত হইবেন; এবং স্বয়ং স্বামিঘাতিনী স্ত্রীরূপে ভারতবাসী সমগ্র আর্য্যসমাজের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হইবেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বদিবসেও আমরা মহিষী কৈকেয়ীকে সপত্নীপুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকে স্বীয় পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেকের ন্যায় অসামান্য আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিতে, রামায়ণে দর্শন করিতেছি।

"মন্থরার কথা শ্রবণ করিয়া, সেই সুবদনা কৈকেয়ী রামের অভিষেক-সংবাদে বিস্মিত, আনন্দোৎফুল্ল এবং শরৎকালীন চন্দ্রকলার ন্যায় প্রকাশমানা হইয়া, তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং পরমানন্দে সেই কুব্জাকে উত্তম আভরণ পুরস্কার প্রদান করিলেন। সুন্দরী কৈকেয়ী কুব্জাকে অলঙ্কার প্রদান করিয়া, হর্ষসহকারে বলিতে লাগিলেন; মন্থরে! তুমি আমাকে এই প্রিয়সংবাদ প্রদান করিলে, এই পরম-প্রিয় বিষয় কীর্ত্তন করিলে, সেই জন্য আমি তোমার আরও উপকার করিতে বাসনা করি; তোমাকে আর কি পুরস্কার দিব বল। আমি রাম ও ভরতে কিছুমাত্র পার্থক্য দেখিনা। * অতএব

---

* ইদন্তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিংবা ভূয়ঃ করোমি তে॥
রামে বা ভরতে চাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥

রাজা দশরথ যে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, তাহাতে আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম। তুমি যে অমৃতস্বরূপ প্রিয়বাক্য বলিলে, ততোধিক প্রিয় বস্তু আমার আর কিছুই নাই। সুতরাং তোমাকে আমার তদুপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা উচিত; অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব।"

রামায়ণের ঐ উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা সুস্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, কৈকেয়ী স্বামীর নিকট বরলাভ করিলেও, কখন রামনির্ব্বাসন এবং ভরতের রাজ্যাভিষেকের দুরভিসন্ধি হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। প্রথমে তিনি উচ্চমনা স্ত্রীজাতির ন্যায় রামাভিষেকে পরম প্রীতিই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগ্য-চক্রের আবর্ত্তনের উপর আমাদিগের হস্তক্ষেপ করিবার কিছুমাত্র শক্তি নাই। অবশেষে সেই কৈকেয়ীই দাসী মন্থরার কুমন্ত্রণায় কর্ত্তব্য-পথচ্যুত হইয়া, রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন। তখন ক্ষণকালের জন্যও তিনি চিন্তা করিলেন না, তাহার ফলে তাঁহার পরম-দেবতা স্বামী দশরথের অবস্থা কি হইবে। সংসারে মানবের অধিকাংশ দুর্ঘটনাই এই প্রকার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হইতেই সমুৎপন্ন হয়। সেইজন্য আমাদিগের সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া, কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। স্বয়ং কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইলে, পিতা মাতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রণাদান-পটু আত্মীয় স্বজনের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। কিন্তু পরবুদ্ধি-পরিচালিত হইলে, বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

কুব্জার কুমন্ত্রণার বশবর্ত্তী হইয়া, কৈকেয়ী আপনাকে লাঞ্ছিত এবং সমগ্র রঘুকুলকে বিপন্ন করিয়াছিলেন।

কৈকেয়ীর পরবর্ত্তী আচরণ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, দশরথ লব্ধ উপকারের প্রতিদানজন্য পতিহিতৈষিণী পত্নীকে নিঃশঙ্কচিত্তে, অনির্দ্দিষ্টভাবে বরদানের অঙ্গীকার করিয়া, বিপদ্‌সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। মানব-মন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল; সেই জন্যই অবশ্য-করণীয় কার্য্যের সম্পাদন ও অঙ্গীকারে একবার আবদ্ধ হইলে, আমরা আর প্রয়োজনমত মনের ও কার্য্যের পরিবর্ত্তন করিতে পারি না; ইহাই চরিত্রবান্ ধর্ম্মপরায়ণ মানবের জীবনের নীতি। যে সকল লোক সে প্রকার চরিত্রবান্ এবং ধর্ম্মপরায়ণ নহে, তাহাদের মুখের অঙ্গীকারে কেহই সহজে বিশ্বাস স্থাপন করে না; এবং করাও উচিত নহে। সেই শ্রেণীর মানবগণকে কোন কার্য্যের ভাবী সম্পাদনজন্য লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করিতে হয়; এবং সেই অঙ্গীকারের প্রতিপোষক সাক্ষীরও প্রয়োজন হয়। কারণ লিখিত-অঙ্গীকার অস্বীকার করিতেও, তাহারা কখন কিছু-মাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। সেই সকল চরিত্রহীন মানবের জন্যই সকল দেশে সর্ব্বত্র ধর্ম্মাধিকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু চরিত্রবান্ ধর্ম্মপরায়ণ মানব একবার যাহা অঙ্গীকার করিবেন, সে অঙ্গীকার প্রাণান্তেও ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন না; এবং সেই কারণে তাঁহারা সকল অসুবিধা, সকল বিপদ সহ্য করিতেও প্রস্তুত থাকেন। এই কারণে অঙ্গীকার দানকালে তাহার পরিণাম

সবিশেষ চিন্তা করিয়া, অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া, আমাদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য। সেই অঙ্গীকার সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সুনির্দ্দিষ্ট হওয়াও, নিতান্ত প্রয়োজনীয়; অনির্দ্দিষ্টভাবে কোন প্রকার অঙ্গীকার দান-করা, কখন উচিত নহে। দশরথ অনির্দ্দিষ্টভাবে অঙ্গীকার দান-করিয়াই বিপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-পরায়ণ, চরিত্রবান্ সমুন্নত পুরুষের পক্ষে সত্যপালন জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর বস্তু। সেই সত্যপালনজন্য প্রাণাধিক-প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া, সেই শোকে রাজা দশরথ জীবন-দান করিয়াছিলেন। সত্য ভঙ্গ করিলে, তিনি তাঁহার প্রজাপুঞ্জের নিকট এবং সমগ্র আর্য্যসমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইতেন। কারণ সত্যই পরম ধর্ম্ম, এবং একমাত্র সত্যের উপরই সমগ্র ধর্ম্ম এবং সমগ্র মানব-সমাজ সংস্থাপিত রহিয়াছে।

যুধিষ্ঠির ও দ্যূত-ক্রীড়া

আত্মসম্মানের একটা ধারণা (sense of self-respect) উচ্চ নীচ সকল মানবের হৃদয়েই যথোপযুক্তরূপে সর্ব্বদা পোষণ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। সেই ধারণা না থাকিলে, মানব কোন প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এ জগতে অদ্য যে দীনদুঃখী, পথের ভিখারী, সময়ে সেও প্রাসাদের অধিকারী হইতে পারে; এবং প্রাসাদের অধিকারীও কালবসে দীনদুঃখী

হইতেছে। কিন্তু আমরা দীনদুঃখীর মধ্যে আত্মসম্মান-জ্ঞানের যেরূপ নিতান্ত অভাব দেখিতে পাই, উন্নতাবস্থ মানবের হৃদয়ে সেইরূপ প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করিয়া থাকি; সামঞ্জস্য প্রায় কুত্রাপি দেখিতে পাই না। আমরা আরও দেখিতে পাই, সেই ধারণাও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার।

প্রাচীন কালের ভারতবাসী আর্য্যগণের রীতি নীতি, এবং আচার-ব্যবহার সমুন্নত মানব-সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল; বর্ত্তমানকালেও তাঁহারাই আমাদিগের আদর্শ। কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত রীতিনীতিই যে দোষ-সংস্পর্শ-শূন্য ছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মানব যতই কেন সমুন্নত হউক না, সম্পূর্ণভাবে দোষশূন্য হওয়া, মানবের পক্ষে কখন সম্ভব নহে। ত্রেতায় অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র এবং দ্বাপরে ইন্দ্রপ্রস্থপতি রাজা যুধিষ্ঠির হিন্দুর আদর্শ পুরুষ, এবং আর্য্যজাতির আদর্শ নরপতি। অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ লব্ধ-উপকার-ঋণ পরিশোধের জন্য সত্যে আবদ্ধ হইয়া, জীবন দান করিয়াছিলেন। পিতৃপরায়ণ দেবব্রত ভীষ্ম পিতার সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত সত্যে আবদ্ধ হইয়া, বিশাল সাম্রাজ্যও তুচ্ছবস্তুবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং আকুমার ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বী হইয়া, জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির অপরিণামদর্শী সাধারণ মানবের ন্যায় দ্যূত-ব্যসনে আসক্ত এবং সত্যে আবদ্ধ হইয়া, হৃতসর্ব্বস্ব, লাঞ্ছিত, এবং অবশেষে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে ক্ষত্রগণ যুদ্ধে এবং দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইলে,

আত্মসম্মান রক্ষার জন্য, সেই আহ্বানের প্রত্যাখ্যান করিতে কখন সাহস করিতেন না। সে প্রকার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলে, তাঁহারা সমগ্র ক্ষত্রসমাজের চক্ষে ঘৃণার্হ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু দ্যূতক্রীড়া তৎকালেও সাধুজন-সম্মত এবং কোনক্রমেই প্রশংসিত কার্য্য ছিল না। তাহা আমরা কুরুসভামধ্যে ধৃতরাষ্ট্রতনয় বিকর্ণের দ্রৌপদীর পক্ষ-সমর্থন-কালে দেখিতে পাই। বিকর্ণ বলিলেন ঃ—"মহা-পুরুষেরা কহিয়া থাকেন যে, রাজগণের ব্যসন চতুর্ব্বিধ; প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দুরোদর, চতুর্থ অভব্য বিষয়ে অনুরাগ। মানব এই সকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে, ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত হয়েন। লোকে তাদৃশ ব্যসনাসক্ত পুরুষের কার্য্য কখনও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করেন না।" কৌরব-সভা-সমাগত কোন সাধু পুরুষকেই বিকর্ণের ঐ বাক্যের প্রতিবাদ করিতে আমরা দেখিতে পাই নাই। প্রত্যুত একমাত্র কর্ণ ব্যতীত সমগ্র সভ্য-সমাজ বিকর্ণের ভূয়সী প্রশংসা, এবং শকুনির সমুচিত নিন্দা করিয়াছিলেন।

দ্যূতক্রীড়া সাধুজন-বিগর্হিত এবং রাজগণের ব্যসনমধ্যে পরিগণিত হইলেও রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নরপতিকেও লোকাচার-ভয়ে পাপপরায়ণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে সেই দ্যূতক্রীড়ায় নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। দুষ্ট দুর্য্যোধন-প্রণোদিত, দুরাত্মা, ধর্ম্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে সুহৃদ্দ্যূত-চ্ছলে হস্তিনায় আহ্বান

করিবার জন্য পরমধার্ম্মিক বিদুরকে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে ধর্ম্মাত্মা মহামতি বিদুর এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের মধ্যে তদ্বিষয়ে কথোপকথন কালে আমরা দেখিতে পাই, রাজা যুধিষ্ঠির অপরিণামদর্শী সাধারণ মানবের ন্যায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি সেই কার্য্যের পরিণামদর্শনে অসক্ত বা অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

যুধিষ্ঠির ও বিদুর।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া, অগত্যা সুশিক্ষিত মহাজব-অশ্বদ্বারা বাহিত রথে পাণ্ডবগণ সকাশে যাত্রা করিলেন। হস্তিনায় উপস্থিত হইলে, মহাত্মা অজাতশত্রু তাঁহার যথাবিহিত পূজা সম্পাদনপূর্ব্বক সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রের কুশলবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে ক্ষত্ত! আপনার মানসিক বিষণ্ণতা প্রকাশ পাইতেছে, আপনি কুশলে আগমন করিয়াছেন ত? দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ত তাঁহার বশবর্ত্তী আছেন?"

"বিদুর কহিলেন, ইন্দ্রকল্প মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার সন্তানগণ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া কুশলে আছেন। তিনি পুত্রগণের গুণে প্রীত ও বিগত-শোক হইয়াছেন। সম্প্রতি অক্ষয়-

কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তোমাকে কহিয়াছেন যে, "হে পার্থ! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া, তোমার সভানুরূপ সেই কৌরবসভা অবলোকন কর, এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও। তোমার সহিত সমাগত হইলে, আমার এবং কুরুকুলের প্রীতির পরিসীমা থাকে না। হে রাজন্! মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র দুরোদর বিধান করিয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি আগমন করিয়াছি; যাহা উচিত হয় কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! দুরোদর কলহের আকর; অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে অভিলাষ বন্ধন করে? আপনি কি অক্ষ-দেবন উচিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন? বলুন, আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকি।"

"বিদুর কহিলেন, দ্যূত যে অনর্থের মূল, তাহা আমি অবগত আছি। আমি ধৃতরাষ্ট্রকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনিও আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে যাহা শ্রেয়স্কর হয়, কর।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাশয়! আমি জিজ্ঞাসা করি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ব্যতীত কোন্ কোন্ অক্ষদেবী তথায় উপস্থিত আছেন, বলুন। বিদুর কহিলেন, অক্ষনিপুণ, কৃতহস্ত রাজা শকুনি, বিবিংশতি, চিত্রসেন, রাজা সত্যব্রত, পুরুমিত্র এবং জয় সেই স্থানে উপস্থিত আছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভয়ঙ্কর মায়াধারী অক্ষদেবিগণ সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে; বুঝিলাম, সমস্ত জগৎ বিধাতার আদেশবর্ত্তী হইয়াই চলিতেছে, কদাপি স্বতন্ত্র থাকিতে

পারে না। হে বিদুর! পুত্রপক্ষপাতী ধৃতরাষ্ট্রের শাসনক্রমে দুরোদর-দেবনে ইচ্ছা করিতেছি না; আপনি বলিতেছেন বলিয়াই, তাহাতে প্রবৃত্ত হইব। যদি আমাকে সভামধ্যে আহ্বান না করিত, তাহা হইলে, শকুনির সহিত কখন ক্রীড়া করিতাম না। যখন আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার সনাতন ব্রত। যুধিষ্ঠির যাত্রাকালে কহিলেন, তেজঃ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব সেইরূপ প্রজ্ঞাকে অপহরণ করে; সমস্ত মনুষ্যই পাশবদ্ধের ন্যায় বিধাতার বশবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে।"

যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন।

ইন্দ্রপ্রস্থপতি রাজা যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক সুহৃদ্দ্যূতচ্ছলে আহূত হইয়া, অনুচরবর্গ, ভ্রাতৃগণ এবং মহিষী যাজ্ঞসেনীর সহিত ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দ্যূতে আসক্ত হইলে, মহাপ্রাজ্ঞ মানবের প্রজ্ঞাও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। পরমপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির শকুনির ন্যায় মায়াবী অক্ষদেবীর সহিত ক্রীড়ায় ধনরত্ন, হস্তী, অশ্ব, রথপ্রভৃতি সমগ্র ঐশ্বর্য্য পণ-স্বরূপ দান করিতে বাধ্য হইলেন; তথাপি সেই সর্ব্বনাশী ব্যসন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে এবং রাজমহিষী যাজ্ঞ-

সেনাকেও সেই পণে বলিস্বরূপ দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কৌরবসভামধ্যে রাজমহিষী কৃষ্ণার অবমাননা ও অমানুষিক লাঞ্ছনা দর্শন করিয়া, বৃক-সদৃশ কোপনস্বভাব বীর বৃকোদর ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপরিণামদর্শিতার জন্য তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্যূত-ব্যসনের নিন্দা করেন নাই; লোকাচারের প্রভাব মানবসমাজে এতই প্রবল!

"ভীমসেন কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দ্যূতপ্রিয় ব্যক্তিরা স্বগৃহস্থিত দাসীগণকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে না; তাহারা তাহাদিগের প্রতিও কিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। দেখ কাশীশ্বর এবং অন্যান্য ভূপালগণ যে সমুদয় ধন, উত্তমোত্তম দ্রব্যজাত, এবং রত্নসমূহ উপহার দিয়াছিলেন, তৎসমুদয়, রাজ্য, বাহন, কবচ ও আয়ুধসকল এবং তোমাকে ও আমাদিগকে শত্রুগণ দ্যূতে পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু তুমি আমাদিগের সকলের অধীশ্বর বলিয়া, আমি তাহাতেও ক্রোধ করি নাই। এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা, আমার মতে তোমার নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। দেখ, দুরাত্মা, ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ কেবল তোমার দোষেই পাণ্ডবপ্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে। আমি এই নিমিত্ত তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছি। অদ্য তোমার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিব। সহদেব! ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর।"

"তখন অর্জ্জুন কহিলেন 'হে ভীমসেন! তুমি পূর্ব্বে কদাপি

ঈদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ কর নাই; স্পষ্টই বোধ হইতেছে, শত্রুগণ তোমার ধর্ম্মগৌরব বিনষ্ট করিয়াছে। হে বৃকোদর শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না; ধর্ম্মাচরণ কর। ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অপমান করিও না। দেখ, মহারাজ শত্রুগণকর্ত্তৃক দ্যূতে আহূত হইয়া, ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তাহাদিগের অভিলাষানুরূপ ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদিগের পক্ষে মহান্ যশস্কর।' ভীমসেন কহিলেন, 'হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই, এতাবৎকাল তাঁহার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করি নাই'।"

ভীমসেন এবং ভ্রাতৃপরায়ণ অর্জ্জুনের কথোপকথন হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, পাণ্ডবাগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের অনভিমতে দ্যূতে প্রবৃত্ত হন নাই; এবং প্রবৃত্ত না হইলেও তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। তথাপি অসৎ কার্য্যের ফল চিরদিন অশুভই হইয়া থাকে, কখন শুভ হইতে পারে না। সেই জন্যই পাণ্ডবেরা পরাজিত, হৃতসর্ব্বস্ব, এবং কৃষ্ণা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। অবশেষে নির্ভীক, মহামতি বিদুর এবং আদর্শ হিন্দুনারী দেবী গান্ধারীর বাক্যে সর্ব্বপ্রকারে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞানোদয় হইলে, তিনি তৎকালে পাণ্ডবগণকে সমস্ত পণ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই পুনরায় দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় পাণ্ডবজ্যেষ্ঠকে দ্যূতে আহ্বান করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র কৃতনিশ্চয় হইলেন। পাণ্ডবগণকে রাজচ্যুত করিয়া, অরণ্যবাসে প্রেরণ করাই পিতাপুত্রের স্থিরসিদ্ধান্ত হইল। তখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র

আর সুহৃদ্‌বর্গের উপদেশ বাক্যে এবং দেবী গান্ধারীর ন্যায় পতিব্রতা মহিষীর অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত করিলেন না; তাহা আমরা মহাভারতের এই অংশ হইতে দেখিতে পাইতেছি।

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র।

"ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস! তুমি তবে অবিলম্বে পাণ্ডবগণকে আনয়ন কর; তাহারা আসিয়া অবিলম্বে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউক। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, বিদুর, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু, ভূরিশ্রবা, মহামতি ভীষ্ম, এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণপ্রভৃতি সভাস্থগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! সর্ব্বত্র শান্তি-সঞ্চার হউক'! তখন পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র পরিণামদর্শী সুহৃদ্‌গণকেও অনাদর করিয়া, পাণ্ডবদিগকে পুনরায় আহ্বান করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর শোকনিমগ্না ধর্ম্মপরায়ণা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! দুর্য্যোধন জন্ম গ্রহণ করিলে, মহামতি বিদুর কহিয়াছিলেন, এই কুলপাংশুল শিশুকে অবিলম্বে সংহার করিলে, তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। দুর্য্যোধন আমাদিগের কুলান্তক কুসন্তান। আপনি এক্ষণে আত্মদোষে বিপদসাগরে নিমগ্ন হইবেন না; দুর্বিনীত বালকের কথায় কদাচ অনুমোদন করিবেন না। এই ঘোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে কেন হস্তক্ষেপ

করিতেছেন? সেতুনিবদ্ধ হইলে, কে ইচ্ছা করিয়া তাহার ভেদ করিয়া থাকে? নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নিও প্রজ্বলিত হইতে পারে; এক্ষণে অবিরোধী, শান্তস্বভাব পাণ্ডবগণকে কেন কুপিত করিবেন? হে মহারাজ! আপনার কিছুই অবিদিত নাই; তথাপি আমি আপনাকে কিছু উপদেশ প্রদান করিব। জ্ঞানশাস্ত্র নিতান্ত নির্ব্বোধের হৃদয়ে কদাচ শুভাশুভ ফল অঙ্কিত করিতে পারে না। বালস্বভাবে বৃদ্ধভাব অবলম্বন করা একান্ত অসঙ্গত। আপনার সন্তানেরা এক্ষণে আপনারই আজ্ঞা পালন করিবে। ভগ্নমনা হইয়া, যেন তাহারা আপনাকে পরিত্যাগ না করে। এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাংশুল দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরনাথ! আপনি পুত্র-বৎসলতা-বশতঃ তৎকালে বিদুরের বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম্ম এবং মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে আপনার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা যেন অবিকৃত থাকে। অসমীক্ষ্যকারিতা আপনার পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ। দেখুন, ক্রূরহস্তে নিপতিতা হইলে, রাজলক্ষ্মী ক্ষণ-ধ্বংসিনী হন। কিন্তু সরলের রাজশ্রী পুত্র-পৌত্র-গামিনী হইয়া থাকেন।”

অধর্ম্মপরায়ণ ক্রূরস্বভাব ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মপরায়ণা বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণীর সদুপদেশ শ্রবণ করিয়াও পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ সাধনসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি ধর্ম্মার্থদর্শিনী সহধর্ম্মিণী গান্ধারীর উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,

"প্রিয়ে! যদি বংশনাশ হয়, তাহা নিবারণ করিতে পারিব না; কিন্তু পুত্রেরা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তাহার অন্যথা করা হইবে না। পাণ্ডবদিগের সহিত তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ করিতে হইবে।" অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন পরমপণ্ডিত চাণক্য বলিয়া গিয়াছেন, * মানব বংশদোষে দাতৃত্বশক্তি-শূন্য হয়; নিজ কর্ম্ম-দোষে দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করে; সন্তানপালনে অনভিজ্ঞ মাতার দোষেই সন্তান রুগ্‌ণ হইয়া থাকে; এবং পিতৃদোষে পুত্র হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য মূর্খে পরিণত হয়। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় পিতার পুত্র দুর্য্যোধনই হইয়া থাকে; তদ্বিপরীত হওয়া, কখন সম্ভব নহে।

ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্র দুর্য্যোধন জানিতেন যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার দ্যূতে আহূত হইলে, ক্ষত্র-ধর্ম্মানুসারে সেই আহ্বানের প্রত্যাখ্যান করিতে, কখন সাহস করিবেন না। প্রথম দ্যূতের অবসান কালে ঘোর দুর্দ্দৈব-চিহ্নসকল দর্শন করিয়া, ভীতা গান্ধারী এবং ধর্ম্মপরায়ণ বিদুরের সদুপদেশে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে সকল পণ হইতেই মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতা-পুত্রের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে নাই। এক্ষণে সেই অসদভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য স্থির হইল, পরাজিতকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, দ্বাদশ বৎসরের জন্য স্থানান্তরে প্রকাশ্য ভাবে এবং এক বৎসর কাল সম্পূর্ণ-অজ্ঞাত-ভাবে যাপন

* অদাতা বংশদোষেণ কর্ম্মদোষাদ্দরিদ্রতা।
রুগ্‌ণতা মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা॥

করিতে হইবে। সেই সুদীর্ঘকাল মধ্যে কর্ণাদি সুহৃদ্বর্গের সাহায্যে দুর্য্যোধন অনায়াসেই পাণ্ডবগণকে স্বরাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করিয়া, সমগ্র রাজ্য আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বিতীয় দ্যূতের পণ এবং তদুদ্দেশ্য অবগত হইয়া, সভাসদ্‌বর্গ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, শশব্যস্তচিত্তে হস্তোত্তোলন-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে বান্ধবগণ! তোমাদিগকে ধিক্; তোমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে লিপ্ত করিতেছ; কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইবে, বোধ হয়, উনি বুঝিয়াও কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।"

সত্য-নিষ্ঠা ও যু

কৌরব-সভায় সভাসদ্‌বর্গ যে ঘোর চক্রান্তের মর্ম্ম অবগত হইয়া প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, প্রজ্ঞাশীল রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুজবর্গ ধৃতরাষ্ট্রাদির সেই অসদুদ্দেশ্য ধারণা কবিতে যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও কখন সম্ভব নহে। দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্বিতীয়বার দ্যূতে আহ্বান করিলে, ধর্ম্মরাজ বলিয়াছিলেন:— "আমি বৃদ্ধ রাজার নিদেশানুসারে দ্যূতে আহূত হইয়াছি; সুতরাং অক্ষদ্যূত ক্ষয়কর জানিয়াও, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ

হইতে পারি না। ভীমাদি অপর পাণ্ডবগণও সেই চক্রান্ত নিবারণ করিতে সাহস করেন নাই।

এই প্রকার চক্রান্তে সত্যে আবদ্ধ হইয়া, যুধিষ্ঠির দ্যূতে পরাজিত এবং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সে প্রকার সত্য পালনেও ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হন নাই। তিনি জানিতেন, যে বিষয়েই হউক সত্যে আবদ্ধ হইলে, সেই সত্য অবশ্য পালনীয়। তিনি অবিচলিতভাবে পূর্ণ ত্রয়োদশ-বর্ষকাল সেই সত্য যথারীতি পালন করিয়া, তাহার অবসান হইলে, স্বরাজ্যের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর এবং সমগ্র কুরুকুলের ধ্বংস হইয়াছিল। কিন্তু সেই মহাসমর এবং কুরুকুলের বিনাশ পাণ্ডব-নির্ব্বাসনের চক্রান্ত-কালেও হইতে পারিত। সত্যরক্ষার জন্যই, পাণ্ডবগণ সম্পূর্ণ সমর্থ হইলেও, সুদীর্ঘ ত্রয়োদশবর্ষ-ব্যাপী নানাবিধ ক্লেশ অম্লান-বদনে সহ্য করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত-বাস-কালের অবসান হইলে, বিরাট-রাজ-ভবনে সভাস্থলে রাজগণ-সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমরা সত্য-পালনের মাহাত্ম্য দেখিতে পাই।

"হে রাজন্যবর্গ! এই রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সৌবল-কর্ত্তৃক যেরূপ শঠতাপূর্ব্বক পরাজিত, হৃতরাজ্য এবং বনবাসের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডল বলপূর্ব্বক স্বায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও, কেবল সত্যপরায়ণতা-প্রযুক্ত ত্রয়োদশ

বৎসর এই দুরনুষ্ঠেয় ব্রত গ্রহণে স্বীকার করিয়াছেন। অজ্ঞাত-বাস-সময়ে আপনাদিগের নিবাসে দাসত্বপাশে বদ্ধ হইয়া, দুঃসহ ক্লেশরাশি সহ্য করিয়া দুস্তর ত্রয়োদশ-বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও আপনাদিগের অগোচর নাই। এক্ষণে কৌরব এবং পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্মসঙ্গত, যশস্কর ও উপযুক্ত আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। ইঁহারা প্রতিজ্ঞাত সময় প্রতিপালন করিয়া, সত্যের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কৌরবগণ ইঁহাদিগের প্রতি সতত অন্যায়াচরণ করিতেছেন।”

দ্বিতীয় অধ্যায়।



আশ্রিত ও আশ্রয়-দাতার সম্বন্ধ।

অনন্ত প্রকৃতির যে অংশ সতত সুবিশাল গ্রন্থের ন্যায় আমাদিগের দৃষ্টিপথে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই, সমগ্র জগৎ জগৎ-স্রষ্টার মঙ্গলময় এবং সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ। জগতের স্থাবরজঙ্গম, ক্ষুদ্র বৃহৎ, উচ্চ নীচ, সমগ্র বস্তু এবং সমগ্র জীব আশ্রিত ও আশ্রয়-দাতৃরূপে পরস্পর সম্বন্ধ; কেহই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই। এ জগতে যে একের আশ্রিত, সেই আবার অপরের আশ্রয়-দাতা। সুবিশাল সৌর-জগতের আশ্রয়দাতা সূর্য্য কোন্ বৃহত্তর গ্রহের আশ্রিত, তাহা মানব-জ্ঞানের অগোচর। কিন্তু আমরা জানিতে পারিয়াছি, বহু ক্ষুদ্রতর গ্রহ এবং উপগ্রহ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া, স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে; তাহাদিগের মধ্যে কেহই সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তাহারাই আবার ক্ষুদ্র বৃহৎ লক্ষ লক্ষ অপর বস্তু ও জীবকে স্বীয় বক্ষে আশ্রয়দান করিয়া, জগৎ-স্রষ্টার সেই মঙ্গলময় বিধান সতত পালন করিতেছে। আমাদিগের এই ধরাতলও সেই সৌর-জগতের ক্ষুদ্র একটি অংশ। এই ধরাবক্ষে শত শত সাগর,

হ্রদ, নদ, নদীপ্রভৃতি জলভাগ ; অগণ্য দেশ, দ্বীপ, জনপদপ্রভৃতি স্থলভাগ স্থান লাভ করিয়া, অগণিত পর্ব্বত, পর্ব্বতমালা, তরুলতা-প্রভৃতি উদ্ভিদ্ এবং অগণ্য জীব আপনাদিগের বক্ষে সতত ধারণ করিতেছে। এই ধরাবক্ষে যে ক্ষুদ্র তৃণ শত শত জীবদ্বারা সর্ব্বদা পদদলিত হইতেছে, সেও অতি ক্ষুদ্র বহু জীবের আশ্রয়-দাতা। আমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই, অতিক্ষুদ্র বহুজীব সেই ক্ষুদ্র তৃণের শাখা প্রশাখা ও পত্র-পল্লব আশ্রয় করিয়া, জীবন অতিবাহিত করিতেছে।

সকল দেশে, সকল রাজ্যে, ধরাতলের সর্ব্বত্র, মানবসমাজও সেই বিশ্বব্যাপী মঙ্গলময় বিধানের বশবর্ত্তী। এখানেও সুবিশাল সাম্রাজ্যের নরপতি, বিশাল-ধনের অধিপতি এবং ক্ষুদ্র সুজীর্ণ কুটীরের অধিকারী দীন দুঃখী মানবও কখন অপরের আশ্রয়দাতা, আবার কখন আপনারাই অন্যের আশ্রিত ; —কাহারও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নাই। নরপতি, ধনপতি এবং দীন কুটীরপতি, সকলেই শৈশব ও বাল্যে সম্পূর্ণ অসহায় ; এবং স্বস্ব মাতাপিতা কিংবা অপর আত্মীয় স্বজনের আশ্রিত। সর্ব্বশ্রেণীর মাতাপিতাও পূর্ণ-বার্দ্ধক্যে এবং রোগ ও মৃত্যু-শয্যায় শয়নকালে সম্পূর্ণরূপে পরাশ্রিত। জীবনের মধ্যবর্ত্তী কালে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, সকল মানবকেই দেশের সমাজ এবং রাজবিধির বশবর্ত্তী হইয়া, রাজশক্তির আশ্রয়ে যাপন করিতে হয়। স্বয়ং রাজাও সেই বিধানের বশীভূত; এবং তাঁহার প্রজা-কুলের আশ্রিত। সমগ্র প্রজাশক্তিই রাজশক্তির মূল। প্রজা-

পুঞ্জের সন্তোষ সাধন জন্যই আমাদিগের আদর্শ নরপতি অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রকে জীবন-সহচরী সহধর্ম্মিণী সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া, অবশিষ্ট জীবন ঘোর-শোক-দুঃখময় শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম চার্লস স্বেচ্ছাচার-বশতঃ প্রজাকুলের কোপানলে পতিত হইয়া, সাধারণ অপরাধীর ন্যায় মস্তক দান করিয়াছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বেও মহাপরাক্রান্ত বিশাল রুশ-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে কু-শাসনজন্য প্রজাপুঞ্জের আশ্রয়ে বঞ্চিত হইয়া, সাধারণ অপরাধীর ন্যায় কারারুদ্ধ হইতে হইয়াছিল; অবশেষে সপরিবারে জীবনদানও করিতে হইয়াছে। অতএব আশ্রয়দাতা বলিয়া, এ জগতে গর্ব্ব করিবার অধিকার উচ্চতম মানবেরও নাই। উচ্চ নীচ সকল মানবই আশ্রিতকে আশ্রয়দান এবং তাহার প্রতি যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য সাধন করিতে ভগবদ্-বিধানে বাধ্য। সেই মঙ্গলময় বিধান অতিক্রম করিলে, তাহার ফলও কখন শুভজনক হয় না; তাহাও আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি।

আশ্রিতকে আশ্রয়-দান আশ্রয়-দাতার যেরূপ অবশ্য-কর্ত্তব্য, সেইরূপ আশ্রিতেরও আশ্রয়-দাতার প্রতি অবশ্য-পালনীয় গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সেই কর্ত্তব্যের অপালন আশ্রিতের পক্ষে ঘোর নিন্দাকর এবং ধর্ম্ম-বিগর্হিত। আমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাই যে, ক্ষুদ্র তৃণও ধরাবক্ষে আশ্রয়লাভ করিয়া, তাহার ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা ধরাতলের সেই ক্ষুদ্র স্থানটি সতত রক্ষা করিতেছে। সেই স্থান জলবায়ু এবং আতপের

শক্তিতে আর সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে না। অসহায় অবস্থায় এবং বিপদের সময়, আশ্রয় লাভ করিতে না পারিলে, আমাদিগকে ঘোর বিপদে নিপতিত হইতে হয়। সেই বিপদ্ মুক্তির কারণ আশ্রয়-দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম হৃদয়ে সতত পোষণ এবং তাঁহার নিকট লব্ধ উপকার-ঋণ যথাশক্তি পরিশোধের চেষ্টা করা, মানব-মাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য। পশুকুল-মধ্যেও এই স্বাভাবিক ধর্ম্মের অল্পাধিক বিকাশ আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি ; গো, অশ্ব, সারমেয়-প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুগণ আশ্রয়দাতার প্রতি স্বভাবতঃ সবিশেষ অনুরক্ত হইয়া থাকে। গৃহপালিত হস্তীর কখন কখন মত্ততা উপস্থিত হয় ; তৎকালে তাহাকে সংযত করা হস্তি-পালকের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই দুরন্ত মত্ত পশুও প্রভুর সাদর-বাক্যে বশীভূত হইয়া, শান্ত-ভাব ধারণ করে।

আশ্রয়-দাতার প্রতি কর্ত্তব্য।

ঐ সকল কারণে সমগ্র জগতের এবং জগদ্বাসী জীবের আশ্রয়দাতা ও পিতা জগদীশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং কর্ত্তব্য-পালন আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। তৎপরে যে পিতা-মাতা হইতে আমরা মানব জন্ম লাভ করিয়াছি, যাঁহারা আমা-দিগের অসহায় শৈশবে, বাল্যে এবং রোগশয্যায় আমাদিগকে সযত্নে আশ্রয়দান ও সস্নেহে শুশ্রূষা করিয়াছেন, যাঁহারা আমা-

দিগের মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগে সতত প্রস্তুত, সেই সাক্ষাৎ-দেবতা-স্বরূপ পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং যথোপযুক্ত কর্ত্তব্যসাধন আমাদিগের প্রধান দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। পিতামাতার অভাবে আমাদিগের পিতৃমাতৃ-স্থানীয় গুরুজনের দ্বারাও অনেক সময় আমাদিগকে প্রতিপালিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের প্রতিও পিতামাতার ন্যায় আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অবশ্য-পালনীয় গুরু কর্ত্তব্য সাধন রহিয়াছে। তৎপরে দেশ-রক্ষক রাজাও আমাদিগের নিকট পিতামাতার ন্যায় পূজ্য ও সবিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন; তাঁহার প্রতিও আমাদিগের যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। কারণ তিনিও পিতামাতার ন্যায় আমাদিগকে সতত আশ্রয়দান এবং দস্যু-তস্করাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতেছেন। বিপন্ন বা নিরাশ্রয় অবস্থায়, অথবা জীবিকাদি লাভের জন্য, আমরা যাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাঁহার প্রতিও আমাদিগের অবশ্য-সম্পাদ্য যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। প্রতীচ্য দেশসমূহে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ কি প্রকার, তাহা আমরা অবগত নহি; সে বিষয় আমাদিগের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই। আমাদিগের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভরণপোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ জন্য স্ত্রী চিরদিন স্বামীর আশ্রিত বলিয়াই পরিগণিত হইতেছেন। সেইজন্য আশ্রয়দাতৃ-রূপেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অবশ্যকরণীয় যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

জগদীশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য।

আমাদিগের জীবন, রাজ্য ও ধন, সমগ্র সুখসৌভাগ্যের উপাদান, এবং বাসের জন্য ক্ষুদ্র কুটীরখানিও আমরা জগদীশ্বরের কৃপায় লাভ করিতেছি। যাহার সে কুটীরও নাই, সেও তাঁহারই দত্ত বৃক্ষতল, বৃক্ষকোটর অথবা গিরিগুহা আশ্রয় করিয়া, জীবন অতিবাহিত করিতেছে। নিরাশ্রয় পথের ভিখারী দীন দুঃখীর ভিক্ষালব্ধ উদরান্ন,এবং প্রাসাদবাসী রাজ্যেশ্বরের রাজভোগ, সমস্তই তাঁহার দত্ত। বিশাল রাজ্যের অধিকারী রাজ্যেশ্বরেরও এমন শক্তি নাই যে, তিনি স্বয়ং নিজের জন্য কোন খাদ্যবস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন। সকল মানব—সকল জীব আপনাপন ভাগ্যানুসারে ভগবৎ-প্রদত্ত উত্তম অথবা অধম অবস্থালাভ করিয়া এ জগতে জীবন ধারণ করিতেছে। স্ত্রীপুত্র-পরিবার—যাহা লইয়া, মানব সংসারে সুখী হইতে চেষ্টা করে, সে সকলও ভগবৎ-প্রদত্ত। আমরা দেখিতে পাই, এ জগতে রাজ্যেশ্বর পুত্রের অভাবে অসুখী; বিশাল ধনের অধিপতি স্ত্রী-পুত্র-হীন হইয়া সুখ-শান্তিতে বঞ্চিত; বহু মানব সামান্য ধনের অভাবে দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত! সেই শ্রেণীর বহু মানব এই ধনরত্নপূর্ণ প্রাসাদপুরী কলিকাতা মহানগরীর রাজপথের উভয় পার্শ্বে সর্ব্বদা পতিত রহিয়াছে। জগতে এ প্রকার বৈষম্যের কারণ কি, তাহা আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, জগদীশ্বরের যে দয়াপ্রভাবে মানবে সর্ব্ববিধ

সুখশান্তি ভোগ করে, সেই দয়ার অভাবেই মানব দুঃখের চরম-সীমায় উপনীত হয়; এবং দয়ার উপযুক্ত পাত্রও কখন তাঁহার দয়ালাভে বঞ্চিত হয় না।

আমাদিগের স্বতঃই মনে হয়, আমরা ক্ষুদ্র-মানব—অতি ক্ষুদ্র-শক্তি; আমাদিগের এমন কি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের নিকট লব্ধ অসীম উপকার-ঋণের কণামাত্র প্রত্যর্পণ করিয়া, আমরা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি। তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য-সাধনে আমাদের শক্তি কোথায়? জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনই তাঁহার দয়ালাভের একমাত্র উপায়। সেই কার্য্যসাধনই তাঁহার প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্যসাধন। তিনি আমাদিগের নিকট অন্য কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করেন না; এবং সে শক্তিও তিনি আমাদিগকে প্রদান করেন নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগদীশ্বর তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য-সাধন জন্যই সমগ্র জগৎ, জাগতিক পদার্থনিচয় এবং জীবসমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সেই কার্য্যসাধনে অবহেলা করিলে,তিনি কখন প্রসন্ন থাকিতে পারেন না। তিনি যেরূপ দয়াময়, সেইরূপ কঠোর; তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্য-সম্পাদনে তিনি যেরূপ প্রসন্ন, তাহার অসম্পাদনে সেইরূপ অপ্রসন্ন হন। তিনি কেবল বাক্যে এবং স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন। মানব-সমাজেও কোন প্রভু, কার্য্যে অমনোযোগী ভৃত্যের কেবল শ্রবণ-সুখকর সুমিষ্ট বাক্যে কখন সন্তুষ্ট হন না। তিনিও ভৃত্যের উপর

ন্যস্ত কার্য্যের পূর্ণ-সম্পাদন আকাঙ্ক্ষা করেন। ভৃত্য তাঁহাকে সুমিষ্ট বাক্য বলুক, আর নাই বলুক; তাহার কর্ত্তব্য বিষয় যথোপযুক্তরূপে সম্পাদন করিলেই, প্রভু সন্তুষ্ট হন; এবং সেই ভৃত্যও কর্ত্তব্যপরায়ণ মানব বলিয়া বিবেচিত হয়।

বলশালীর বল, শক্তিশালীর শক্তি এবং ধনশালীর ধন, জগদীশ্বর তাহাদিগকে নিজের ন্যায় পরহিতার্থেও প্রদান করিয়াছেন। বলহীন, শক্তিহীন এবং ধনহীন ভগবৎ-প্রদত্ত প্রসাদলব্ধ ঐ সকল মানবের নিকট আপনাদিগের প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য লাভ করিতে পারিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি মানব-সাধারণকে ঐ সকল প্রসাদ প্রদান করেন নাই। সেই সকল ভগবৎ-প্রদত্ত দান যদি পর-সেবায় প্রযুক্ত না হইয়া, পর-পীড়নে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে, সেই সকল শক্তির ঘোর অপব্যবহার করা হয়; এবং দাতা ভগবানের সম্পূর্ণ অপ্রসন্নতা উৎপাদন করে। সে প্রকার অপব্যবহার এ জগতে বিরল নহে, সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। ঐ সকল শক্তি-সম্পন্ন মানব যদি সেই সকল শক্তির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার না করেন, তাহা হইলেও, ভগবানের অপ্রসন্নতার কারণ উপস্থিত হয়।

আমরা এই বহুজনাকীর্ণ অসামান্য সমৃদ্ধিশালী কলিকাতা মহানগরীতেই দেখিতে পাইতেছি, পীড়াক্রান্ত দীন দুঃখী মানব সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় অবস্থায় রাজপথের উভয় পার্শ্বে ভগবানের উন্মুক্ত আকাশতলে সর্ব্বদা মানবলীলা সংবরণ করিতেছে। এই মহানগরীতে পীড়াক্রান্ত দীন দরিদ্রের চিকিৎসা এবং

তাহাদিগকে আশ্রয়দানজন্য গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সুব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু সেই আশ্রয়লাভ, পীড়ায় চলৎশক্তিহীন দীন দুঃখীর ভাগ্যে সকল সময় ঘটিয়া উঠে না। শত শত ধনশালী মানব নানাবিধ যান-বাহনে আরোহণ করিয়া, সেই সকল রাজপথ দিয়া সর্ব্বদা গমন করিতেছেন; ভদ্র-কুলোদ্ভব শত সহস্র শিক্ষিত যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ পদব্রজে সেই সকল মুমূর্ষু হতভাগ্যগণের পার্শ্বদেশ দিয়া অবিরত গমনাগমন করিতেছেন; তাঁহারা সকলেই তাহাদিগের আশ্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ। কিন্তু প্রায় কেহই হতভাগ্যগণের দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। এই মানবোচিত কর্ত্তব্য-সাধনে অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন অনেক সময়েই হয় না; যদি কখন যৎসামান্য ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা সম্পাদন করিতে, অধিকাংশ মানবই সমর্থ। ঐ প্রকার নিরাশ্রয় রোগীদিগকে চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-মিউনিসিপালিটি ambulence গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে কলিকাতাবাসী অধিকাংশ ধনবানের গৃহে বা কার্য্যালয়েও টেলিফোন-যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। কোন গৃহস্বামীর গৃহে অথবা কার্য্যালয়ে গমন করিয়া, টেলিফোন ব্যবহারের কারণ নির্দ্দেশ করিলে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সেজন্য অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ সে প্রকার প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এই প্রকারে টেলিফোন সংগ্রহে কোন কোন সময় একটু আয়াস স্বীকার করিতে হয়।

তৎপরে Ambulence সংগ্রহও সকল সময় সহজে ঘটিয়া উঠে না; সে জন্যও অনেক সময় অনুনয় বিনয় করিতে হয়। অনায়াসে যদি সকল সৎকার্য্যই সাধিত হইত, তাহা হইলে, সৎকার্য্য এতাদৃশ সমাদরের বস্তু হইত না এবং এ জগতেরও এ প্রকার অবস্থা ঘটিত না।

আমাদিগের ঐ প্রকার সামান্য আয়াসে বহু হতভাগ্য বিপন্ন মানবের জীবন রক্ষিত হইতে পারে। সকল সময় তাহাদিগের জীবন রক্ষিত না হইলেও, হতভাগ্যগণ আশ্রয় লাভ করিয়া, সেই স্থানে জীবনের অবশিষ্ট কয় দিন শান্তিতে শেষ করিতে পারে। তাহাদিগকে রাজপথের পার্শ্বে পতিত হইয়া, ঘোর ক্লেশে জীবন শেষ করিতে হয় না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের শীত-ঋতুতে এক দিন প্রাতঃকালে দেখিতে পাইলাম, একটি স্ত্রীলোক এবং একটি পুরুষ মেডিকেল কলেজ-হাঁসপাতালের প্রাচীন বাটীর দক্ষিণ দ্বারের ঠিক বহির্ভাগে রাজপথের পার্শ্বে পতিত রহিয়াছে। তাহাদিগের নিকটে গমন করিয়া দেখিলাম. "স্ত্রীলোকটি জীবনলীলা সমাপ্ত করিয়াছে, পুরুষটি তখনও জীবিত আছে। সেই স্থানে উপস্থিত একটি বালক বলিল, "স্ত্রীলোকটি পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।" সেই স্থানের পার্শ্বেই বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বপ্রধান এবং সুবৃহৎ চিকিৎসালয়; হতভাগিনীর ভাগ্যক্রমে তাহাকে সে স্থানে স্থাপন করিতে কেহই চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই পুরুষটিকে সেই চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট করান

হইয়াছিল। পল্লীগ্রামে প্রায় কোন স্থানেই চিকিৎসালয় নাই; এবং অনেক স্থানে চিকিৎসকও নাই। সুতরাং সে প্রকার স্থানে পীড়াগ্রস্ত দীন দরিদ্রের চিকিৎসার কোন প্রকার উপায় কলিকাতা-মহানগরীর ন্যায় সহজে সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সে সকল স্থানে পল্লীবাসীর সহানুভূতি আছে! সেই জন্য কোন পল্লীগ্রামে পথিপার্শ্বে পতিত হইয়া কোন মানবকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

সহানুভূতিই দয়ার মূল; পরদুঃখ দর্শনে হৃদয় কাতর হইলেই সে হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়; এবং দয়ার ন্যায় ধর্ম্মও এ জগতে আর নাই। বিপন্নের বিপদুদ্ধার, দীন দুঃখীর দুঃখযন্ত্রণা দূরীকরণ দয়া-প্রভাবেই এ জগতে স্বজাতীয় মানবের দ্বারা সর্ব্বদা সাধিত হইতেছে! মানব-হৃদয়ে জগদীশ্বর দয়া-ধর্ম্ম প্রদান না করিলে, বিপন্ন জীব এবং দীন দুঃখী মানব এ জগতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয় হইত। তাহাদিগের বিপদুদ্ধার এবং দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করিবার কোন উপায়ই থাকিত না। সেই জন্যই জগদীশ্বর মানব-হৃদয়ে সহানুভূতি এবং দয়া গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং সকল হৃদয়েই ঐ দুই মহাগুণের অল্পাধিক অস্তিত্ব আছে; কিন্তু সমান ভাবে নাই। যে মানব নিতান্ত নির্দ্দয়, এমন কি নরঘাতী দস্যু, সেও আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের দুঃখে দুঃখানুভব করে। রত্নাকর দস্যু-জীবনে নর হত্যায় নিরত ছিলেন। পিতা মাতা এবং স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ-জন্যই তাঁহাকে দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন

করিতে হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য সতত ব্যগ্র থাকিতেন। কারণ, তখনও তিনি জানিতেন, স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণের ক্লেশ উপস্থিত হইলে, সেই দস্যু-হৃদয়েও ক্লেশ সমুৎপাদন করিবে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, দয়া-ধর্ম্ম সে দস্যু-হৃদয়ে নির্ব্বাণপ্রায় হইলেও সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেই দয়াবিন্দু পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত হইয়া, ঘোর তমসাবৃত সেই হৃদয়কে দয়ার অত্যুজ্জ্বল আলোকে আবার উদ্ভাসিত করিয়াছিল। তখন রত্নাকরের হৃদয় সামান্য পক্ষীকেও নিষাদ-হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিদ্যা, বিনয়, জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রভৃতি মানব-হৃদয়ের অপরাপর শ্রেষ্ঠ গুণাবলির ন্যায় দয়া-গুণও অনুশীলন-সাপেক্ষ। অনুশীলনদ্বারা আমাদিগের সকল গুণেরই যেরূপ সমুন্নতি সাধিত হয়, অনুশীলনের অভাবে সেইরূপ অবনতিও ঘটিয়া থাকে। সুতীক্ষ্ণ তরবারিও ব্যবহারের অভাবে মণ্ডুরাবৃত হইয়া ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। হৃদয়ে দয়া-ধর্ম্মের অবনতি, কোন মানবের পক্ষেই কোন ক্রমে প্রার্থনীয় এবং শুভকর নহে। এ জগতে শিক্ষিত অশিক্ষিত, জ্ঞানী অজ্ঞান, ধনী নির্ধন, এমন মানব কে আছে, যে জগদীশ্বরের দয়ার জন্য সতত প্রার্থী নহে? যে মানব জগদীশ্বরের জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ, সে কি প্রকারে তাঁহার নিকট দয়া প্রার্থনা করিতে সাহস করিবে? অজ্ঞানতা-বশতঃ সেই সাহস করিলেও, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যিনি

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, এবং সকল জীবের মঙ্গল-বিধাতা, তাঁহার নিকট সকলেই স্বস্ব-কৃত কর্ম্মের ফল লাভ করিয়া থাকে। সেই ভগবদ্বিধানের কখন অন্যথা হয় না।

সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাইতেছি, এ জগতে অদ্য যে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর, কল্য সে পথের ভিখারীরও অধম; এবং অদ্য যে পথের ভিখারী, কল্য সেও সর্ব্ব দুঃখ-বিমুক্ত হইয়া পরম সুখী হইতেছে। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে জীব অত্যুৎকট পাপ ও পুণ্যের ফল এ জগতেই ভোগ করিয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, জীবে দয়া-প্রদর্শনে বিপন্ন জীব যেরূপ উপকৃত, আমরাও সেই পরিমাণে লাভবান্। যেরূপ অন্ধকার না থাকিলে, আমরা আলোকের মর্য্যাদা কখন প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারিতাম না, সেইরূপ দয়ার পাত্র না থাকিলে, আমরা ভগবৎ-কৃপার মহিমা কখন অনুভব করিতে সমর্থ হইতাম না; এবং ভগবৎ-কৃপালাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়ে বঞ্চিত হইতাম। দয়া-গুণের অনুশীলন জন্য আমাদিগের দয়ার পাত্রের প্রয়োজন। আমাদিগের সেই অনুশীলন-ক্ষেত্র বিপন্ন জীব এবং দীন দুঃখী মানব।

পিতার প্রতি কর্ত্তব্য।

মানব-পরিবারে আমরা দশরথ-কুমার রামচন্দ্র এবং শান্তনু-নন্দন দেবব্রত ভীষ্মের অলোকসামান্য পিতৃভক্তির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারাই হিন্দু-সন্তান-গণের নিকট পিতৃভক্তির সমুজ্জ্বল আদর্শ। আদর্শের পূর্ণ অনুকরণ সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে; কিন্তু তাহার অনুসরণ সকলেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য। সমুন্নত আদর্শের অনুসরণ কিয়ৎপরিমাণে করিতে পারিলেও আমরা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে পারি। হিন্দুশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, মহাজনগণের অবলম্বিত পথই আমাদিগের অবলম্বনীয় প্রশস্ত পথ। তাহার চরম সীমায় উপনীত হইতে না পারিলেও, সে পথে পথ-ভ্রান্তি নাই; যাহার যেরূপ শক্তি সে ততদূর নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারে। তাঁহাদিগের জীবন যেরূপ বৈচিত্র্যময়, সে প্রকার ঘটনাবলির সমাবেশও সাধারণ মানবের জীবনে সর্ব্বদা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু সময়ে সময়ে প্রায় তদনুরূপ পরীক্ষাকাল আমাদিগের জীবনেও উপস্থিত হয়। সে সময় তাঁহাদিগকেই আমাদিগের পথ-প্রদর্শক-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, সেই জটিল পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে; নতুবা কর্ত্তব্য-হানি অবশ্যম্ভাবী।

উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, সকল পিতাই পুত্রের নিকট পুত্রোপযোগী ব্যবহার আশা করেন। তাঁহাদিগের

মধ্যে কেহ পুত্রোচিত শ্রদ্ধাভক্তিমাত্র লাভ করিলেই সন্তুষ্ট হন; অনেক পিতাকেই সেই প্রকার শ্রদ্ধাভক্তির ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের নিকট যথোপযুক্ত সাহায্যও আকাঙ্ক্ষা করিতে হয়। যাঁহারা ধনশালী, তাঁহাদিগকে বার্দ্ধক্যেও পুত্রের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয় না। কিন্তু সে শ্রেণীর পিতার সংখ্যা আমাদিগের দেশে অধিক নহে। বার্দ্ধক্যে কার্য্য-শক্তিহীন হইয়া পড়িলে, এবং অপরাপর অনেক কারণেও সাধারণ মানবকে অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হয়। তৎকালে উপযুক্ত পুত্রই পিতার বিশিষ্ট অবলম্বন; এবং সেই সময়ই পিতার প্রতি পুত্রের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাধনের বিশিষ্ট সুযোগ। সে প্রকার বিপন্ন বা অসহায় অবস্থায় পিতার আশা যথোচিতভাবে পূর্ণ না করিলে, পুত্রের কর্ত্তব্যহানি-জনিত ঘোর অধর্ম্ম উপস্থিত হয়। সকল পিতাই শৈশবে, বাল্যে, সস্নেহে ও সযত্নে পুত্রের লালনপালন করিয়া থাকেন। অনেক পিতাই সেই সময় হইতে হৃদয়ে সতত আশা পোষণ করিয়া থাকেন যে, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপার্জ্জন-ক্ষম হইয়া, বার্দ্ধক্যে তাঁহার সহায় হইবে; পুত্রের সেবাযত্নে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত হইবে। পুত্রের প্রতি পিতামাতার যাদৃশ স্নেহ মমতা, পিতার প্রতি পুত্রের তাদৃশ অনুরাগ কখন সম্ভব নহে; কিন্তু পিতামাতার আশা-আকাঙ্ক্ষা যথাসাধ্য পূর্ণ করা, সৎপুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য; পিতা-মাতার সেই চিরপোষিত আশা কোনক্রমে ভঙ্গকরা কখন উচিত নহে। সে প্রকার আশা ভঙ্গ করিলে, কেবল পিতামাতার প্রতিই

যে কর্ত্তব্যহানি হইল,তাহা নহে; তদ্দারা মঙ্গলময় ভগবদ্-বিধানও সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা হয়; এবং সে প্রকার নিন্দিত কার্য্যের ফলও কখন শুভ হয় না।

পুত্রের এই প্রকার ঘোর কর্ত্তব্যহানি-জনিত অশুভ ফল লক্ষ্য করিলে, সংসারে সে প্রকার উদাহরণ অনেকেই দেখিতে পাইবেন। আমরা জীবনে সেই অশুভ ফল অল্পাধিক অনেকই দেখিয়াছি; তাহাদিগের মধ্যে দুইটিমাত্র উল্লেখ করিব। বহুকাল-পূর্ব্বে বাল্যজীবনে আমরা একটি শ্রমজীবীকে জানিতাম। সে লোকটি তৎকালে স্থাপত্যকার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত। বঙ্গদেশে বর্ত্তমানশিক্ষা পদ্ধতি-প্রচারের সেই প্রারম্ভ-কাল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি বেশ সুবুদ্ধি দেখিয়া, সে পুত্রকে গ্রামে নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিল। তৎকালের শ্রম-জীবীরা বর্ত্তমান কালের নগরবাসী শ্রমজীবিগণের ন্যায় যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত না। সে সময় পল্লীগ্রামে শ্রমজীবিগণের পারিশ্রমিকের হার নিতান্ত অল্প ছিল। তথাপি সেই লোকটি কোনক্রমে পুত্রকে শিক্ষাদান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পুত্রও শিক্ষালাভ করিয়া পিতার আশানুরূপ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। পুত্রের উপার্জ্জনলব্ধ অর্থদ্বারা তাহাদিগের সাংসারিক উন্নতি এবং অপ্রশস্ত মৃৎকুটীরের স্থানে সুপ্রশস্ত ইষ্টকালয়ও নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ পুত্রের পিতার প্রতি পুত্রোচিত ভক্তিশ্রদ্ধার পূর্ণ অভাব পল্লীবাসী সকলেই লক্ষ্য করিত। সেই পুত্র সাংসারিক উন্নতিসোপানে আরোহণ

করিয়াই, স্খলিত-পদ হইয়াছিল। এক্ষণে সংসারে তাহার ধর্ম্ম এবং লোক-বিগর্হিত কার্য্যজনিত নামমাত্র অবশিষ্ট আছে, আর কিছুই নাই। দ্বিতীয় মানবটি সৎকুল-সম্ভূত এবং সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত; কিন্তু অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতার সেবায় সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনিও সংসারে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই এবং সংসারে সুখশান্তি-ভোগে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

পিতা ধনবান্ না হইলে, অনেক সময় তাঁহাকে নানা কারণে ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হয়; ধনশালী হইলেও সময়-বিশেষে তাঁহার ঋণের প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে। যদি ঘটনাবশতঃ সেই ঋণ পরিশোধে পিতা অসমর্থ হন, তাহা হইলে, সেই ঋণভার হইতে পিতাকে মুক্ত করা, উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। অসঙ্গত পিতৃঋণও প্রত্যাখ্যান করা সৎপুত্রের পক্ষে কখন কর্ত্তব্য নহে। দ্বারকানাথ ঠাকুর বঙ্গ দেশের একজন সুশিক্ষিত ও সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ছিলেন। তিনি এবং রাজা রামমোহন রায়ই বঙ্গবাসীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে অবস্থান-কালে দ্বারকানাথ বাবু ব্যয়ের প্রতি কখন দৃক্‌পাত করেন নাই। সেই অপরিমিত ব্যয়জন্য তাঁহাকে বহুলক্ষ-টাকা ঋণে জড়িত হইতে হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহারই পুত্র। তাঁহাদিগের বংশমর্য্যাদানুরূপ সম্ভ্রমের সহিত চলিতে হইলে, সম্পত্তির আয়ে সেই সুবৃহৎ ঋণ পরিশোধিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং দ্বারকানাথ বাবুর জীবদ্দশায় সে ঋণ পরিশোধিত

না হইয়া, কুসীদ-সংযোগে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার পরলোক গমনের পর ঠাকুর-বংশের আত্মীয়-বন্ধুগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে পিতৃকৃত সেই অসঙ্গত ঋণ প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু মহর্ষি সেই অসঙ্গত ধর্ম্মবিরোধী উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি কুলোচিত গৌরবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সাধারণ ধনবান্ মানবের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; এবং সর্ব্বপ্রকারে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া সম্পত্তির আয় হইতেই কুসীদসহ সমগ্র পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা তাঁহার সমুন্নত পবিত্র চরিত্রের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন; এবং বঙ্গদেশের শিক্ষিত-সমাজে অদ্যাপি সমাদৃত হইতেছে, এবং চিরদিনই সমাদর লাভ করিবে। পাশ্চাত্য রাজবিধি এবং প্রথানুসারে ধর্ম্মাধিকরণে স্বকৃত ঋণ পরিশোধে অসমর্থতা জ্ঞাপন এবং উহা সপ্রমাণ করিয়া উত্তমর্ণগণকে প্রতারিত করা, এক্ষণে আমাদিগের দেশে বিরল নহে।

রোগ-শয্যায় এবং অতি-বার্দ্ধক্যে পিতা শক্তিহীন হইয়া পুত্রের আশ্রিত হন। যিনি এতদিন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এবং আত্মীয়-বন্ধু প্রভৃতি বহুমানবের ভার বহনে সমর্থ ছিলেন, এক্ষণে তিনি আপনার ভার বহনে অসমর্থ। যেরূপ সূর্য্যা-লোকবিহীন ঘোর মেঘাবৃত দিবাভাগকে সকল দেশেই দুর্দ্দিন বলে, সেইরূপ স্বাস্থ্যহীন, শক্তিহীন এবং সময় সময় সম্পূর্ণ জ্ঞান-হীন বার্দ্ধক্যকে আমাদিগের দেশে মানবের অসময় বলে।

সেই অসময়ে পুত্র এবং পুত্রবধূগণই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। সে সময় তাঁহাদিগের উপরই বার্দ্ধক্যে বিকলাঙ্গ পিতার সেবা যত্নের ভার পতিত হয়। সেই ভার কখন প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে। আমরা চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি. হিন্দু-কুল-বধূগণ বহু যত্নে এই প্রকারে বিপন্ন শ্বশুর এবং শ্বশ্রূগণের যথোচিত সেবাযত্ন করিয়া আসিতেছেন, এবং ইহাই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে সেই ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে কি না, তাহা কে বলিতে পারে? এক্ষণে প্রতীচ্য রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, অন্ধভাবেই আমাদিগের দেশের উচ্চ শ্রেণীর সুশিক্ষিত মানবগণও অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই অনুকরণ-প্রবৃত্তি ক্রমে সমাজের নিম্নস্তরেও সংক্রামিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অনুকরণ-মাত্রেই প্রথমে উচ্চস্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া, অবশেষে সমাজের নিম্নস্তরকেও সংক্রামিত করে। ইংলণ্ডপ্রভৃতি প্রতীচ্য দেশসমূহে সাধারণতঃ বিবাহিত পুত্রের সহিত পিতামাতার ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহমমতা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। অনেক সময় বিবাহিত পুত্র পিতার সহিত একত্র এক বাটীতেও অবস্থান করেন না। সেই সকল দেশে অবস্থাপন্ন গৃহীর গৃহে পীড়া উপস্থিত হইলেই, পীড়িতের সেবা-যত্নের ভার সাময়িক-বেতনভোগী সেবিকার উপর অর্পিত হয়! অনেকে পীড়ার সময় স্বাস্থ্যলাভের জন্য সাধারণ চিকিৎসালয়েও আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেতনভোগী সেবিকার সেবা বেতনের জন্য; আমাদিগের হিন্দু-কুল-বধূগণের সেবা স্বাভাবিক স্নেহ-মমতাজনিত এবং সম্পূর্ণ ধর্ম্মমূলক।

রাজকুমার রামচন্দ্র এবং দেবব্রত ভীষ্ম প্রাচীন ভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ রাজবংশ-সম্ভূত। তাঁহারা সর্ব্বগুণান্বিত, সমুন্নত-চরিত্র আদর্শ পুরুষ হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা নাই। তাঁহাদিগের সেই সমুন্নত চরিত্রের সম্যক্ অনুকরণ সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু নিতান্ত হীন-বংশ-সম্ভূত মিথিলাবাসী ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যাধের আদর্শ-চরিত্র আমাদিগের সকলেরই সর্ব্বথা অনুকরণীয়। তিনি দৈব-দোষে নীচকুলোদ্ভব হইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তির অনুসরণ করিলেও উচ্চকুলোদ্ভূত সুশিক্ষিত বহুমানবের চরিত্র-গঠনে আদর্শস্বরূপ গৃহীত হইবার যোগ্য পাত্র। বেদপারগ ধর্ম্মজ্ঞান-পিপাসু ব্রাহ্মণ-কুমার কৌশিক পতিব্রতা গৃহপত্নী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, পূত-চরিত্র ব্যাধের নিকট—পিতৃমাতৃ-সেবার যে প্রকার উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, মহাভারতের সেই অংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ধর্ম্মব্যাধ ও জনক-জননীর শুশ্রূষা।

ব্যাধ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, আপনি তাহা একবার প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন। আপনি গাত্রোত্থান করিয়া, ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক আমার পিতামাতাকে দর্শন করুন। ব্রাহ্মণ ব্যাধের বাক্যানুসারে তাঁহার সহিত সেই পরম রমণীয় চতুঃশাল-সৌধমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সৌধ সুর-সদন-

সদৃশ, দেবগণ-পূজিত, নানাবিধ আসন ও শয়নীয়ে ব্যাপ্ত এবং পরমোৎকৃষ্ট নানাবিধ গন্ধদ্রব্যে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, ব্যাধের বৃদ্ধ পিতা ও মাতা শুক্লাম্বর পরিধান ও উত্তমরূপ আহার করিয়া, পরম-পরিতুষ্ট-চিত্তে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় পিতামাতাকে অবলোকন করিবামাত্র তাঁহাদিগের পদতলে নিপতিত হইলেন। বৃদ্ধ দম্পতী নিজ তনয়কে চরণতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, 'বৎস! গাত্রোত্থান কর, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন। আমরা তোমার শৌচ সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি; অতএব তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি ইষ্টগতি, জ্ঞান ও মেধা প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি আমাদের সৎপুত্র; প্রত্যহই যথাকালে উত্তমরূপে আমাদিগের পূজা করিয়া থাক, এবং আমাদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান কর। তুমি দ্বিজাতিগণের প্রতি সতত প্রযত-চিত্ত ও একান্ত দান্ত হইয়াছ; অতএব হে পুত্র! আমার পূর্ব্ব-পিতামহগণ তোমার দম ও পিতৃপূজন সন্দর্শনে তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদের শুশ্রূষা করিতে অণুমাত্র ত্রুটি কর না। ফলতঃ তোমার মন কেবল আমাদিগের প্রতিই সতত অনুরক্ত রহিয়াছে। হে বৎস! যেমন জমদগ্নি-নন্দন পরশুরাম স্বীয় বৃদ্ধ পিতার সেবা করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ আমাদিগের শুশ্রূষা করিতেছ।'

বৃদ্ধ দম্পতীর বাক্যাবসানে ধর্ম্মব্যাধ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক

সেই ব্রাহ্মণের বিষয় তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন করিলেন। তখন তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণও প্রতিপূজন-সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে বৃদ্ধ দম্পতি! আপনাদিগের পুত্র, ভৃত্যগণ, এবং স্বীয় শরীরের ত সমস্ত মঙ্গল?' বৃদ্ধদম্পতী কহিলেন, 'হে মহাত্মন্! আমাদিগের সমুদয় মঙ্গল। আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন?' ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, 'হাঁ, নির্ব্বিঘ্নেই আগমন করিয়াছি।'

তখন ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে ভগবন্! ইঁহারা আমার পিতামাতা; ইঁহাদিগকে আমি দেবতাতুল্য মনে করি। দেবগণের উদ্দেশে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, তৎসমুদয় আমি ইঁহাদিগের সমীপেই সম্পন্ন করিয়া থাকি। যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্ব লোকের পূজনীয়, তদ্রূপ এই বৃদ্ধ-দম্পতী আমার অর্চ্চনীয়। ব্রাহ্মণগণ যেমন দেবগণের নিমিত্ত উপহার আহরণ করেন, আমিও ইঁহাদের নিমিত্ত তদ্রূপ উপহার আহরণ করিয়া থাকি। এই পিতা মাতা আমার পরম দেবতাস্বরূপ; আমি ইঁহাদিগকে নানাবিধ পুষ্প, ফল ও রত্ন দ্বারা সতত পরিতুষ্ট করিয়া থাকি। আমি এই দুইজনকে অগ্নি, যজ্ঞ, এবং চারি বেদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! আমার ভার্য্যা, পুত্র, সুহৃজ্জন এবং প্রাণ, সমুদয়ই ইঁহাদিগের সেবার নিমিত্ত আছে। আমি পুত্র-কলত্র সমভিব্যাহারে সতত ইঁহাদিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকি।

'হে দ্বিজসত্তম! আমি স্বয়ং ইঁহাদিগকে স্নান করাইয়া, পাদপ্রক্ষালন-পূর্ব্বক স্বহস্তে আহার প্রদান করিয়া থাকি। আমি সতত ইঁহাদিগের প্রতি অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করি; বিপ্রিয় বাক্য কদাচ আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি, ইঁহাদিগের প্রিয়-কর্ম্মানুষ্ঠান নিমিত্ত যদি অধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, আমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হই না।

'হে দ্বিজসত্তম! আমি পিতামাতাকে ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে সতত তাঁহাদিগের শুশ্রূষা সম্পন্ন করিয়া থাকি। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা এবং উপদেষ্টা এই পাঁচজন আমাদিগের গুরু। এই পাঁচ জনের প্রতি সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহার করিলে, প্রত্যহ অগ্নিসেবা সম্পন্ন হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! গৃহস্থব্যক্তির এইরূপ নিত্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে যতব্রত! সুশীলা পতিব্রতা আপনাকে যে পরম ধর্ম্মজ্ঞ ও গুণবান্ বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম।'

ধর্ম্মব্যাধ কহিলেন, 'হে বিপ্রবর! সেই পতিব্রতা আমার বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াই, আপনাকে আমার নিকট উপস্থিত হইতে বলিয়াছেন। আমি আপনার হিতসাধনার্থই আপনাকে এই সমুদয় প্রদর্শন করিলাম। এক্ষণে যে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি পিতামাতার অনুমতি না লইয়াই, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নার্থ

গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া, নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ জনক-জননী আপনার শোকে অন্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গৃহে গমন করুন। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; অতএব আপনি পিতামাতাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গৃহাভিমুখে গমন করুন; নতুবা আপনার সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্মই ব্যর্থ হইবে। হে ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি; আপনি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া, সত্বর জনকজননী সমীপে গমন করুন।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, তৎসমুদয়ই যথার্থ, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আমি আপনার প্রতি পরম-পরিতুষ্ট হইয়াছি।'

ব্যাধ কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রাকৃত জনগণের দুষ্প্রাপ্য সনাতন কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা দেব-প্রতিম হইয়াছেন; অতএব স্বীয় পিতামাতার সমীপে গমনপূর্ব্বক অপ্রমত্তচিত্তে তাঁহা-দিগের পূজা করুন। আমার মতে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম আমাদিগের আর কিছুই নাই।'

মাতার প্রতি কর্ত্তব্য।

আমাদিগের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, দেশান্তরে অবস্থান কালে বিদ্যাই মানবের পরম বন্ধু; স্বগৃহে মাতৃতুল্য বন্ধু আর নাই; ঔষধ পীড়িতের বন্ধু; এবং ধর্ম্ম সর্ব্বকালেই সকল মানবের বন্ধু। এই মহাজন-বাক্যের যাথার্থ্য অবিসংবাদী; কোন প্রকারেই অস্বীকার করিবার কারণ নাই। প্রতিদিন শয়ন ভোজনে স্নেহ যত্ন, এবং পীড়ার সময় প্রয়োজনানুরূপ সেবাশুশ্রূষা একমাত্র স্নেহময়ী জননী এবং পতিপরায়ণা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর নিকট আমরা লাভ করিতে পারি। সেই আশা আকাঙ্ক্ষা ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল মানব-হৃদয়েই সর্ব্বদা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেবল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসি-হৃদয় সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষার অতীত। সেইজন্য আমাদিগের শাস্ত্রকার আর একস্থানে বলিয়াছেন, 'যে সংসারী মানবের গৃহে স্নেহময়ী জননী নাই, এবং ভার্য্যা সতত অপ্রিয়ভাষিণী, তাহার পক্ষে গৃহ এবং অরণ্যে কোন পার্থক্য নাই; অরণ্যাশ্রয়ই সে মানবের শ্রেয়স্কর।'

প্রকৃতপক্ষে কেবল মানব কেন, ভগবৎ-সৃষ্ট জীবমাত্রেরই মাতৃতুল্য বন্ধু ও হিতকারিণী এজগতে আর কেহই নাই। মানবাদি জীব মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইবার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত একমাত্র মাতৃ-যত্নেই প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সে সময় মাতৃ-যত্নের অভাবে অসহায় জীব কোন

ক্রমেই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ নহে ; এবং সে যত্নও সাধারণ নহে ; সে স্নেহের তুলনা এ জগতে নাই। মানবের পিতৃস্নেহও সামান্য নহে ; কিন্তু মাতৃস্নেহের সহিত তুলনায়, তাহার সমকক্ষ হইবার যোগ্য নহে। মনুষ্যেতর জীবের শৈশবে জীবন রক্ষা, একমাত্র মাতৃস্নেহের উপরই নির্ভর করে। সাধারণ মানব-সমাজেও সন্তানের লালন-পালনপ্রভৃতি সমগ্র ভার মাতার উপরই অর্পিত থাকে। তাঁহাকে যে প্রকার বহু যত্নে সতত সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পীড়ার সময় সেবা শুশ্রূষা সম্পাদন করিতে হয়, সে প্রকার আন্তরিক স্নেহ যত্ন কখন অপরের পক্ষে সম্ভব নহে। সতত সেই আন্তরিক যত্নদ্বারাও মাতার স্বাভাবিক স্নেহ বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিতার সহিত সন্তানের সে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রায়ই হয় না। যে পিতার উপর মাতৃহীন শিশুর লালন-পালনের সমগ্রভার পতিত হয়, তাঁহাকে পিতার ন্যায় মাতার সম্পাদ্য সমস্ত কর্ত্তব্যই সম্পাদন করিতে হয়। সেই মাতৃহীন শিশুর প্রতি তাঁহার স্নেহ-মমতা সেই জন্য সাধারণ সন্তান অপেক্ষা বহুপরিমাণে অধিক হইয়া থাকে ; এবং সেই পিতা, মাতার কর্ত্তব্য কি প্রকার গুরুতর, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হন। যত্নের তারতম্যানুসারে বস্তুমাত্রের প্রতিই আমাদিগের মমতার তারতম্য লক্ষিত হয়। অযত্ন বা অল্পযত্ন-লব্ধ বস্তুর প্রতি মানবের তাদৃশ সমাদর থাকে না। গর্ভধারণ-কালেও মাতাকে বহুক্লেশ স্বীকার এবং নানাবিধ নিয়ম পালন করিতে হয়। প্রসবকাল

মাতৃগণের জীবনে একটি বিষম সঙ্কটের সময়। নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসূত না হইলে, অনেক মাতাকে তজ্জন্য জীবন-দানও করিতে হয়। পিতাকে ঐ সমস্ত ক্লেশ এবং বিপদের কখন বশবর্ত্তী হইতে হয় না।

মাতৃহীন শিশুর জন্য পিতার ন্যায়, মাতাকে অনেক সময় পিতৃহীন সন্তানের সমগ্র ভার বহন করিতে হয়। তাহার উপর অর্থাভাব থাকিলে, সে ভার গুরুতর হইয়া পড়ে; এবং তাঁহার ক্লেশের অবধি থাকে না। বহু মাতাকেই অনেক সময় সেই প্রকার বিপন্নাবস্থায় পতিত হইতে হয়। তাঁহারা সেই প্রকার অবস্থাতেও বহু ক্লেশে সন্তানগণের ভরণপোষণ এবং যথাশক্তি শিক্ষাদান সম্পাদন করিয়া থাকেন। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও মাতৃস্নেহ কখন মন্দীভূত হয় না; সে স্নেহ চিরদিন মন্দাকিনী-স্রোতের ন্যায় অবিরত সমভাবেই প্রবাহিত হইতে থাকে; সে স্নেহের বিরাম নাই,—হ্রাস নাই। সে স্নেহের সহিত পতিপরায়ণা পতিব্রতা নারীর পবিত্র পতি-প্রেমেরও তুলনা হয় না। কারণ সে স্নেহেও পরস্পরের সংসারিক সুখ ও স্বার্থ জড়িত আছে; মাতৃস্নেহ সতত নির্ম্মল ও নিঃস্বার্থ। পিতা অনেক সময়েই পুত্রের নিকট ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন; মাতৃহৃদয় সম্পূর্ণ নিরাকাঙ্ক্ষ; সে হৃদয় সন্তানের সুমঙ্গল দর্শনেই পরিতৃপ্ত। সেইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্র যাহাই বলুক, সন্তান-হৃদয়ে পিতাঅপেক্ষাও মাতা শ্রেষ্ঠতর স্থান লাভের অধিকারিণী; এবং পিতা অপেক্ষা মাতা কোন ক্রমেই অল্প

ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রী নহেন। তাঁহার প্রসন্নতা লাভ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা, সন্তান-মাত্রেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য। সেই পবিত্র কর্ত্তব্যের অসাধনে আমাদিগকে গুরুতর অকৃতজ্ঞতা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

ভীমসেন ও মাতৃভক্তি।

পাণ্ডবগণ বিশেষতঃ দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন আমাদিগের নিকট মাতৃ-ভক্তিপরায়ণ পুত্রের উৎকৃষ্ট আদর্শ। তাঁহারা বাল্যেই পিতৃহীন, এবং মাতা ভোজনন্দিনী কুন্তী দ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডু-মহিষী মাদ্রী স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তৎপুত্রদ্বয় নকুল ও সহদেব বিমাতা কুন্তী-দেবীদ্বারাই স্বীয় পুত্রের ন্যায় সযত্নে পালিত হন। জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং তৎপুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদি বাল্যাবধি পাণ্ডবদ্বেষী। পাণ্ডবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত করিয়া, সমগ্র রাজ্য আত্মসাৎ করিবার নিমিত্ত দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র এবং দুরাচার দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে বারাণাবতে গমন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। সেই স্থানে অগ্নি-সংযোগে পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য দুরাত্মাদিগের চক্রান্তে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যতুগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মাতা কুন্তী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে বারাণাবতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই

দুরাত্মাদিগের দুরভিসন্ধির বিষয় পাণ্ডবগণ অবগত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ সর্ব্বপ্রকারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া, বারাণাবতে কয়েকদিন অবস্থানের পর দূরদর্শী ধর্ম্মাত্মা বিদুরের সাহায্যে সেই স্থান হইতে রজনীযোগে পলায়ন করিলেন।

পলায়ন-কালে পাণ্ডবগণ মহাত্মা বিদুর-প্রেরিত নাবিকগণের সাহায্যে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, আত্মরক্ষার নিমিত্ত এক নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্য প্রদেশ দিবা-ভাগেও সাধারণ মানবের পক্ষে নিতান্ত দুর্গম। নিশাভাগে সেই ঘোর তিমিরাবৃত কণ্টকবৃক্ষ-সমাকুল বন্ধুর অরণ্যমধ্যে পাণ্ডবগণ অতি ক্লেশে গমন করিতে লাগিলেন। ভোজ-রাজ-নন্দিনী, পাণ্ডু-মহিষী, পাণ্ডব-মাতা কুন্তী, বাল্যে পিতৃভবনে সুখে সংবর্দ্ধিতা; যৌবনে হস্তিনা-রাজপ্রাসাদে চিরদিন রাজোচিত ভোগসুখে অভ্যস্তা; তাঁহার ন্যায় কুলকামিনীর সে প্রকার দুর্গম অরণ্যমধ্যে পদব্রজে পথ-পর্য্যটন কোনক্রমে সাধ্যায়ত্ত নহে। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই, পাণ্ডব-মাতা নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে মাতৃভক্তি-পরায়ণ ভীমসেন জননীকে স্বীয় পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া, অতি সাবধানে বহন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে অতি ক্লেশে বহুপথ অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা সেই ঘোর আরণ্য-প্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধনের ভয়ে তাঁহাদিগকে পুনরায় অপর একটি অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। সেই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে তাঁহারা পানীয় জল, এবং আহারীয় ফল মূল, কিছুই দেখিতে পাইলেন

না। পাণ্ডবমাতা কুন্তী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, মাতৃপরায়ণ ভীমসেন মাতৃদুঃখে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া, জননী কুন্তীকে পূর্ব্ববৎ পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন, এবং ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই আরণ্যপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যান্তরে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রদেশে এক বট-পাদপ-মূলে জননী এবং ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে স্থাপন করিয়া, স্বয়ং জলান্বেষণে বহির্গত হইলেন। ক্রোশদ্বয় অতিক্রম করিয়া, ভীমসেন এক সুবৃহৎ জলাশয় দেখিতে পাইলেন। সেই সরোবরে স্বয়ং অবগাহনপূর্ব্বক স্নান ও জল পান করিয়া, মাতা এবং ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত পানীয় জল উত্তরীয় বস্ত্রে সংগ্রহ করিলেন; এবং অবিলম্বে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তিনি দেখিলেন, পথ-পর্য্যটনের ক্লান্তি এবং পিপাসা-জনিত ক্লেশে কাতর হইয়া, জননী এবং ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভূমিতলে শয়ন করিয়া, নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন।

তাঁহাদিগকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, মহাবল, অমিততেজা ভীমসেন শোকাবেগে পূর্ণ হইয়া, সামান্য স্ত্রীজনের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হায়! কি পরিতাপের বিষয়! যিনি শত্রুঘাতী বসুদেবের ভগিনী, যিনি কুন্তিরাজের পুত্রী, যিনি সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্না, যিনি মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের স্নুষা, যিনি মহাত্মা পাণ্ডুর মহিষী, যিনি পাণ্ডবগণের জননী, যিনি প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রভাশালিনী, যিনি

এই সকল মহাবল সন্তান প্রসব করিয়াছেন,অদ্য সেই সুকুমারাঙ্গী মহার্হ-শয়নোচিতা কুন্তীকে ভূমিশয্যায় শয়ান দেখিতে হইল। ইহা অপেক্ষা দুঃখের এবং আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে! হা দুরাত্মন্ কুরুকুল-কলঙ্ক দুর্য্যোধন! তুই এত দিনের পর কৃতার্থ হইলি! এক্ষণে ইঁহাদিগের জাগরণের সময়; কিন্তু ইঁহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন; কি করি, আমিই জাগিয়া থাকি। ইঁহারা নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিয়া জল পান করিবেন।" এই বলিয়া, ভীমসেন তথায় অপ্রমত্তভাবে জাগরিত হইয়া রহিলেন।

এই প্রকারে পাণ্ডবগণ বারাণাবত হইতে পলায়নের পর অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে এবং রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক বহু পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে একচক্রানগরে এক ব্রাহ্মণালয়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। পথপর্য্যটন-কালে জননীর ক্লেশ যথাসম্ভব হ্রাস করিবার নিমিত্ত ভীমসেন জননীকে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া গমন করিতেন।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

পতি-পত্নী-সম্বন্ধ-স্থাপনই মানবের সংসার-বন্ধনের মূল। পত্নী হইতেই পুত্রকন্যা উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ সেই বন্ধনকে দৃঢ়তর করে। সংসার-লিপ্ত মানব সুখের আশায় ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সেই জন্য শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, আবাস-গৃহমাত্র সংসারী মানবের গৃহ নহে; গৃহিণীই প্রকৃত

গৃহ *। সংসার সুখাভিলাষী মানবের গৃহিণীহীন গৃহে কোন সুখই সম্ভব নহে। সংসার-সুখাভিলাষশূন্য সংসারনির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর গৃহ এবং গৃহিণী কোনটিরই প্রয়োজন হয় না। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, সংসারী মানবের জীবনের সমগ্র সুখ একমাত্র স্ত্রীর উপরই নির্ভর করে; সুতরাং সংসারমধ্যে স্ত্রীর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। স্বামী যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত পত্নীর সমগ্রভার স্বীয়স্কন্ধে গ্রহণ করেন, তাঁহার সেই সঙ্গত সুখাভিলাষ যথাশক্তি পূর্ণ করা পত্নীর অবশ্যকর্ত্তব্য। স্বামীর সেই ধর্ম্মসম্মত অভিলাষ-পূরণে পত্নীও স্বার্থশূন্য নহেন। তিনিও সেই পুরুষের সহিত যে সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাই তাঁহারও সংসার-সুখ লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহার সমগ্র সুখশান্তিই স্বামীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সাধ্বী অসাধ্বী কোন স্ত্রীই স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া, কখন সুখী হইতে পারেন না। সেই ধর্ম্মানুমোদিত নির্ম্মল স্বার্থও কোন স্ত্রীর বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

তাহার উপর স্বামী স্ত্রীর আশ্রয়দাতা। হিন্দুধর্ম্মে এবং হিন্দু সমাজে কোন কালেই স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য বিহিত হয় নাই। তাঁহাদিগকে শৈশবে ও বাল্যে পিতার, বিবাহিত জীবনে পতির, এবং বৈধব্যে উপযুক্ত পুত্রের আশ্রিত হইয়া, জীবন অতিবাহিত

ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। অপিচ

*সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা, সা ভার্য্যা, যা প্রিয়ংবদা।

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥

করিতে হয়। হিন্দু-সমাজের চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহারা সমর্থ হইলেও, স্বীয় জীবিকা অর্জ্জনে অশক্ত। তাঁহার ভরণ-পোষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান জন্য স্বামী সতত সযত্ন থাকেন ; এই নিয়মের ব্যতিক্রম কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সংসারে সকল স্বামী সমান ভাগ্যবান্ এবং সমান উপার্জ্জনক্ষম নহেন। সেইজন্য সকল স্ত্রীও সমান সুখস্বাচ্ছন্দ্য-লাভ কখন আশা করিতে পারেন না ; এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তারতম্যানুসারেও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য-সাধনের তারতম্য হইতে পারে না। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, স্বামীর প্রতি যথাশক্তি কর্ত্তব্যসাধনই স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমাদিগের শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, কার্য্য-সম্পাদন দ্বারা ভৃত্যের প্রভুভক্তি, বিপদাপদের সময় আত্মীয়-বন্ধুর এবং অর্থাভাব-কালে পত্নীর পতিপরায়ণতা পরীক্ষিত হইয়া থাকে। পারিবারিক-কর্ত্তব্যে আমরা পতিব্রতা গৃহস্থ পত্নীর পতিসেবা, এবং রাজ্যভ্রষ্ট পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে বাস-কালে রাজনন্দিনী রাজমহিষী যাজ্ঞসেনীর স্বামিভক্তি এবং স্বহস্তে সমগ্র গার্হস্থ্য কার্য্য পরিচালনা বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে হিন্দুর কেন, সমগ্র জগতের আদর্শনারী জনক-রাজনন্দিনী সীতা রামচন্দ্রের বন-গমন-কালে, এবং বিদর্ভ-রাজকুমারী দময়ন্তী ভ্রষ্টরাজ্য নিষধাধিপতি নলের বিপন্নাবস্থায় স্ব স্ব স্বামীর প্রতি কি প্রকার আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা রামায়ণ এবং মহাভারত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সীতা।

"সেই প্রিয়বচন-পাত্রী প্রিয়বাদিনী বিদেহ-রাজনন্দিনী সীতা পতির নিকট সেই প্রকার সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, কোপ-সমন্বিতা হইলেন; এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; "নরবরোত্তম! তুমি আমাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া, কি প্রকার কথা বলিলে? তোমার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে। নৃপ! তুমি যাহা বলিলে, অস্ত্র-শস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রদিগের পক্ষে সে প্রকার বাক্য প্রয়োগকরা নিতান্ত অযশস্কর ও অনুচিত; সে প্রকার বাক্য কখন শ্রবণযোগ্যও নহে। আর্য্যপুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ, ইঁহারা স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষশ্রেষ্ঠ! কেবল নারীগণই ভর্ত্তার ভাগ্যানুসারে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন; অতএব আমিও বনবাসার্থ আদিষ্ট হইয়াছি। নারীর ইহকালে এবং পরকালে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পতিই একমাত্র গতি; কোন কালেই আত্মা, পিতা মাতা,পুত্র, কি সখীজন, কেহই তাঁহাদিগের আশ্রয় নহেন। রঘু-নন্দন! যদি তুমি এই ক্ষণেই দুর্গম কাননে গমন কর,তাহা হইলে, আমিও কুশ-কণ্টকসকল মর্দ্দন করিতে করিতে,তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। বীর! আমাতে কিছুমাত্র পাপ নাই; তুমি রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্ক হইয়া, বৃহৎ কান্তারগামী ব্যক্তির পানাবশিষ্ট জল-গ্রহণের ন্যায় আমাকে গ্রহণ কর। স্বামী সদবস্থ বা দুরবস্থ হউন,তাঁহার পদতলে অবস্থান করাই নারীর পার্থিব ও

স্বর্গীয় সুখজনক সমগ্রবস্তু এবং অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি অপেক্ষাও সমধিক সুখপ্রদ। স্বামীর প্রতি আমার যে প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা মাতা পিতা আমাকে যথাশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন; এক্ষণে তোমার আর আমাকে তদ্বিষয়ে কোন প্রকার উপদেশ প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। আমি নিশ্চয়ই তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনুষ্যগণ-বর্জ্জিত, মৃগগণ-সমাকুল, শার্দ্দূলসমূহ সেবিত দুর্গমবনে গমন করিব। আমি ত্রৈলোক্য-বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পতিব্রতা-ব্রত চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, অরণ্যমধ্যেও পিতৃগৃহের ন্যায় সুখে অবস্থান করিব। বীর! আমি নিয়মপূর্ব্বক তপস্যা এবং তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া, তোমার সহিত মধুগন্ধে সুবাসিত বনসমূহে ভ্রমণ করিব। সম্মানপ্রদ! তুমি অরণ্যে অবস্থান করিয়াও সমুদয় জীবের প্রতিপালনে সমর্থ। সুতরাং আমাকে যে প্রতিপালন করিতে পারিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? মহাভাগ! আমি অদ্যই তোমার সহিত বনে গমন করিব। বন-গমনে আমার একান্ত উদ্যম হইয়াছে; সুতরাং তুমি আমাকে কোন ক্রমেই সেই উদ্যম হইতে ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। আমি ফল ও মূল ভোজন করিয়াই, তোমার সহিত বনে বাস করিব; আমার জন্য তোমাকে কোন প্রকার ক্লেশ পাইতে হইবে না। আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব; এবং তোমার আহারের পর ভোজন করিব। ধীমন্! আমি তোমার নিকট অবস্থিতি করিয়া ভয়বিহীনা হইয়া, শৈল, সরিৎ, সরোবর এবং পল্বলসকল দর্শন করিব। বীর! আমি

তোমার সহিত মিলিত ও সুখ-সমন্বিত হইয়া, হংস-কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ, মনোহর পদ্মপুষ্প-শোভিত সরোবরসকল দেখিতে ইচ্ছা করি। বিশাল-লোচন! আমি তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া, সেই সকল সরোবরে স্নান করিব। রঘুনন্দন! এইরূপে তোমার সহিত শত বা সহস্র বৎসরকাল বনে বাসকরিতেও আমি কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিব না। কিন্তু তোমা ব্যতিরেকে স্বর্গও আমার বাঞ্ছিত হইবে না। নরব্যাঘ্র! তোমার সঙ্গরহিত হইয়া, স্বর্গেও যদি আমাকে বাস করিতে হয়, তাহাতেও আমার অভিরুচি হইবে না। আমি তোমার আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া, বানর, হস্তী ও মৃগগণ পরিব্যাপ্ত দুর্গমবনে গমন করিব; এবং সেই স্থানে তোমার চরণ সেবা করিয়া পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যেরূপ সুখে বাস করিতাম, সেইরূপ সুখে অবস্থিতি করিব।"

দময়ন্তী।

"নিষধরাজ নল বিপুল রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র বসনধারী হইয়া, অনাবৃত-শরীরে রাজপুর হইতে নির্গমন করিলেন। তাঁহার তাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া, বন্ধুগণের শোক-সাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। দময়ন্তীও একমাত্র বসন ধারণ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। নিষধপতি দময়ন্তী-সমভিব্যাহারে পুরপ্রান্তে তিন দিবস অতিবাহিত করিলেন। পুষ্কর নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়াদিলেন, যে ব্যক্তি

নলের পক্ষ অবলম্বন করিবে, আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব। পুরবাসিগণ পুষ্করের সেই প্রকার দ্বেষ দর্শন করিয়া, ভীতিপ্রযুক্ত রাজ-সৎকারে বিরত হইল। সুতরাং তিন দিবস নগরোপান্তে তিনি কেবল জলপানদ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ক্ষুৎপিপাসায় অতিমাত্র কাতর হইয়া, তিনি প্রত্যহ ফল-মূল আহরণজন্য নির্গত হইতেন; দময়ন্তীও তাঁহার অনুগামিনী হইতেন।

"সেই প্রকার অবস্থায় বহুদিবস অতীত হইলে, একদা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এমন সময় কতকগুলি সুবর্ণচ্ছদ পক্ষী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তদ্দর্শনে নিষধাধিপতি চিন্তা করিলেন, অদ্য ভাগ্যক্রমে আমার ভক্ষ্য দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে সম্পত্তি লাভও হইল। তিনি স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র-দ্বারা পক্ষীদিগকে আবরণ করিলে, তাহারা সেই বস্ত্র লইয়া, আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। তখন আকাশ-প্রস্থিত শকুন্তগণ রাজাকে দিগম্বর, দীনহীন এবং অধোমুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "হে অবোধ বীরসেন সুত! আমরা সেই অক্ষ, তুমি সবস্ত্রে প্রস্থান করিতেছ দেখিয়া, অসহমান হইয়া, তোমার বস্ত্রখানি হরণ করিবার মানসে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়াছিলাম।" অনন্তর রাজা নল দময়ন্তী-সমীপে গমন করিয়া, আপনার দুরবস্থার বিষয় সমস্ত বর্ণনা করিলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার চেতনা সাতিশয় দশাবৈষম্যবশতঃ দুঃখে বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। আমি তোমার ভর্ত্তা, অধুনা আমার নিকট তোমার হিতকর-বাক্য শ্রবণ কর।

"এই বহুসংখ্যক পন্থা অবন্তীনগর ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, দক্ষিণাপথ অভিমুখে গমন করিয়াছে। এই গিরিবর বিন্ধ্যাচল, এই সমুদ্রগামী পয়োষ্ণী নদী প্রবাহিত হইতেছে; এবং বিবিধ ফলমূলে পরিপূর্ণ মহর্ষিগণের আশ্রমসকল পরিদৃশ্যমান হইতেছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া, বিদর্ভদেশে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; এবং এই পথ কোশলায় গমন করিয়াছে। ইহার দক্ষিণভাগস্থিত দেশকে দক্ষিণাপথ বলে। রাজা সমাহিত হইয়া, অতি দুঃখিত-মনে দময়ন্তীকে উদ্দেশ করিয়া, পুনঃপুনঃ এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন।

"অনন্তর দময়ন্তী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া, বাষ্পাকুল-লোচনে কাতর-বচনে রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনার সঙ্কল্প বারংবার চিন্তা করিয়া, আমার হৃদয় ব্যাকুল এবং শরীর অবসন্ন হইতেছে। রাজ্য, সমগ্র ধন-সম্পত্তি, এবং বস্ত্রপর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে; তুমি নিতান্ত শ্রান্ত এবং ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়া চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছ। ঈদৃশ অবস্থায় তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, আমি কি প্রকারে গমন করিব? যখন তুমি জনশূন্য অরণ্যমধ্যে শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত এবং ভূতপূর্ব্ব সুখচিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইবে, তখন আমি তোমার ক্লেশ নিবারণ করিব। হে জীবিতনাথ! আমি সত্য কহিতেছি, শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখে ভার্য্যাই মানবের মহৌষধস্বরূপ; ভার্য্যাসম ঔষধ আর কিছুই নাই।"

রাজার প্রতি কর্ত্তব্য।

যেরূপ কর্ণধার-বিহীন ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনও তরণীই গন্তব্য-পথে সহজে গমন করিতে পারে না, এবং প্রতিক্ষণেই বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় পতিত হয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন দেশও রাজহীন হইয়া, সুশৃঙ্খলে এবং নিরাপদে থাকিতে পারে না। রাজহীন দেশকেই অরাজক-রাজ্য বলে। অরাজক রাজ্যে প্রজাপুঞ্জ নির্ব্বিঘ্নে, সুখ-শান্তিতে, জীবন অতিবাহিত করিতে পারেনা ; সর্ব্বদাই বিপদের আশঙ্কা উচ্চ নীচ প্রজাকুলকে সতত ব্যাকুল করে। বহিঃশত্রু সে প্রকার দেশ সহজেই আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ। জগতে ধর্ম্মজ্ঞানহীন, পররাজ্য-লোলুপ সে প্রকার শত্রু সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ; এবং সতত পররাজ্যাপহরণের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। দেশমধ্যেও বিপদের যথেষ্ট কারণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। অরাজকতার সুবিধা পাইয়া,দস্যু-তস্করাদি দুর্ব্বৃত্তগণ সতত পর-পীড়নের সুযোগ লাভ করে। সে প্রকার দেশে ধনীর ধন, মানীর মান, এমন কি, স্ত্রীজাতির সতীত্বরত্ন, এবং নিরীহ, নিষ্পাপ মানবের জীবনও নিরাপদ নহে।

সেই জন্যই রাজার প্রয়োজন ; এবং দেশমধ্যে নরপালের শ্রেষ্ঠতম এবং দেবোচিত সম্মান-সমাদর। হিন্দুগণ রাজদেহে দেবাবির্ভাবই স্বীকার করিয়া থাকেন ; এবং তাঁহাকে তদনুরূপ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুশাস্ত্রে কথিত

হইয়াছে, যে দেশে পরোপকার-সমর্থ ধনবান্ মানব, ধর্ম্মোপদেশ প্রদানক্ষম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, প্রজার ধন-প্রাণ-রক্ষক রাজা, সুপেয় সলিলপূর্ণা স্রোতস্বিনী, এবং পীড়ার সময় জীবন-রক্ষক সুচিকিৎসক নাই, সে স্থানে কদাপি বাসকরা কর্ত্তব্য নহে। সমগ্র-দেশবাসী প্রজাপুঞ্জ একটি সুবৃহৎ পরিবার; নরপাল সেই সুবিশাল পরিবারের আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। সেইজন্য রাজাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার-পোষক এবং আশ্রয়দাতা পিতার ন্যায় হিন্দুর নিকট সতত সুপূজ্য; তাঁহারা বলিতেন, "মহতী দেবতাহেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"।

দেশ-রক্ষার জন্য যেমন রাজার প্রয়োজন, সেইরূপ দেশরক্ষা-সমর্থ, পরাক্রান্ত, শক্তিশালী, ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজাপালন-তৎপর রাজা না হইলেও, সেই উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইতে পারে না। হিন্দুর বহুকালের বাসভূমি ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ-বিশেষ। এ প্রকার বিশাল জনপদ ধরাপৃষ্ঠে অধিক নাই। বহুদিন হইতেই সেই জন্য ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ন্যায় শাসিত হইত। কখন কখন কোন পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী সমগ্র অথবা অধিকাংশ দেশ স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতেন। অধিকাংশ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকায়, ভারতবর্ষ অনেক সময় বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। যেরূপ উন্নতিকালে মানবের ও মানব-সমাজের তৎকালোচিত ধর্ম্মানুরাগ, দয়া, পরোপকার, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাপ্রভৃতি মানবোচিত সদ্গুণসমূহ মানবহৃদয়কে

সমলঙ্কৃত করে, সেইরূপ অবনতিকালে সদ্‌গুণের পরিবর্ত্তে নানাবিধ নিকৃষ্টবৃত্তি সে হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া, কলঙ্কিত করে। হিন্দুজাতির অবনতি-কালেই সেই সকল বৈদেশিক আক্রমণ প্রবলতর আকার ধারণ করিয়া, ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশ বহুবার বিধ্বস্ত করিয়া, সময় সময় বহুবিস্তৃত জনপদ শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করিয়াছে। সেই সকল দুর্দ্দৈবে উচ্চ নীচ বহু হিন্দু নরনারী চিরদিনের জন্য স্বাধীনতা রত্নে বঞ্চিত হইয়া, বৈদেশিকের ক্রীত-দাস-দাসীরূপে বহু কষ্টে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। সেই সকল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতেই ভারতে বৈদেশিক-রাজ্য-স্থাপনের উৎপত্তি। ভারতে ইন্দ্রপ্রস্থপতি পাণ্ডব-কুলতিলক রাজা পরীক্ষিৎ অকারণে ক্রোধপরবশ হইয়া, নিরপরাধ মুনির প্রতি কি প্রকার আচরণ করিয়াছিলেন, এবং সদাশয় তপস্বী তাঁহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আমরা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"জনমেজয় কহিলেন, 'মদীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের বিচিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই বংশে এ প্রকার কোন রাজা ছিলেন না, যিনি প্রজাবর্গের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেন না। অতএব আমার পিতা তথাবিধ নরপতি হইয়াও, কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি।' মন্ত্রিগণ কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার পিতা পাণ্ডুরাজের ন্যায় অসাধারণ ধনুর্দ্ধর এবং মৃগয়া-তৎপর ছিলেন। একদা তিনি

মৃগয়ার্থ অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক শাণিত-শর দ্বারা একটি মৃগকে বিদ্ধ করিয়া, তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু পলায়নপর মৃগের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তৎকালে তিনি ষষ্টি-বর্ষ-বয়স্ক এবং অতি-জীর্ণ-কলেবর হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত অল্পকালের মধ্যেই পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। অরণ্যমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি এক তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন।

'ঐ মুনি মৌন ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক একতানমনে ধ্যান করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, মৃগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কিছুই প্রত্যুত্তর দান করিলেন না। রাজা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ছিলেন, মুনিকে প্রত্যুত্তর দানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন ; এবং তাঁহাকে প্রতিবোধিত না করিয়া, রোষাবেশ-প্রকাশপূর্ব্বক ধনুষ্কোটিদ্বারা ধরাতল হইতে একটি মৃতসর্প উদ্ধৃত করিয়া, সেই শুদ্ধচিত্ত মুনির স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি মুনি অক্ষুব্ধচিত্তে স্কন্ধে মৃতসর্প ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অতঃপর রাজা পরীক্ষিৎ স্বনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

'উক্ত ঋষির মহাবীর্য্য সম্পন্ন অতি-কোপন-স্বভাব শৃঙ্গী নামে একটি পুত্র ছিলেন। ঋষি-কুমার প্রজাপতির আরাধনানন্তর তদীয় অনুমতি গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মলোক হইতে ভূলোকে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সখাসন্নিধানে স্বীয় জনকের অপমান-বৃত্তান্ত শ্রবণ

করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন—বয়স্য! তোমার পিতা একাগ্রচিত্তে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন; সেই অবসরে রাজা পরীক্ষিৎ আগমন করিয়া, অকারণে তাঁহার স্কন্ধদেশে এক মৃতসর্প নিক্ষেপ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। মহারাজ! শৃঙ্গী অল্পবয়স্ক হইয়াও, প্রাচীনপ্রায় ছিলেন। তিনি সখামুখে জনকের ঐরূপ অপমান-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া, সেইস্থানে আগমন পূর্ব্বক আপনার পিতাকে এই অভিসম্পাত করিলেন; 'যে ব্যক্তি নিরপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প নিক্ষেপ করিয়াছে, দুর্ব্বিসহ-বীর্য্য-সম্পন্ন নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তাহের মধ্যে সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিবে।' ঋষিকুমার এই প্রকার অভিসম্পাত প্রদান করিয়া সখাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, 'বয়স্য! অদ্য আমার তপঃ-প্রভাব দর্শন কর।' অতঃপর শৃঙ্গী পিতার নিকট গমন করিয়া, স্বদত্ত শাপ-বৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন।

'তখন সেই সদাশয় তপস্বী অনন্যোপায় হইয়া, সুশীল, গুণ-সম্পন্ন স্বীয় শিষ্য গৌরমুখকে সেই বৃত্তান্ত জ্ঞাপনজন্য আপনার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন। মুনি, শিষ্য-দ্বারা রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমার পুত্র আপনাকে অভিশাপ দিয়াছে; নাগরাজ তক্ষক আসিয়া, সপ্তাহের মধ্যে স্বীয় প্রভাব দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিবে। অতএব হে মহারাজ! আপনি অদ্যাবধি সাবধান হউন।' গৌরমুখ রাজসমীপে উপনীত হইয়া, বিশ্রামান্তে ঋষিবাক্য আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। হে

মহারাজ! আপনার পিতা সেই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তক্ষকের ভয়ে সতত সাবধানে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

আশ্রয়-দাতার প্রতি কর্ত্তব্য।

জগতে মানব এবং সমগ্রজীব ভগবদ্-বিহিত ভাগ্যের অধীন; এবং সেই ভাগ্য অতিক্রম করিবার শক্তি কোন জীবেরই নাই। সুতরাং জীবনের অধিকাংশ ঘটনাবলির উপর তাহার কিছুমাত্র প্রাধান্য নাই। বিপদ এ সংসারে জীবের নিত্য-সহচর; সম্পদের সুখ জগতে অধিকাংশ মানবের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। যাঁহারা সম্পন্ন অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন, অথবা ভাগ্যবলে সম্পদ লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন; এবং সেই বিপদ কোন্ সময় কিরূপভাবে উপস্থিত হইবে; এবং তদ্দারা তাঁহাকে কিপ্রকার অবস্থায় পতিত হইতে হইবে; তাহাও তাঁহার জানিবার শক্তি নাই। অযোধ্যাপতি দশরথের প্রিয়তম পুত্র রামচন্দ্র কখন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই যে, তাঁহাকে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, সুদূর দক্ষিণাপথের শ্বাপদ ও রাক্ষস-সমাকুল ঘোর অরণ্যানীমধ্যে চতুর্দ্দশ-বৎসর-কাল ঘোর ক্লেশে অতিবাহিত করিতে হইবে; সেই অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে জীবন-সহচরী সীতার ন্যায় পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে সে প্রকার ভাবে হারাইতে হইবে, এবং তাঁহার জীবন চিরদিনের জন্য ঘোর

দুঃখময় হইয়া উঠিবে। হিন্দুর আদর্শ নরপতি, মহাপ্রাজ্ঞ ইন্দ্রপ্রস্থ-পতি যুধিষ্ঠির কখন চিন্তা করেন নাই যে, তাঁহার অপরিণাম-দর্শিতার ফলে কৌরব-সভা-মধ্যে দ্রুপদরাজ-নন্দিনী, পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদীর প্রতি সেই অচিন্তনীয়, অমানুষিক অত্যাচার এবং অবমাননা ভীমার্জ্জুন-সহায়, মহাবল পাণ্ডবগণকে স্বচক্ষে দর্শন করিতে হইবে। অঙ্গাধিপতি বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ মাতৃগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়াই বিপন্ন; অথবা বিপন্ন হইয়াই, তিনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিশাল-রাজকুল-সম্ভূত, রাজোচিত সর্ব্ববিধ সুখসৌভাগ্য-ভোগে চিরাভ্যস্ত, সর্ব্বথা সমুন্নত মানবগণের ভাগ্যেই যখন এই প্রকার অভাবনীয় দুর্দ্দৈব সতত উপস্থিত হইতেছে, তখন হীনাবস্থ সাধারণ মানবের দুর্দ্দৈবের সীমা কোথায়? মানবের সেই দুর্দ্দৈব হইতে সমুদ্ধারের উপায় একমাত্র জগদীশ্বর হইলেও; মানবই তাহার নিমিত্ত। তিনি স্বয়ং স্বহস্তে কোন কার্য্যই সম্পাদন করেন না। যে মানব ভগবৎ-প্রেরিত হইয়া, সেই বিপদের সময় আমাদিকে আশ্রয়-দান-দ্বারা বিপদ্‌মুক্ত করেন, তাঁহার ন্যায় বন্ধু এজগতে আর কেহ নাই। তাঁহার দত্ত উপকার-ঋণ অপরিশোধনীয় হইলেও, আমাদিগকে সাধ্যানুসারে উহা পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; এবং সতত সেই মানবের কৃত উপকার স্মরণ করিয়া, কৃতজ্ঞতাধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। তাহার ব্যতিক্রম করিলে, আমাদিগকে ঘোর অকৃতজ্ঞতা-জনিত অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। এই কারণে বিপদে আশ্রয়-দাতার

প্রতি আমাদিগের অবশ্য-সম্পাদ্য যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্য-সাধন মানব-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; এবং কোন প্রকারেই উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে।

ভীষ্ম ও দ্রোণ।

বীর-প্রসবিনী ভারত-ভূমিতে আর্য্য বীর বৃন্দের আদর্শ, কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে সুবিশাল কুরুসেনার শ্রেষ্ঠ নেতা, কৌরব-পিতামহ ভীষ্ম' কুরুপাণ্ডবের শস্ত্রাচার্য্য মহারথ দ্রোণ, এবং কৌরব-সভার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিদ্ মহামতি বিদুর সাংসারিক ঘটনাচক্রে ও ভাগ্যদোষে পরাশ্রিত হইয়াছিলেন। সেই মহাপুরুষগণকে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে জীবনের অধিকাংশ ভাগ অতিবাহিত করিতে হইয়াছে; এবং অবশেষে ভীষ্ম ও দ্রোণ সেই আশ্রয়দাতার উপকার-ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য অবিচলিত-চিত্তে জীবনদান করিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও, জন্মান্ধতাবশতঃ পিতৃরাজ্যে শাস্ত্রানুসারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; এবং কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডু রাজপদে অভিষিক্ত হইলেও, জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রই পিতামহ ভীষ্ম এবং মহামতি বিদুরের সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালিত করিতেন। পাণ্ডু কখন কৌরবসেনা-সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ে, কখন স্ত্রীগণ সঙ্গে লইয়া,

রমণীয় আরণ্যপ্রদেশ-ভ্রমণে জীবন অতিবাহিত করিতেন। তিনি দীর্ঘ জীবনও লাভ করিতে পারেন নাই। এই প্রকারে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জীবদ্দশাতেই কৌরবরাজ্য করায়ত্ত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন; এবং পাণ্ডুর পরলোক-গমনের সময় তৎপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের শৈশবকাল। সুতরাং পাণ্ডবগণ, এবং ভীষ্ম ও বিদুরকে তৎকাল হইতে ধৃতরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ-আশ্রিতরূপে হস্তিনার রাজপ্রাসাদে বাস করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী সংসার-নির্লিপ্ত মহারথ ভীষ্ম বহুদিন সমগ্র কুরুকুলের আশ্রয়দাতা এবং সুবিশাল কৌরব-রাজ্যের রক্ষকরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই মহামতি ভীষ্ম অনন্যোপায় মানবের ন্যায় অপরের আশ্রিত।

পাণ্ডুর পরলোকগমনের পর সমগ্র কৌরবরাজ্য ধৃতরাষ্ট্রের করায়ত্ত দর্শন করিয়া, কৌরব-পিতামহ মহাত্মা ভীষ্ম এবং ধর্ম্মাত্মা মহামতি বিদুর বুঝিয়াছিলেন, দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অধর্ম্ম-বুদ্ধি-পরিচালিত দুরাকাঙ্ক্ষা নিবারণের শক্তি তাঁহাদিগের আর নাই। এক্ষণে জীবিকার জন্য তাঁহারাও দুরাত্ম-গণের সম্পূর্ণ বশীভূত। সেই প্রকার অবস্থায় পতিত হইলেও, তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, নিরপরাধ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের যথাশক্তি উপকার সাধন করিবেন; এবং যাহাতে সমগ্র কুরুকুল সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, সে জন্যও চেষ্টা করিবেন। সেই নীতি অবলম্বন করিয়াই, তাঁহারা অবশিষ্ট

জীবন যাপন করিয়াছিলেন। যৎকালে ধৃতরাষ্ট্র প্রাপ্তযৌবন পাণ্ডব-কুমারগণের সর্ব্ববিধ সমুন্নতি এবং অসামান্য বল-বীর্য্যের পরিচয় লাভ করিয়া, রাজ্য-নাশ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি কি প্রকার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা মহাভারত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহীপাল ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুপুত্রগণকে বলমদোন্মাদিত দেখিয়া, অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ, নীতিনিপুণ মন্ত্রিবর কণিককে আহ্বান করিয়া কহিলেন; হে দ্বিজোত্তম! পাণ্ডবেরা নিত্য-উৎসিক্ত; এই নিমিত্ত আমি সাতিশয় অসূয়া-পরবশ হইয়াছি। অতএব তাহাদিগের সহিত সন্ধি-বিগ্রহের অন্যতর কি ব্যবহার করিব? তুমি নিশ্চয় করিয়া বল; আমি তোমার কথার অন্যথাচরণ করিব না। নীতি-শাস্ত্র-বিশারদ, মন্ত্রিবর কণিক ভূপালের আদেশ পাইয়া, নীতি-শাস্ত্রানুসারে কহিলেন, মহারাজ! আমি যাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কিন্তু মহারাজ! আমার বাক্য নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও, রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন না। ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া, কণিক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং তদবধি ধৃতরাষ্ট্রও নিতান্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর সুবলনন্দন শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ দুষ্ট-মন্ত্রণা করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিল। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহারা কুন্তী এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে দগ্ধ করিয়া

বধ করিতে মনস্থ করিল। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ও ইঙ্গিতদ্বারা ঐ পামরগণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।”

ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন।

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু বৎস! এই অভিপ্রায় নিতান্ত পাপপূর্ণ বলিয়া, আমি এতাবৎকাল প্রকাশ করিতে পারি নাই। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং কৃপ, ইঁহারাও কেহ পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনে কদাচ সম্মত হইবেন না। ধর্ম্মশীল কুরু-বংশীয়গণ সকলেই আমাদিগকে এবং পাণ্ডবগণকে সমান-চক্ষে দর্শন করেন। পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিলে, তাঁহারা কখনই সহ্য করিবেন না। অতএব যদি আমরা নিরপরাধে পাণ্ডবগণকে তাহাদিগের পৈতৃকরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করি, তাহা হইলে, মনস্বী কৌরবগণ এবং ভীষ্মাদি ধর্ম্মাত্মারা কেনই আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন?”

“দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! পিতামহ ভীষ্ম আমাদিগের উভয়ের প্রতিই সমপক্ষপাতী। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার অনুগত; সুতরাং দ্রোণাচার্য্যও পুত্রের বিপক্ষ হইতে না পারিয়া, আমারই পক্ষাবলম্বী হইবেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য স্বীয় ভগিনী-পতি দ্রোণ এবং ভাগিনেয় অশ্বত্থামাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে

পারিবেন না; সুতরাং তিনিও আমার পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ক্ষত্তা বিদুর আমাদিগের অর্থবদ্ধ; কিন্তু বিপক্ষেরা গোপনে তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে। যাহাহউক, তিনি একাকী কখনই আমাদিগের অনিষ্টসাধন করিতে পরিবেন না। অতএব মহাশয়! যাহাতে পাণ্ডুনন্দনগণ মাতৃ-সমভিব্যাহারে অদ্যই বারণাবত-নগরে গমন করে, নিঃশঙ্কচিত্তে শীঘ্র তাহার উপায় করুন।"

দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত হইয়া, অসহায় পাণ্ডবগণ হস্তিনা-নগরী পরিত্যাগপূর্ব্বক বারণাবতে গমনজন্য বহির্গত হইলেন। তাঁহাদিগের অনুসরণকারী পৌরবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মাত্মা মহামতি বিদুর সঙ্কেত-দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্য্যোধন-কৃত মন্ত্রণা প্রকাশ করিলেন; এবং পাণ্ডবজ্যেষ্ঠও "বুঝিলাম" এই উত্তর প্রদান করিলেন। তাঁহারা বারণাবতে উপস্থিত হইয়া, সমস্ত ঘটনাই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। পাণ্ডবগণ বিদুরের পরামর্শানুসারে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া, বাস করিতে লাগিলেন; এবং সেই স্থান হইতে পলায়নকালে কোন্ পথে, কি প্রকারে গমন করিতে হইবে, সর্ব্বদা তদনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতেন। ইতিমধ্যে বিদুর-প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত খনক তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিয়া, যতুগৃহমধ্যে একটি মহাগর্ত্ত এবং বহির্গমনের জন্য একটি প্রশস্ত গহ্বর প্রস্তুত করিল। তাঁহারা মাতার সহিত রাত্রিকালে সেই গর্ত্তমধ্যে অবস্থান করিতেন। অবশেষে পাণ্ডবগণ একদিন রাত্রিযোগে দুর্য্যোধন-বন্ধু পুরোচন-নির্ম্মিত যতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া, সেই গহ্বরদ্বার দিয়া,

ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানেও বিদুর-প্রেরিত নাবিক বিদুর-নির্ম্মিত তরণী লইয়া, পাণ্ডবগণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিল। পাণ্ডবগণ সেই তরণী-সাহায্যে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, অপরতীরবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পলায়ন করিয়াছিলেন।

তাঁহারা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণকরিয়া বহু অরণ্যানী জনপদ ও নগর অতিক্রম করিয়া, অবশেষে একচক্রা-নগরে এক ব্রাহ্মণালয়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থানের পর তাঁহারা পাঞ্চাল-রাজকুমারী যাজ্ঞসেনীর স্বয়ংবর-সংবাদ অবগত হইয়া, পাঞ্চাল-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর সব্যসাচী অর্জ্জুন পাঞ্চাল-রাজের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া, দ্রৌপদীকে লাভ করিলে, পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ বারণাবতে যতুগৃহ-দাহে বিনাশ প্রাপ্ত না হইয়া, জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন শ্রবণ করিয়া, বন্ধুগণ-হৃদয়ে যে প্রকার আনন্দের উদয় হইয়াছিল, পাপাত্মা দুর্য্যোধনাদির হৃদয় সেই প্রকার ঘোর বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। তখন দুরাত্মগণ তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণজন্য পুনরায় উপায়োদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল। দুর্য্যোধন যে সকল ধর্ম্মবিগর্হিত কুটিল নীতি অবলম্বন করিয়া, পাণ্ডবগণের বধোপায় নির্দ্দেশ করিলেন, কর্ণ সে সকলের অনুমোদন করিলেন না। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণ এবং পাঞ্চালাদি স্বপক্ষীয় নরপতিগণের সাহায্যে প্রবল-শক্তিশালী হইবার

পূর্ব্বেই, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিয়া, কৌরব-রাজ্য নিষ্কণ্টক করাই পরামর্শ সিদ্ধ, কর্ণ এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিলেন।

"রাধেয় বচন শ্রবণানন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, হে কৃতাস্ত্র, মহাপ্রাজ্ঞ সূতনন্দন। ঈদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগকরা তোমার উপযুক্ত বটে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং তোমরা দুই জনে পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া, যাহা আমাদিগের শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়, তাহাই কর।" অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রীদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, "পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করা আমার নিতান্ত অনভিমত। আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই তুল্য। গান্ধারীতনয়দিগের সহিত আমার যেরূপ সম্বন্ধ, কুন্তীপুত্রদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। হে ধৃতরাষ্ট্র! তাহারা আমার, তোমার, দুর্য্যোধনের এবং অন্যান্য কৌরবগণের রক্ষণীয়; সুতরাং তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। অর্দ্ধরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাহা-দিগের সহিত সন্ধি স্থাপনই কর্ত্তব্য। কারণ ইহা তাহাদিগেরও পৈতৃক-রাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যেমন মনে করিতেছ, ইহা তোমার পৈতৃক-রাজ্য, পাণ্ডবেরাও সেই প্রকার বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি সেই মহাযশাঃ পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত না হয়, তবে

তুমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে রাজ্য লাভ করিবে? এবং তোমাদের পরে ভরত-বংশে যে সকল রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই বা কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে? অথবা তুমি যেমন ধর্ম্মতঃ রাজ্য লাভ করিয়াছ; তাহারাও ইতিপূর্ব্বে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব বিবাদে প্রয়োজন নাই; সৌহার্দ্দ্যপূর্ব্বক তাহাদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলেই উভয় পক্ষের মঙ্গল হয়; ইহার অন্যথাচরণ করিলে, আমাদিগের অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করা হইবে; এবং তোমারও অতিমাত্র অকীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। অতএব হে তাত! কীর্ত্তি সংরক্ষণে যত্নবান্ হও, কীর্ত্তিই মানব-জাতির অসাধারণ বল। কীর্ত্তি-বিহীন মানবের জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। যদবধি কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাবৎ মনুষ্য সার্থকজন্মা! একবার কীর্ত্তি-লোপ হইলে, মানব জন্মের মত উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব হে মহাবাহো! তোমার এবং ত্বদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের অনুরূপ কীর্ত্তিরক্ষারূপ কুলোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

"পৃথা ও তৎপুত্রেরা ভাগ্যবলে জীবিত রহিয়াছেন। পাপাত্মা পুরোচনের দুষ্টাভিসন্ধি সিদ্ধ না হইতেই, সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যে সময় পাণ্ডবগণের দাহবৃত্তান্ত প্রচারিত হইয়াছে, সেই সময় হইতে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারি নাই। কুন্তীর তাদৃশ দুরবস্থা শ্রবণে, সকলে তোমাকেই দোষারোপ করিয়া থাকে; পুরোচনকে অণুমাত্র অপরাধী বিবেচনা করে না। অতএব এক্ষণে পাণ্ডবগণের জীবিকাবিধান এবং তাহাদিগকে

আনয়ন, তোমার দোষক্ষালনের একমাত্র উপায়। হে কুরু-নন্দন! পাণ্ডবগণ জীবিত থাকিতে, স্বয়ং ইন্দ্রও তাহাদিগের পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। রাজ্যে উভয়েরই তুল্য অধিকার আছে সত্য; কিন্তু বিশেষ এই যে, তাহারা সকলেই একমতাবলম্বী, ধর্ম্মনিরত, এবং অধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ। অতএব যদি ধর্ম্মরক্ষা কর্ত্তব্য হয়, আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা উচিত বোধ হয়; এবং আত্মকুশলের অভিলাষ থাকে; তাহা হইলে, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদানকরা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।"

মহামতি ভীষ্মের বাক্যাবসানে, মহারথ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য বলিতে লাগিলেন; "মহারাজ! শাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি, মন্ত্রণার্থ আনীত হিতৈষী পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত ও যশস্কর-বাক্য কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মহাত্মা ভীষ্মের যে প্রকার মত, আমারও সেই প্রকার অভিপ্রায়। কুন্তী-পুত্রগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করাই বিধেয়; তাহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। অতএব হে মহারাজ! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রভূত রত্ন প্রদানপূর্ব্বক কোন এক প্রিয়ংবদ ব্যক্তিকে অবিলম্বে দ্রুপদ-সন্নিধানে প্রেরণ করুন। সেই ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া, দ্রুপদকে বলুন যে, আপনার সহিত সম্বন্ধ-স্থাপনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পরম-সৌভাগ্য বোধ করিতেছেন। আপনি এবং দুর্য্যোধন উভয়েই সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন, এই কথাও যেন দ্রুপদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট তিনি বারংবার উল্লেখ করেন। তৎপরে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরাদি

এবং মাদ্রীতনয় নকুল-সহদেবকে পুনঃপুনঃ সান্ত্বনা করিয়া, তিনি স্বজন-সম্বন্ধের ঔচিত্য ও প্রিয়ত্ব কীর্ত্তন করিবেন। হে রাজেন্দ্র! আপনার আদেশানুসারে সেই পুরুষ সুবর্ণময়, শুভ্র, বহুবিধ আভরণ দ্রৌপদী, দ্রুপদতনয় এবং কুন্তীর সহচরীগণকে সমর্পণ করিবেন। পাণ্ডবগণকে এই প্রকার সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিয়া, অবশেষে পাণ্ডবদিগের আগমনের কথা উত্থাপন করুন। দ্রুপদ পাণ্ডবগণকে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করিলে, তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ এবং সুশোভিত সৈন্যমণ্ডলী পাঞ্চালে গমন করুক। পাণ্ডবেরা আগমন করিলে, প্রকৃতিগণকর্ত্তৃক অনুমত হইয়া, আপনার সহিত পৈতৃকপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম এবং আমার মত এই যে, আপনি স্বাত্মজতুল্য পাণ্ডবগণের প্রতি এই প্রকার ব্যবহার করেন।"

কর্ণ কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অর্থ ও মানদ্বারা সৎকার করিয়া থাকেন; এবং সর্ব্বকার্য্যেই যাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিলেন না। ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার আর কি আছে? যিনি দুষ্ট মন এবং প্রচ্ছন্ন অন্তঃকরণদ্বারা অন্যকে হিতোপদেশ প্রদান করেন, তিনি কিরূপে সাধুসম্মত হইতে পারেন। এক্ষণে মন্ত্রিগণের সাধুতা এবং অসাধুতা পর্য্যালোচনা করিয়া, দুষ্টের ও সতের বাক্য সম্যক্ বিবেচনা করুন।"

দ্রোণ কহিলেন, "বুঝিলাম; কর্ণ! তুমি কেবল আপনার

মনোগতভাব-দোষে এই প্রকার কথার উল্লেখ করিতেছ। হে দুষ্ট! তুমি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত রাজার নিকট আমাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছ। হে কর্ণ! আমি পরম-হিতকর বাক্যই কহিয়াছি; তুমি সেই বাক্যকে দুষ্ট বাক্য কহিতেছ; যদি ইহা অপেক্ষা কোন সুপরামর্শ প্রদান করিতে সমর্থ হও, কর। কিন্তু আমার মতে ইহার অন্যথা করিলেই, কুরুবংশ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

বিদুর কহিলেন, "মহারাজ! বান্ধবগণ আপনাকে অবশ্যই হিতোপদেশ প্রদান করিবেন; কিন্তু আপনার শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে, সেই উপদেশ সকলই বিফল হইবে। কুরু-প্রধান ভীষ্ম আপনাকে প্রিয় ও হিতকর বাক্যে উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না; এবং দ্রোণও বহুতর শ্রেয়স্কর কথা কহিয়াছিলেন। কিন্তু রাধাপুত্র কর্ণ তাহা আপনার হিতকর বিবেচনা করিলেন না। এক্ষণে এই দুই পুরুষসিংহ অপেক্ষা কোন্‌ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান এবং আপনার পরম মিত্র, ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। ইঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও বয়ঃক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং আপনার ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি সমভাবেই স্নেহ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সত্যাচরণ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে দাশরথি রাম, এবং গয় অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। ইঁহারা পূর্ব্বে কদাচ আপনাকে অহিত-বাক্যে উপদেশ প্রদান করেন নাই; এবং আপনার কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য হয় না। অতএব এক্ষণে

দ্রোণ ও ভীষ্ম মহারাজের অশুভ সাধনজন্য মন্ত্রণা করিবেন, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। এই জীবলোকে এই দুই পুরুষই অধিকতর প্রাজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ইঁহারা আপনাকে কখন কূট পরামর্শ প্রদান করিবেন না। ইঁহারা অর্থলোলুপ হইয়া, অন্যতর পক্ষে পক্ষপাত প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রণা দান করিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। অতএব হে মহারাজ! আপনার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃ-কল্প বোধ হইতেছে।

"দুর্য্যোধনাদি যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবেরাও তদ্রূপ পুত্রস্থানীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই সকল বৃত্তান্ত সম্যক না জানিয়া, পাণ্ডব-পক্ষে কুমন্ত্রণা প্রদান করিবেন, সেই সকল মন্ত্রী কোন অংশেই সাধুদর্শী নহেন। কিন্তু যদি আপনি স্বীয় সন্তানগণের নিমিত্ত অন্তঃকরণে কোন বিশেষ অভিসন্ধি পোষণ করিয়া থাকেন, আর মন্ত্রিগণ যদি তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আপনার হিতানুষ্ঠান্ করা হইবে না। মহাত্মা ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত আপনার মনোগতভাব জিজ্ঞাসা করেন নাই।

"হে মহারাজ! ইঁহারা যে পাণ্ডবগণের অজেয়ত্ব কীর্ত্তন করিলেন, তাহার যথার্থ্য-বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবেন না; আপনার মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র কি সেই শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ! অযুত-মাতঙ্গতুল্য-বলশালী ভীমসেনকে দেবতারাও সংগ্রামে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। কোন্ ব্যক্তি জীবনেচ্ছা সত্ত্বেও সেই যমদৃশ যমজকুমার নকুল ও

সহদেবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইবে? ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়াগুণে অলঙ্কৃত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণে সহকরে এমন লোক ত্রিজগতে লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ বলদেব এবং সাত্যকি যাঁহাদিগের পক্ষ, বাসুদেব মন্ত্রী, পাঞ্চালরাজ শ্বশুর, এবং মহাবল-পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জ্জেয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারেন্? অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বিবেচনা করিয়া, ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক-রাজ্য ও ধন বিভাগ করিয়া দিন। অদ্য পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, পুরোচনকৃত যে মহতী অকীর্ত্তি ত্বৎকৃত বলিয়া, লোক-বিদিত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করুন। পাণ্ডবদিগের প্রতি অনুগ্রহ এবং তাহাদিগের জীবন আমাদিগের ক্ষত্রিয়জাতির পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। পূর্ব্বে মহারাজ দ্রুপদের সহিত আমাদিগের বৈরভাব বর্ত্তমান ছিল; এক্ষণে তাঁহাকে সংগ্রহ করিলেও, স্বপক্ষের মঙ্গল-সাধন হইবে। যাদবেরা বহুসংখ্যক, এবং মহাবল-পরাক্রান্ত; বিশেষতঃ যে পক্ষে কৃষ্ণ, তাঁহারাও সেই পক্ষে অবশ্যই থাকিবেন; সুতরাং যে পক্ষে কৃষ্ণ তৎপক্ষে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। হে রাজন্ যে কার্য্য সন্ধিদ্বারা সম্পাদন করিতে পারা যায়, কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত বিগ্রহ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে।

"মহারাজ পৌর ও জানপদবর্গ পাণ্ডবেরা জীবিত আছেন শুনিয়া, তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অতিমাত্র উৎসুক

হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদিগের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করুন। দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি, ইহারা নিতান্ত অধার্ম্মিক, দুর্ব্বুদ্ধি বালক; উহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি, দুর্য্যোধনের অপরাধে এই সুবিস্তীর্ণ রাজবংশ উচ্ছিন্ন হইবে।"

বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে বিদুর! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এবং মহর্ষি দ্রোণ আমাকে শ্রেয়স্কর উপদেশই প্রদান করিয়াছেন; এবং তুমি যাহা বলিলে, তাহাও অভ্রান্ত বটে। মহাবীর কুন্তীপুত্রগণ যেরূপ পাণ্ডুর পুত্র, ধর্ম্মতঃ আমারও সেইরূপ পুত্রস্থানীয় সন্দেহ নাই। মৎপুত্রগণ যেমন এই রাজ্যের অধিকারী, তদ্রূপ পাণ্ডুপুত্রগণও অধিকারী, তাহাতেও সংশয় নাই। অতএব হে বিদুর তুমিই গমন কর; সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কুন্তী এবং দেবরূপিণী দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনগণকে আনয়ন কর।"

ধর্ম্মপরায়ণ প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি আশ্রিত হইলেও, কখন মিথ্যা, মনোরম বাগ্‌জালদ্বারা আশ্রয় দাতার মনস্তুষ্টি করিতে অভিলাষ করেন না। তাঁহারা স্বভাবতঃ আশ্রয়দাতার আন্তরিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলেও, প্রয়োজন বোধ করিলে, তাঁহাকে অপ্রিয় সত্য বাক্য বলিতে, কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। কারণ হিতকর বাক্য সকল সময় শ্রুতিমধুর হইতে পারে না। আপাত-শ্রবণ-সুখকর অহিতকর বাক্য প্রয়োগদ্বারা আশ্রয়দাতার তুষ্টিসাধন, হীনচরিত্র অপরিণামদর্শী সাধারণ মানবের কার্য্য।

কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্ম, মহারথ আচার্য্য দ্রোণ, এবং মহাত্মা, ধর্ম্মজীবন বিদুর ধরাতলে আদর্শ-মানব। তাঁহারা ভাগ্যদোষে পরাশ্রিত হইলেও, আশ্রয়-দাতা ধৃতরাষ্ট্রকে সকল সময়েই ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার মনস্তুষ্টির প্রতি কখন লক্ষ্য করেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র সুবুদ্ধি ও ধর্ম্মপরায়ণ হইলে, তাঁহাদিগের সদুপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতেন; এবং কুরুকুলও সংরক্ষিত হইত। কিন্তু তাঁহাদিগের হিতার্থসম্পন্ন সদুপদেশ অধর্ম্মপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের নিকট ঊষর-ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় নিরর্থক হইয়াছিল। যদিও তাঁহাদিগের সৎপরামর্শে উপস্থিত সঙ্কটে কুরুকুল রক্ষিত হইল, কিন্তু অনতিবিলম্বে দুর্য্যোধনাদি দুরাত্মগণ স্বকুল-ধ্বংসকে সাদরে পুনরায় আহ্বান করিয়াছিল। কপট-দ্যূতে পরাজিত, হৃতসর্ব্বস্ব, এবং কৌরব-সভায় অবমানিত, সত্যনিবদ্ধ পাণ্ডবগণ ত্রয়োদশবর্ষান্তে যখন স্বরাজ্য প্রার্থনা করিলেন, তখন দুরাত্মগণ সেই বিনীত, সুসঙ্গত প্রার্থনাও অসঙ্কুচিত-চিত্তে অগ্রাহ্য করিয়া, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। তৎকালেও কুরুকুলবন্ধু, কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ এবং ধর্ম্মমতি মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর তাঁহাদিগকে সৎপরামর্শ দানদ্বারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আসন্নকালে মানবের সহস্র-চেষ্টাও ফলবতী হয় না। তৎকালে ভীষ্মদ্রোণাদি কৌরবগণকে কি প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মহাভারত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অনন্তর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! যখন তুমি শঙ্খ-চক্র-গদা হস্ত কেশব এবং গাণ্ডীবসনাথ শস্ত্রপাণি মহাত্মা অর্জ্জুনকে একরথে অবলোকন করিবে, তখন তোমাকে আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। ফলতঃ যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর,তাহা হইলে কুরু-কুলের সংহারদশা উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বহুবীর বিনষ্ট হইয়াছে ; ইহা শ্রবণ করিয়াও যদি তুমি আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। সমুদয় কৌরব তোমার মতেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি একাকী পরশু-রামকর্ত্তৃক অভিশপ্ত, হীনজাতি সূতপুত্র কর্ণ, সুবলনন্দন শকুনি, ক্ষুদ্রাশয়, পাপাত্মা দুঃশাসন, এই তিনজনের মতেরই অনুবর্ত্তী হও।'

"কর্ণ কহিলেন, 'হে পিতামহ! আপনি আমাকে যাহা কহিলেন, তাহা পুনরায় কহিবেন না। আমি ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি বটে, কিন্তু স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই। আমাতে এমন কি দুর্ব্বৃত্ততা আছে যে, আপনি আমাকে তিরস্কার করিতেছেন? ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা জানেন, আমি কখন কিঞ্চিন্মাত্রও পাপানুষ্ঠান করি নাই। আমি কদাপি দুর্য্যোধনের সহিত কিছু-মাত্র অহিতাচরণ করি নাই। আমি সংগ্রামে সমুদয় পাণ্ডবকেই সংহার করিব। পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে বিরোধী ছিল, এক্ষণে সাধু হইয়াছে বলিয়াই কি, তাহাদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি হইতে

পারে? সে যাহা হউক, এক্ষণে দুর্য্যোধন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন; অতএব আমি তাঁহার এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

"ভীষ্ম কর্ণের বাক্য শ্রবণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্! কর্ণ পাণ্ডবগণকে সংহার করিবেন বলিয়া, সর্ব্বদা আত্ম-শ্লাঘা করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাত্মা পাণ্ডবগণের যে প্রকার ক্ষমতা, ইঁহাতে তাহার ষোড়শভাগের একভাগও বর্ত্তমান নাই। তুমি নিশ্চয় জানিবে যে,তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের যে দুর্নীতি উপস্থিত হইবে, উহা দুর্ম্মতি, সূতপুত্র কর্ণেরই কর্ম্ম। তোমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াই দেবপুত্র, মহাবীর পাণ্ডবগণকে অবমানিত করিয়াছে। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ যে সকল দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, কর্ণ কি তাদৃশ কোন প্রকার কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যখন ধনঞ্জয় বিরাটনগরে কর্ণের প্রিয়তম ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তখন কর্ণ কি করিয়াছিলেন? যখন ধনঞ্জয় সমগ্র কৌরবগণকে আক্রমণপূর্ব্বক অচেতন করিয়া,তাঁহাদিগের বস্ত্রগুলি হরণ করিয়াছিলেন, তখন কর্ণ কি সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন করিতেছেন। কিন্তু ঘোষযাত্রার সময় গন্ধর্ব্বগণ যখন তোমার পুত্রকে হরণ করিয়াছিল, তখন এই সূতপুত্র কোথায় ছিলেন? দেখ, সেই সময় মহাত্মা ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব তথায় গমন করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তোমার কল্যাণ

হউক; ধর্ম্মার্থ ভ্রংশকর আত্মশ্লাঘা-নিরত ব্যক্তিরা এই প্রকার ভূরি ভূরি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।'

"মহানুভব দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া,সেই রাজ-মণ্ডলীমধ্যে সম্মানপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে আরম্ভ করিলেন; 'মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যাহা কহিতেছেন, তাহাই করুন; অর্থলিপ্সু দিগের বাক্যানুসারে কার্য্য করা,সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হওয়াই উচিত; কেন না, সঞ্জয় ধনঞ্জয়ের যে সকল কথা কহিয়াছে, আমি তৎসমুদয় অবগত আছি। ধনঞ্জয়ও যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিবেন; তাঁহার সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর ত্রিভুবনে নাই।' রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের তাদৃশ অর্থসম্পন্ন বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া, সঞ্জয়কে পাণ্ডবগণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত সম্ভাষণে পরাঙ্মুখ হইলেন, কৌরবগণ তখনই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন।"

কুরুকুল-হিতৈষী পিতামহ ভীষ্ম ও মহাত্মা আচার্য্য দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহাদিগের সাধুজন-সম্মত সুপরামর্শ এবং কুরুকুল রক্ষার চেষ্টা অনাদরে প্রত্যাখ্যাত দর্শন করিয়াও, সে চেষ্টার অনুসরণে ভগ্নোৎসাহ হন নাই। আদর্শ-পুরুষ কেশব হস্তিনায় আগমন করিয়া, সন্ধিস্থাপনে ব্যর্থমনোরথ হইলেও, মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ সে আশা এক কালে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা পাণ্ডব জননী কুন্তীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন

শ্রবণ করিয়া, দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"হে রাজন্ কুন্তী কেশবের সন্নিধানে যে উদারার্থযুক্ত বাক্য কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে। তদ্বিষয়ে বাসুদেবেরও বিলক্ষণ সম্মতি আছে। পাণ্ডবগণ অবশ্যই তদনুসারে কার্য্য করিবেন। তাঁহারা রাজ্য ব্যতিরেকে কখনই ক্ষান্ত হইবেন না। তুমি যে সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে এবং দ্রৌপদীকে ক্লেশিত করিয়াছিলে, তাঁহারা তৎকালে ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন বলিয়াই, সেই অবমাননা সহ্য করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির যখন কৃতাস্ত্র অর্জ্জুন, কৃতনিশ্চয় ভীমসেন, গাণ্ডীব, তূণীরদ্বয়, রথ, ধ্বজ, বলবীর্য্য-সমন্বিত নকুল ও সহদেব এবং বাসুদেবকে সহায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন না। ধীমান্ ধনঞ্জয় বিরাটনগরে আমাদিগের সকলকে যেরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছ। অধিক কি, তিনিই ঘোষ-যাত্রাসময়ে তোমাকে এবং কর্ণপ্রভৃতি এই সকল যোদ্ধৃগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার সামর্থ্যের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজ ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, যম-দণ্ডের অন্তর্গত এই ধরাতলকে রক্ষা কর।

"রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর বিমনাঃ, বক্র-দৃষ্টি ও অধোবদন হইয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ সঙ্কুচিত করিয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন, কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।

তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ তাঁহাকে দুর্ম্মনায়মান দর্শন করিয়া, পরস্পর মুখাবলোকন-পূর্ব্বক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"ভীষ্ম কহিলেন, 'হে দুর্য্যোধন! আমি সেই শুশ্রূষাসম্পন্ন, অনসূয়, ব্রতপরায়ণ, সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব; তাহা হইলে, তোমার আর দুঃখের বিষয় কি?'

"দ্রোণ কহিলেন, 'হে রাজন্! যদিও আমি অশ্বত্থামার ন্যায় কপিধ্বজ ধনঞ্জয়ের প্রতি সবহুমান প্রীতি করিয়া থাকি; অধিক কি, অর্জ্জুন আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তর; তথাপি ক্ষত্রধর্ম্মানুরোধে সেই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। ক্ষত্রজীবিকায় ধিক্। সেই অলৌকিক ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমারই প্রসাদে সকল যোদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। মিত্রদ্রোহী, দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, অসরল ও অসৎ ব্যক্তি সৎসমাজে সমাগত হইলে, যজ্ঞে সমুপস্থিত মূর্খের ন্যায় পূজনীয় হয় না। পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও, পাপ ইচ্ছা করে। কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তি পাপকর্ম্মে নিয়োজিত হইলেও, শুভ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। প্রিয়ানুষ্ঠান-পরায়ণ পাণ্ডবগণের সহিত তুমি মিথ্যা-ব্যবহার করিয়াছ; সেই দোষেই তোমাকে পরাভূত হইতে হইবে। আমি, ভীষ্ম, বিদুর এবং বাসুদেব,আমরা সকলেই তোমার হিতকর কথাই কহিলাম; তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, আপনাকে বলবান্ মনে করিয়াছ। তুমি গঙ্গা-বেগের ন্যায় গ্রাহ-নক্র-মকরসঙ্কুল মহাসাগর সহসা উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিয়াছ। যেমন লোকে অপরের পরিত্যক্ত বস্ত্র ও মাল্য পরিধান করিয়া আপনার জ্ঞান করে,

সেইরূপ তুমি যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া, আপনার বলিয়া, জ্ঞান করিয়াছ। সুহৃদ্‌বর্গ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইলে, হিতৈষী সুহৃদের যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা পুনরায় কহিতেছি। হে বীর! যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, কুরুগণের সমুন্নতির নিমিত্ত সন্ধি স্থাপন কর; পুত্র, আমাত্য এবং সেনাগণের সহিত পরাভব প্রাপ্ত হইও না।”

আশ্রয়-দাতার প্রতি কর্ত্তব্য।

যে স্থানে স্বতঃ সর্ব্বত্র জয়শীল ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্ম পরাজিত হইয়া, জগৎ-মধ্যে সনাতন-ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করে, সেই স্থানই হিন্দুর পুণ্যভূমি। যে পুণ্যভূমিতে সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ, কৃষ্ণসখ পাণ্ডবগণের নিকট অধর্ম্ম-পরায়ণ, অর্থলোলুপ, দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ সমূলে নির্ম্মূলিত হইয়া, অদ্যাবধি ভারত-মধ্যে ধর্ম্মানুমোদিত সৎপথের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে, সেই পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পাণ্ডব এবং কৌরবপক্ষীয় মহতী চমূ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া, সমবেত হইল। যুদ্ধকালেও ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ জীবের অদ্বিতীয় সহায় সনাতন ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মানুমোদিত গুরুজন-ভক্তি-প্রভৃতি সুসঙ্গত শিষ্টাচার এবং দয়া-দাক্ষিণ্যাদি মানব-হৃদয়ের সমুজ্জ্বল সদ্‌গুণসমূহ কখন বিস্মৃত হইতেন না।

দুর্য্যোধনের মহতী সেনা যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইয়াছে, এবং মহারথ ভীষ্ম অভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়াছেন দেখিয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত বিষণ্ণ ও বিবর্ণ হইয়া, অর্জ্জুনকে কহিলেন, "ধনঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম যখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের নেতা হইয়াছেন, তখন আমরা কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে সমর্থ হইব?" ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে কুরুসেনা-দর্শনে নিতান্ত কাতর অবলোকন করিয়া, বলিতে লাগিলেন; "মহারাজ! যে কারণে অল্পসংখ্যক লোকেও সমধিক প্রজ্ঞা, শৌর্য্য ও গুণশালী বহুমানবকেও পরাজিত করিতে পারে, তাহা শ্রবণ করুন। দেবাসুর-যুদ্ধে পিতামহ ব্রহ্মা মহেন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকে বলিয়াছিলেন যে, জিগীষুগণ সত্য, দয়া ও একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, যে প্রকার জয়লাভ করিয়া থাকেন, বলবীর্য্যদ্বারা কদাপি সে প্রকার হয় না।" অনন্তর যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি কুরুকুল-তিলক পাণ্ডবগণ আপনাদিগের সেনাসমূহ ভীষ্মসেনার প্রতিপক্ষে ব্যূহিত করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধদ্বারা স্বর্গলাভের কামনা করিতে লাগিলেন।

যৎকালে উভয় পক্ষীয় মহাচমূর শঙ্খ ও দুন্দুভি-বাদ্য, মাতঙ্গের বৃংহিত, অগণিত তুরঙ্গমের হ্রেষারব, যুদ্ধার্থী বীরগণের শ্রবণভৈরব ঘন ঘন গর্জ্জন, এবং রথনেমির ঘোর ঘর্ঘর শব্দ রণস্থল পূর্ণ করিয়া, নভোমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কবচ ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। তিনি নিরস্ত্রভাবে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, পদব্রজে শত্রুসেনাভিমুখে গমন করিতে

লাগিলেন। তাঁহাকে সেই প্রকারে গমন করিতে দর্শন করিয়া, অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণ, বাসুদেব এবং পাণ্ডবপক্ষীয় রাজন্যবর্গ তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কেহই পাণ্ডবপতি যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন নাই। কুরুসেনা-মধ্যবর্ত্তী যোদ্ধৃগণ যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ গমন করিতে দেখিয়া, বলিতে লাগিল, 'কাপুরুষ যুধিষ্ঠির শরণলাভের নিমিত্ত মহারথ ভীষ্মের নিকট আগমন করিতেছে।' যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভি-ব্যাহারে কুরুপিতামহ ভীষ্ম-সমীপে গমন করিয়া, তাঁহার চরণদ্বয় হস্তদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'পিতামহ আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আগমন করিয়াছি; আপনার সহিত সংগ্রাম করিব; অনুগ্রহ করিয়া, অনুমতি প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন।'

"ভীষ্ম কহিলেন, 'হে রাজন্! যদি তুমি অনুজ্ঞা গ্রহণার্থ আগমন না করিতে, তাহা হইলে 'পরাভব হউক' বলিয়া, আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিতাম। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; এবং আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ কর। সংগ্রামে তোমার অন্যান্য যে সকল অভিলাষ আছে, তাহাও পূর্ণ হউক; তোমার কখনই পরাভব হইবে না। এক্ষণে আমার নিকট তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে রাজন্! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, একথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থদ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে। অতএব আমি এক্ষণে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে বলিতেছি যে,

কৌরবগণ অর্থ প্রদান করিয়া আমাকে বশীভূত করিয়াছে; সুতরাং আমাকে তাহাদিগের পক্ষ হইয়াই, সংগ্রাম করিতে হইবে। তোমার পক্ষ হইয়া, সংগ্রাম করিতে পারিব না। অতএব ইহা ব্যতীত তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর, বল।'

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'পিতামহ! আপনি আমার হিতার্থী হইয়া, মন্ত্রণাদান এবং কৌরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন; আমি এই বর প্রার্থনা করি।'

"তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির আচার্য্য দ্রোণের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। দ্রোণসমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি আচার্য্যকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন; 'হে দুর্দ্ধর্ষ আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিতে আগমন করিয়াছি; ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; আপনার অনুজ্ঞা গ্রহণ-ব্যতীত কি প্রকারে শত্রুসমুদয় পরাজয় করিব?'

"দ্রোণ কহিলেন, 'হে রাজন্! তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, যদি আমার অনুমতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন না করিতে, তাহা হইলে, 'তোমার পরাজয় হউক' বলিয়া, আমি শাপ প্রদান করিতাম। এক্ষণে তুমি আমার পূজা করায়, তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; নির্ভয়ে যুদ্ধ কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যুদ্ধে তোমার জয়লাভ হইবে। তুমি স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত কর; আমি তাহা সম্পাদন করিতে সম্মত আছি। হে রাজন্! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, একথা যথার্থ। কৌরবগণ অর্থদ্বারা আমাকে বদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং নিতান্ত

কাপুরুষের ন্যায় তোমাকে বলিতেছি যে, আমি কৌরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব; তোমার পক্ষ হইয়া, সংগ্রাম করিতে পারিব না। অতএব ইহা ব্যতীত তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর?'

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'হে ব্রহ্মন্! আমাকে জয়লাভের আশীর্ব্বাদ ও হিত-মন্ত্রণাদান, এবং কৌরবগণের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন।"

"অতঃপর কুরুক্ষেত্রের মহাসমর আরম্ভ হইলে, কুরু-পিতামহ ভীষ্ম এবং মহাত্মা দ্রোণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সংযত হইয়া, একান্তমনে পাণ্ডবগণের জয় হউক বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিতেন; এবং আশ্রয়দাতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করিতেন। অবশেষে মহাত্মদ্বয় সেই যুদ্ধে জীবনদান করিয়া, আশ্রয়দাতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডব-জননী কুন্তী ও আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ।

একচক্রা নগরে ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থানকালে পাণ্ডবেরা আত্মগোপন করিবার জন্য ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। একদা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ও মাদ্রী-নন্দনদ্বয় ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন; ঘটনাক্রমে

সে দিবস ভীমসেন আবাসে মাতৃসমীপে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণালয়ে মাতাপুত্রে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে ঘোর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। দয়ার্দ্রচিত্তা ভোজরাজ-দুহিতা কুন্তী সকরুণ ক্রন্দনশব্দ শ্রবণ করিয়া, ভীমসেনকে কহিলেন, "পুত্র! আমরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনের অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণালয়ে পরমসুখে বাস করিতেছি। ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন; তন্নিমিত্ত আমি কি প্রকারে ব্রাহ্মণের উপকার করিব, সতত সেই চিন্তা করি। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে; অন্যে যে পরিমাণ উপকার করে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ উপকার করিয়া, তাহার প্রতিদান করে, সেই যথার্থ পুরুষ। নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের কোন মহৎ দুঃখের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে তাঁহার সাহায্য করিলে, যথেষ্ট উপকার করা হয়।" ভীমসেন কহিলেন, "মাতঃ! ব্রাহ্মণের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এবং সেই দুঃখের কারণই বা কি, সবিশেষ জানিয়া আইস। অতি দুষ্কর হইলেও, আমি ব্রাহ্মণের উপকার করিব।"

পাণ্ডব-জননী কুন্তী অবিলম্বে তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া, মধুরবাক্যে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মনস্বিনি! এই নগরের অনতিদূরে মহাবল-পরাক্রান্ত, দুর্দ্দান্ত, নরমাংসভুক্ বকনামে এক রাক্ষস বাস করে। এই নগর ও জনপদ এক্ষণে তাহারই করায়ত্ত। সে আপনার আহারের নিমিত্ত এই নগরে এক

নিয়ম স্থাপন করিয়াছে যে, প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে এক এক গৃহস্থকে তাহার আহারনিমিত্ত প্রচুর খাদ্যসামগ্রী ও একটি মনুষ্য প্রেরণ করিতে হইবে। এই জনপদের রক্ষক রাজা নিতান্ত অবোধ ও অকর্ম্মণ্য। অকর্ম্মণ্য, দুর্ব্বল রাজার রাজ্যে বাস করিয়া, আমরা অদ্য বিপদ-সাগরে পতিত হইয়াছি; অদ্য আমাদিগের পর্য্যায় উপস্থিত হইয়াছে।”

কুন্তী কহিলেন, “হে ব্রাহ্মণ! আপনি আর ভয়ে বিষণ্ণ হইয়া, বিলাপ করিবেন না। যাহাতে আপনারা দুরাত্মার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন, আমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। আপনার পুত্র নিতান্ত শিশু, কন্যাও একটি-মাত্র, এবং আপনার স্বয়ং অথবা আপনার সহধর্ম্মিণীরও তাহার সমীপে গমন করা বিধেয় নহে। আমার পাঁচ পুত্র আছে; তাহাদিগের মধ্যে একজন আপনার হিতার্থ, বলি গ্রহণ করিয়া, রাক্ষস-সমীপে গমন করিবে।”

মাতার আদেশক্রমে মহাবল ভীমসেন ব্রাহ্মণের হিতসাধন-জন্য রাক্ষস-সমীপে গমন করিতে প্রস্তুত হইলে, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির, জননী কুন্তী, ব্রাহ্মণ এবং ভীমের আকারপ্রকার দর্শনে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, মাতাকে ব্রাহ্মণের অগোচরে বলিতে লাগিলেন, “মাতঃ! মহাবল ভীমসেন কি নিমিত্ত এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে? ভীমসেন কি স্বয়ং এই দুষ্কর-কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অথবা আপনি তাহাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন?”

কুন্তী কহিলেন,"বৎস! আমার আজ্ঞানুসারেই ব্রাহ্মণের উপকার, এবং এই নগরের মঙ্গল-সাধননিমিত্ত ভীম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" তাহা শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মাতঃ! আপনি ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া সাধুজন-বিগর্হিত এবং অত্যধিক সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্র-রক্ষার্থ স্বীয় পুত্রকে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইতে আদেশ করিলেন? যাহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া, আমরা দুর্জ্জনাপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় জীবন ধারণ করিতেছি, যাহার অতুলনীয় পরাক্রম,দুরাত্মা দুর্য্যোধনের হৃদয় সতত ব্যাকুল করিতেছে, যাহার বাহুবল-প্রভাবে আমরা বহু বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি, আপনি কোন্ সাহসে সেই মহাবল বৃকোদরকে ঘোর বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন?"

কুন্তী কহিলেন, "বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি কি নিমিত্ত এজন্য বৃথা সন্তাপ করিতেছ? আমি যে বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য-বশতঃ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে চিন্তা মনেও স্থান দান করিও না। আমরা এই ব্রাহ্মণের আলয়ে সুখে অবস্থান করিতেছি। ব্রাহ্মণ আমাদিগের যথোচিত সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। আমি তজ্জন্য এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের মঙ্গল সাধন নিমিত্ত এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার কদাপি বিস্মৃত হয় না, এবং লব্ধ উপকারের বহুগুণ প্রতিদান করিয়া, উপকার-ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করে, সেই প্রকৃত মনুষ্য।

আমি যতুগৃহদাহ এবং হিড়িম্ব-বধকালে ভীমের বাহুবল সম্যক্ অবগত হইয়াছি। আমি প্রজ্ঞাবলেই ভীমসেনের বল-বিক্রম অবগত হইয়া, ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকার সাধনজন্য এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছি। আমি লোভ বা অজ্ঞানতাবশতঃ এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। যুধিষ্ঠির! এই কার্য্য সম্পাদন-দ্বারা আমাদিগের দুইটি মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে; প্রথম আশ্রয়-দাতার প্রত্যুপকার,—দ্বিতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান।"

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির জননীর মুখে এই প্রকার ধর্ম্মোপেত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মাতঃ! আপনি দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের উপকার-সাধনজন্য ভীমসেনকে অনুমতি প্রদান করিয়া, যথেষ্ট সুশীলতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনার এই পুণ্যবলে ভীমসেন নিশ্চয়ই সেই নরমাংসভুক্ রাক্ষসকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া, সুখে প্রত্যাগত হইবে।"

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ, অথবা অন্য কোন কারণে, বৃত্তিলাভ জন্য অপরের সেবায় নিযুক্ত হন, তিনিও সেই আশ্রয়-দাতা প্রভুর প্রতি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য-সাধনে বাধ্য। ভৃত্যবর্গের শক্তি সকলের সমান নহে; সুতরাং সকলেই সকল কার্য্য সাধনে সমর্থ হন না। সেই জন্য শক্তি-অনুসারে যে

ভৃত্যের প্রতি যেরূপ কার্য্য নির্দ্ধারিত হয়, সেই কার্য্য যথাশক্তি সম্পাদন-দ্বারা সতত প্রভুর মঙ্গল-সাধনের চেষ্টা করা, উচ্চ নীচ সকল ভৃত্যেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সে নিয়মের অন্যথাচরণ করিলে, ভৃত্য যে কেবল অধর্ম্মে পতিত হন, তাহা নহে; তাঁহাকে কার্য্য-লাভাকাঙ্ক্ষী প্রভুর বিরাগ ভাজন হইতে হয়; এবং সেই শ্রেণীর পরাশ্রিত মানব কখন সুখে ও সম্মানে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন না। অতএব ভৃত্যের স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যও যথাশক্তি কর্ত্তব্য-সাধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ সেই গুণানুসারেই ভৃত্য উন্নতি অথবা অবনতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য-সাধনে সতত আগ্রহ, এবং আন্তরিক চেষ্টা-যত্ন অনার্য্য-বীর হনূমানের চরিত্রে মহর্ষি বাল্মীকি অতি সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন; সেই জন্য অনার্য্য-বীরাগ্রগণ্য হনূমানই এ বিষয়ে আমাদিগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

যৎকালে পরাক্রান্ত সভ্যতাভিমানী আর্য্যগণ ভারতের সমগ্র উত্তর ভাগ হইতে অনার্য্যগণকে বিতাড়িত করিয়া, তৎপ্রদেশে বহু পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তখনও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ ভাগ অনার্য্যগণ দ্বারা অধিকৃত ছিল; এবং সেই প্রদেশে মহাবল অনার্য্য-বীর এবং পরাক্রান্ত অনার্য্য রাজ্যেরও অভাব ছিল না। সে সময় দক্ষিণাপথের সান্নিধ্যবর্ত্তী স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাক্ষস-রাজ রাবণ মহাবল-পরাক্রান্ত হইলেও, দক্ষিণাপথ-মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্য-রাজ্য আপনার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ ছিল।

বীরশ্রেষ্ঠ বালী সেই রাজ্যের অধিপতি, এবং সুগ্রীব তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। কিস্কিন্ধ্যাপতি বালীর স্বরাজ্য হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি এবং জীবন-সংশয়-জন্য সুগ্রীব রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। বালীর প্রত্যাগমনে সুগ্রীব সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু তাহাতেও জ্যেষ্ঠের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না। বালীর কোপ কোনক্রমেই প্রশমিত হইল না; তিনি কনিষ্ঠ সহোদরকে অবমানিত এবং সহধর্ম্মিণী রুমাতে বঞ্চিত করিয়া, স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

অনার্য্য-বীর হনূমান্।

সুগ্রীব অনন্যোপায় হইয়া, বিশ্বস্ত অমাত্য বীরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ এবং অপর কয়জন অনুগত অনার্য্য-বীরের সহিত ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বালীর অজ্ঞাতসারে সতত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় লঙ্কেশ্বর দুষ্ট দশানন-দ্বারা রাম-জীবন-সর্ব্বস্ব, রামচন্দ্রের জীবনালোক জনক-নন্দিনী সীতা দণ্ডক হইতে অপহৃতা হইলেন। রামচন্দ্র সীতা-বিরহে নিতান্ত কাতর ও শোকাকুল হইয়া, অনুজ লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যমধ্যে নানাস্থানে তাঁহার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একদা গিরি-সানু-প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে, বানরাধিপতি সুগ্রীব দিব্য-ধনুর্ব্বাণধারী, গমনে গজেন্দ্রসদৃশ, সমুন্নতকায়, দেবকুমারতুল্য দশরথ-কুমারদ্বয়কে অবলোকন করিয়া, নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তিনি মনে করিলেন, তাঁহার

অন্বেষণজন্য অপ্রশমিত-কোপ জ্যেষ্ঠ বালী প্রচ্ছন্নবেশধারী চরদ্বয়কে সেইস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে বালীর পাপাচরণ-ভয়ে ভীত ও নিতান্ত ব্যাকুল দর্শন করিয়া, ধীমান্, কালোচিত-বাক্‌পটু হনূমান্ বলিলেন, "এই মতঙ্গাশ্রমের নিকটবর্ত্তী মলয়পর্ব্বতে কপীশ্বর বালী হইতে আপনার ভয়ের কোন কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না। কপিশ্রেষ্ঠ! আপনি লঘুচিত্ততা-বশতঃ এ বিষয় সম্যক্ অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। আপনি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া, সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করুন; রাজা বুদ্ধিহীন হইলে, কখন প্রজাগণকে শাসন করিতে পারেন না।" তাঁহার উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানরাধিপতি সুগ্রীব কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন; এবং কুমারদ্বয়ের তৎপ্রদেশে আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইবার নিমিত্ত, তিনি প্রজ্ঞাশালী অমাত্যশ্রেষ্ঠ হনূমান্‌কে প্রচ্ছন্নবেশে তাঁহাদিগের সমীপে উপস্থিত হইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ, বাগ্মিবর হনূমান্ কুমারদ্বয়-সমীপে গমন করিয়া, সবিনয়-প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিলেন। তৎপরে তিনি আত্ম-পরিচয় প্রদানজন্য বলিতে লাগিলেন; "সুগ্রীবনামক কোন ধর্ম্মাত্মা বলবীর্য্যসম্পন্ন বানরশ্রেষ্ঠ, সঞ্জাত-ক্রোধ অগ্রজকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া, অতি দুঃখিত-চিত্তে জগৎ-মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন; আমি তাঁহার একজন অমাত্য।" দশরথকুমার রামচন্দ্র বানরশ্রেষ্ঠ হনূমানের বাগ্মিতা শ্রবণে ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি

লক্ষ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "সুবিদ্বান্, বেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন এ প্রকার বাক্য-বিন্যাস কখন সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে। বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ও রামচন্দ্রের অবস্থা এবং কপীশ্বর সুগ্রীবের নিকট তদ্বিষয়ে সাহায্য লাভের আকাঙ্ক্ষা অবগত হইয়া, স্বীয় প্রভুর কার্য্যোদ্ধারের সুযোগ দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলেন।

এই প্রকারে বিপন্ন দশরথকুমার রামচন্দ্রের সহিত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, প্রভু-পরায়ণ অনার্য্যবীর হনূমানের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। তদবধি পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া, ধর্ম্ম-পরায়ণ বীরশ্রেষ্ঠ হনূমান্, স্বীয় প্রভুর পরমবন্ধু রামচন্দ্রকে প্রভুর ন্যায় জ্ঞান এবং আন্তরিক ভক্তি করিতেন। প্রভু-কার্য্যের ন্যায় তাঁহার কার্য্যসাধনেও হনূমান্ সতত প্রাণপণে চেষ্টা-যত্ন করিতে কখন ত্রুটি করেন নাই। আমরা দেখিতে পাইব, রাবণাপহৃতা সহধর্ম্মিণী সীতার উদ্ধার-সাধনে প্রভু-পরায়ণ অনার্য্যবীর কপিশ্রেষ্ঠ হনূমান্, বিপন্ন রামচন্দ্রের সকল বিষয়েই প্রধান-সহায় হইয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাইব, কখন নিতান্ত অনুগত সামান্য বাহনের ন্যায়, তিনি প্রভু রামচন্দ্রকে এবং অনুজ লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠের উপর বহন করিতেছেন। কখন তাঁহার কার্য্য-সাধনে হনূমান্ অসামান্য বলবীর্য্যশালী বীর-পুরুষের ন্যায় যে কোন দুঃসাধ্য কার্য্যের ভার স্বীয়-স্কন্ধে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। কখন তিনি প্রজ্ঞাশীল সুপারদর্শী মন্ত্রীর ন্যায় প্রভুকে সুচিন্তিত পরামর্শ দান

করিতেছেন। কখন তিনি রণস্থলে অকুতোভয় বীরগণাগ্রগণ্য বীর-পুরুষের ন্যায় সুবিখ্যাত, মহাবল রাক্ষস-বীরগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিতেছেন। এই সকল অসামান্য গুণের সমষ্টি সাধারণ মানবে কখন দৃষ্টি-গোচর হয় না।

রামচন্দ্রের সহায়তায় কপীশ্বর বালীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া, সুগ্রীব স্বীয় সহধর্ম্মিণী রুমা, এবং কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য লাভ করিলেন। রাজ্যলাভের অনতিবিলম্বেই তিনি জনক-নন্দিনী সীতার অনুসন্ধান-নিমিত্ত নানাদিগ্‌দেশে বিশ্বস্ত, কার্য্যকুশল বানর-বীরগণকে প্রেরণ করিলেন। বালী-কুমার অঙ্গদ এবং প্রভু-পরায়ণ বীরশ্রেষ্ঠ হনূমান্‌প্রভৃতি কয়েক জন শ্রেষ্ঠ বানরবীর দক্ষিণভাগে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে, বহুযত্নে বহু-অরণ্য ও জনপদ অন্বেষণ করিতে করিতে, অবশেষে এক খাদ্য ও জলহীন প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুপথ পর্য্যটনে এবং খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে বানর-বীরগণ ক্লান্তদেহ এবং ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। দৈবযোগে জলসিক্তপক্ষ ক্রৌঞ্চ-সারসাদি জলচর পক্ষিগণকে এক বিলদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া, তাঁহারা সেই ঘোর-তমসাবৃত গিরি-গহ্বর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভার গিরি-কন্দর-মধ্যবর্ত্তী ফল-ভারাবনত বৃক্ষরাজি এবং সুবিস্তৃত সরোবর-শোভিত, পরম-রমণীয় সুবিস্তৃত আবাসস্থান তাঁহাদিগের দর্শনপথে পতিত হইল। তপস্বিনীর কৃপায় তাঁহারা সেই

স্থানে ক্ষুৎপিপাসা ও ক্লান্তি দূর করিয়া দেখিলেন, সুগ্রীব-নির্দ্ধারিত কাল অতীতপ্রায় হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা বহু চেষ্টাতেও জনক নন্দিনী সীতার কোন অনুসন্ধান লাভ করিতে পারিলেন না। সুগ্রীবের শাসন বড়ই কঠোর ছিল; সেইজন্য বানরগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সুগ্রীব-ভয়ে জীবিতাশায় হতাশ হইয়া, সেনাপতি তার ও কুমার-অঙ্গদাদি বানরগণ স্থির করিলেন, তাঁহারা সেই রমণীয় প্রদেশে অবস্থান করিয়াই, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। তাঁহারা আর সীতার অন্বেষণ অথবা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন না।

হনূমান্।

ধীমান্, প্রভু-পরায়ণ হনূমান্, অঙ্গদাদি বানর-বীরগণকে তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত প্রভুকার্য্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ দর্শন করিয়া, নীতিকুশল পুরুষের অবলম্বনীয়, ক্ষেত্রোপযোগী উপায়-দ্বারা প্রভুর সেই গুরুতর কার্য্যহানির চেষ্টা ব্যর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রাজপুত্র অঙ্গদকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;—"তারাকুমার! তুমি পিতার ন্যায় যুদ্ধ-বিশারদ; অতএব তুমিও তাঁহার ন্যায় অক্লেশে বানর-রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু কপিগণ স্বভাবতঃ চঞ্চলচিত্ত; তাহাতে স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, অধিকতর চঞ্চলচিত্ত হইয়া পড়িবে; এবং কদাপি তোমার শাসনের বশবর্ত্তী হইয়া, এস্থানে অধিক কাল অবস্থান করিবে না। আমি তোমার সমক্ষে বলিতেছি যে, জাম্ববান্, নীল ও মহাকপি সুহোত্রপ্রভৃতি বানর-বীরগণ স্ত্রী-

পুত্র ব্যতীত কদাপি তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন না। তুমি সামাদি গুণগ্রাম, অথবা দণ্ডদ্বারা আমাকে এবং এই বানর-শ্রেষ্ঠগণকে কোন প্রকারেই কপীশ্বর সুগ্রীব হইতে বিভিন্ন করিতে পারিবে না।" অঙ্গদ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বানরবীর হনূমানের সেই সুস্পষ্ট, সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই রমণীয় প্রদেশে রাজ্যস্থাপন ও অবস্থানের আশা পরিত্যাগ করিলেন।

বানর-বীরগণ সীতান্বেষণে হতাশ হইয়া, গিরিকন্দর-মধ্যবর্ত্তী স্বয়স্প্রভার রমণীয় আবাসস্থান হইতে নির্গত হইলেন। তাঁহারা সেই স্থান হইতে সাগরতীরবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বানর-বীরগণ সীতান্বেষণে বিফলপ্রযত্ন হইয়া, যখন সকলে বিলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় জটায়ুর অগ্রজ গৃধ্ররাজ সম্পাতির সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট তাঁহারা রাবণ-রাজধানী লঙ্কানগরী এবং জনক-নন্দিনী সীতার সেই স্থানে অবস্থিতির বিষয় সমস্ত অবগত হইলেন। সম্পাতির নিকট রাবণাপহৃতা সীতার সংবাদ লাভ করিয়া, সিংহ-বিক্রান্ত বানর-বীরগণ মহোল্লাসে ইতস্ততঃ উল্লম্ফন ও ঘোর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অদূরবর্ত্তী সাগরতীরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা সেই ঊর্ম্মিমালা-সমাকুল, অনন্ত-বিস্তৃত, দুর্ল্লঙ্ঘ্য সাগর-সন্দর্শনে পুনরায় বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। শ্রেষ্ঠ-বানর-বীরগণও সেই সাগর অতিক্রম-চেষ্টায় সাহস করিলেন না। একমাত্র রাজকুমার অঙ্গদ স্বীয় সামর্থ্য ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু তিনিও বানরবৃদ্ধ জাম্ববান্‌দ্বারা সেই দুঃসাহসিক উদ্যমে নিবারিত হইলেন।

তখন রামানুগত, প্রভু-কার্য্য-তৎপর, অনার্য্য-বীর-শ্রেষ্ঠ হনূমান্, অপরাপর বানর-প্রধান-বীরগণের অসাধ্য সেই দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া, সীতান্বেষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধনজন্য গিরিবর মহেন্দ্র-পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন। সেই স্থান হইতে হনূমান্ আকাশমার্গে আরোহণপূর্ব্বক দুর্ল্লঙ্ঘ্য সাগর অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া, লঙ্কানগরীর সান্নিধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অবতীর্ণ হইলেন। লঙ্কা-প্রবেশের উপযোগী সময় লাভ করিয়া, তিনি নগরমধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশপূর্ব্বক নানা স্থানে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহু অন্বেষণের পর অবশেষে তিনি লঙ্কেশ্বরের অশোক-কানন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সীতার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ উপস্থিত হইলে, তিনি মৈথিলীর নিকট গমন করিয়া, আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক রামচন্দ্র-প্রদত্ত নিদর্শন তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন; এবং দশরথ-কুমারদ্বয়ের শারীরিক মঙ্গল, এবং তাঁহার উদ্ধারের আয়োজন-সংবাদ সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র এবং সুগ্রীবের প্রত্যয়জন্য সীতার দর্শন-লাভের প্রমাণস্বরূপ তৎপ্রদত্ত নিদর্শন গ্রহণ করিয়া, বীরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন-কালে, ইন্দ্রের অমরাবতী-সদৃশ পরম-রমণীয় রাবণ-রাজধানী লঙ্কানগরী দহনদ্বারা, লঙ্কেশ্বর এবং রাক্ষস-বীরগণকে

সিংহ-বিক্রান্ত বানর-বীরগণের রণচাতুর্য্য ও বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া, তিনি কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ সীতাদেবীর দর্শন লাভ এবং স্বর্ণপুরী লঙ্কার দহন-কার্য্য সমাধানন্তর, তাঁহার প্রতীক্ষায় সাগর-তীরে অবস্থিত বানরগণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই স্থান হইতে অঙ্গদাদি বানরশ্রেষ্ঠগণ-সমভিব্যাহারে তিনি কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে স্থানে দশরথ-কুমারদ্বয় এবং কিষ্কিন্ধ্যাপতি সুগ্রীব তাঁহাদিগের প্রতীক্ষায় সোৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। অপরাপর বানর-বীরগণ যে সকল দিগ্‌দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যর্থ-প্রযত্ন হইয়া, বহুপূর্ব্বেই প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে একমাত্র দক্ষিণভাগ-গামী বানরগণের উপর সীতার সংবাদ-লাভের সমগ্র আশা নির্ভর করিতেছিল। তাঁহারা তৎপ্রদেশ-প্রত্যাগত বানরশ্রেষ্ঠ হনূমানের নিকট সীতান্বেষণ ও সীতাদর্শন-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অপার আনন্দ লাভ করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহার সেই নির্ব্বাসিত অবস্থায়, কপিশ্রেষ্ঠ, প্রভু-পরায়ণ হনূমান্‌কে তাঁহার কৃত উপকারের উপযোগী অন্য কোন পুরস্কার প্রদানে অসমর্থ হইয়া, তাঁহাকে প্রীতি-পুলকিত-দেহে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন; এবং বলিলেন "বীরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে ইহাই তোমার পুরস্কার, অন্য পুরস্কার-দানে আমার সামর্থ্য নাই।" অতঃপর রামচন্দ্র বানরশ্রেষ্ঠকে লঙ্কানগরীর প্রাকার-পরিখাদি রক্ষাকার্য্য, রাক্ষস-সেনার সংখ্যা-সামর্থ্যাদি এবং রাবণ-সঞ্চিত বলের বিষয়

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ লঙ্কা-প্রবেশ-কালে সুদক্ষ বীরজনোচিত সতর্কতার সহিত রাক্ষস-নগরী এবং রাক্ষস-বলের সমগ্র জ্ঞাতব্য সংবাদ সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এক্ষণে রামচন্দ্র সমীপে তাহা যথাযথরূপে বর্ণনা করিলেন।

অনার্য্যবীর হনূমান্ একমাত্র বাহুবলেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। প্রভু রামচন্দ্রের কার্য্যকালে তিনি পরম-প্রজ্ঞাশালী সুপরিণামদর্শী বিচক্ষণ, মন্ত্রণা-নিপুণ মন্ত্রীর ন্যায় প্রভুকে পরামর্শ দানদ্বারাও তাঁহার কার্য্যোদ্ধারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। যৎকালে অধর্ম্ম-পরায়ণ, পরদারাপহারী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে নির্ভীকচিত্তে সুপরামর্শ দান-জন্য ধর্ম্ম-পরায়ণ রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ বিভীষণকে অযথা অবমানিত ও তিরস্কৃত হইয়া, লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তৎকালে লঙ্কা অবরোধজন্য বানর-মহাচমূ নিকটবর্ত্তী সাগরতীরে অবস্থিতি করিতেছিল। রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ বিভীষণ ঘোর মনঃক্লেশে ক্ষুব্ধ হইয়া, লঙ্কা-নগরীমধ্যেই স্ত্রী-পুত্রগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্নিহিত বানর-কটকে উপস্থিত হইলেন; এবং রামচন্দ্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। স্বভাবতঃ মায়াবী রাক্ষসকুলের ধর্ম্মাচরণের প্রতি সন্দিহান হইয়া, বানর-বীর-শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব-অঙ্গদাদি রামচন্দ্রের প্রধান অমাত্যবর্গ রামচন্দ্রকে সেই আশ্রয় দানে নিষেধ করিয়াছিলেন। অবশেষে প্রজ্ঞাশালী অমাত্যমধ্যে পরিগণিত হনূমান্‌কে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে, ধীমান্ পবন-নন্দন একাকী বিভীষণের প্রার্থনা সমর্থন করিয়াছিলেন।

মহাত্মা বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন না করিলে, মহাবল লঙ্কেশ্বর দশাননকে পরাজিত ও নিহত করিয়া, সহধর্ম্মিণী সীতার উদ্ধার রামচন্দ্রের পক্ষে সেরূপ সহজসাধ্য হইত না। মহাত্মা হনূমান্ তদ্বিষয়ে প্রভু রামচন্দ্রের আজ্ঞা লাভ করিয়া, তাঁহাকে কি প্রকার সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা রামায়ণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"অপরাপর শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণের অভিপ্রায় প্রকাশের পর সর্ব্ব-শাস্ত্রবিদ্, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ হনূমান্ রামচন্দ্রকে শ্রুতি-সুখকর বাক্যসকল বলিতে লাগিলেন ;—'বাগ্মিপ্রবর! আপনি অসীম-ধীশক্তিসম্পন্ন এবং শাস্ত্রার্থ-নিরূপণে সমর্থ। রাজন্! আমি তর্কপটু, মন্ত্রি-পদবাচ্য এবং অতিশয় বুদ্ধিমান্ বলিয়া, অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল কথা বলিতে প্রবৃত্ত হই নাই। এই গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হওয়ায়, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সেই জন্যই বলিতেছি। রাজন্! আপনার অমাত্যগণ অঙ্গদাদি বিভীষণের দোষ-গুণ নির্ণয় বিষয়ে যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে বহু দোষ পরিদৃষ্ট হইতেছে; বিশেষতঃ এ প্রকার সময়ে তাঁহার চরিত্রাদি পরীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না। এক্ষণে বিভীষণকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়া, সমগ্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ব্যতীত তাঁহার আন্তরিক ভাব এবং বল-বীর্য্যাদির বিষয় কিছুই অবগত হওয়া যাইবে না। বিভীষণ সহোদর রাক্ষসরাজকে সঙ্কটে পতিত দেখিয়াও, যখন অযথাকালে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট আসিয়াছেন,

তখন শঙ্কার কারণ যথেষ্টই আছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু বিভীষণ যে কারণবশতঃ অসময়ে রাবণকে পরিত্যাগ করিয়া, এস্থানে আগমন করিয়াছেন, আমি তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, স্থির-ভাবে শ্রবণ করুন। বিভীষণ রাবণের অশেষ দোষ ও দৌরাত্ম্য, এবং আপনার বহুবিধ গুণ এবং সমধিক বিক্রম দর্শন করিয়া যে, আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমানের কার্য্যই করা হইয়াছে। গুপ্তচর-দ্বারা বিভীষণকে তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়ে মৈন্দ যাহা বলিয়াছেন, সেই বিষয়ও আমি বিচার করিয়া, যে প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন।

'মহারাজ! বিভীষণ বুদ্ধিমান্; সুতরাং অজ্ঞাত-কুলশীল কোন পুরুষ সহসা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। তাঁহাকে চর বলিয়া বুঝিতে পারিলে, যে সুখলাভের আশায় তিনি আপনার সহিত মিত্রতা করিতে আসিয়াছেন, তাহাও দূষিত হইবে। রাজন্! সহসা শত্রুর মনোগত-ভাব সম্যক্ অবগত হওয়া দুঃসাধ্য। অতএব কিছুদিন বিভীষণের আচার-ব্যবহার এবং কথা-বার্ত্তার ভাব-ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই, তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় জানিতে পারিবেন। পরীক্ষাদ্বারা বিভীষণের বাক্যাদিতে আমি কোন অসদভিপ্রায় জানিতে পারি নাই; এবং মুখেও অসন্তোষের কোন চিহ্ন লক্ষ্য করি নাই। সুতরাং তাঁহার চরিত্রের প্রতিও আমার কোন প্রকার সন্দেহ হয় নাই। মহারাজ! বিভীষণ ধূর্ত্তস্বভাব

হইলে, কদাপি শঙ্কাশূন্য হইয়া, প্রসন্নচিত্তে আপনার নিকট আগমন করিতে সাহস করিতেন না; তাঁহার বাক্যেও কোন প্রকার দোষ লক্ষিত হয় নাই। অতএব তাঁহার প্রতি আমার কোন প্রকার সন্দেহ হইতেছে না।

'লোকে মনের ভাব গোপন করিতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, উহা কোন প্রকারেই গুপ্ত থাকিতে পারে না; সে ভাব আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দেশ-কালের বিষয় সম্যক্ বিবেচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পরিণামে সে কার্য্য নিশ্চয়ই সফল হইয়া থাকে। বিভীষণ আপনার রাবণবধে উদ্যোগ এবং লঙ্কেশ্বর রাবণকে বল-গর্ব্বিত, এবং নিতান্ত পাপরত দেখিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনি বালীকে নিহত করিয়া, সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, রাবণ নিহত হইলে, লঙ্কা-রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করিবেন, এই আশাতেই বিভীষণ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন; অতএব তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ধীশালিগণের অগ্রগণ্য! আমি বিভীষণ-চরিত্রের ঔদার্য্য-বিষয়ে স্বীয় শক্তি-অনুসারে যাহা বলিলাম, সমস্তই আপনি শ্রবণ করিলেন; এক্ষণে যেরূপ কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়, তাহাই করুন।'

"সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামচন্দ্র কপীন্দ্র হনূমানের সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিয়া, প্রসন্নচিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন;— 'তোমরা সকলেই আমার মঙ্গল সাধনে সতত যত্নবান্। অতএব বিভীষণের বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর।

বিভীষণ যখন মিত্রতা করিবার নিমিত্ত আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তখন তাঁহার বহু দোষ থাকিলেও, আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না ; এইরূপ আচরণ সাধুগণের নিকট নিন্দনীয় হইবে না'।”

রাক্ষস-বানরে মহাসমর আরম্ভ হইলে, বানরশ্রেষ্ঠ, পবনাত্মজ হনূমান্ বানর-মহাচমূর জীবনস্বরূপ ছিলেন। তিনি যুদ্ধার্থ লঙ্কানগরীর পশ্চিমদ্বারে সন্নিবেশিত হইয়াছিলেন। ধূম্রাক্ষ, রাবণ-কুমার ত্রিশিরাপ্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবীর এবং সহস্র সহস্র রাক্ষসসেনা তাঁহার হস্তে পরাজিত ও শমন-সদনে প্রেরিত হইয়াছিল। একদা রাবণকুমার ইন্দ্রজিতের সহিত মহাযুদ্ধে সমগ্র বানরচমূ মেঘনাদের দ্বারা মথিত ও বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল ; রাম ও লক্ষ্মণ হতচৈতন্য হইয়া, রণভূমিতে নিপতিত হইয়াছিলেন। সুগ্রীবাদি শ্রেষ্ঠ বানর-বীরগণ চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ ও বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ রাত্রিতে উল্কা-হস্তে পতিত ও আহত বীরগণের অনুসন্ধান করিতে করিতে,ধরাশায়ী বীরশ্রেষ্ঠ জাম্ববানের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিভীষণ তাঁহাকে পতিত দর্শন করিয়া, তাঁহার অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জাম্ববান্ বিভীষণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'আমার শরীর শরবিদ্ধ হইয়া, এরূপ অবসন্ন হইয়াছে যে,আমার দর্শনের শক্তি আর নাই ; কেবল আপনার কণ্ঠস্বরদ্বারা আপনাকে বিভীষণ বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। সুব্রত ! যাহাকে পুত্র লাভ করিয়া, অঞ্জনা পুত্রবতী হইয়াছেন, সেই বানরশ্রেষ্ঠ

হনূমান্ কি অদ্য রাক্ষস-বানর-সমরে জীবিত আছে?' জাম্ববানের সেই কথা শ্রবণ করিয়া, বিভীষণ বলিলেন;—'আর্য্য! আপনি রাম-লক্ষ্মণকে উপেক্ষা করিয়া, কি কারণে পবনাত্মজের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনি দশরথ-কুমারদ্বয়, বানররাজ সুগ্রীব, এবং অঙ্গদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন না করিয়া, অঞ্জনা-কুমার হনূমানের প্রতি এতাদৃশ স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহার কারণ কি?' জাম্ববান্ বলিলেন, 'রাক্ষসেন্দ্র! আমি যে কারণবশতঃ কেবল মারুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। যদিও বানরসৈন্য অদ্য নিহতপ্রায় হইয়াছে সত্য, তথাপি বীরশ্রেষ্ঠ মারুতি জীবিত থাকিলে, আপনি কাহাকেও নিহত মনে করিবেন না। কিন্তু পবননন্দন নিহত হইলে, আমরা জীবিত থাকিয়াও, মৃতবৎ হইতাম। তাত! হুতাশনের ন্যায় বীর্য্যবান্, পবনসদৃশ বেগবান্ হনূমান্ যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলেই, আমাদিগের জীবনের আশা হয়।'

হনূমান্ ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববানের সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া,তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহার পদদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। জাম্ববান্ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন;—"বানরব্যাঘ্র! আইস,এক্ষণে এই বানরগণকে জীবন দান কর; এবং মোহাক্রান্ত রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সুস্থ কর। শত্রুদমনকারী পবননন্দন! তুমি মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া, উত্তরাভিমুখে বহুদূর-পথ গমন করিলে, নগরাজ হিমাচল দেখিতে পাইবে; তথায় স্বর্ণময় দুর্গম শৈলবর ঋষভ

ও কৈলাশশিখর-মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত সর্ব্বৌষধিবিশিষ্ট অতুল-প্রভা-সমন্বিত, প্রদীপ্ত ওষধিপর্ব্বত তোমার নয়ন-গোচর হইবে। সেই পর্ব্বতের সানুদেশে দীপ্তিমান্ মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী-নামক চারিটি ওষধি দেখিতে পাইবে। দেখিবে, সেই ওষধিসমূহের শোভায় দশদিক্ আলোকিত হইতেছে। বায়ুনন্দন! সেই সমস্ত ওষধি লইয়া, অবিলম্বে প্রত্যাগমন কর; এবং এই বানর মহাচমূকে জীবিত ও আশ্বস্ত কর।

ঋক্ষরাজ জাম্ববানের সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, বায়ুতনয় বায়ুবেগ-পূরিত মহাসাগরের ন্যায় বলোদ্রেকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন; এবং তিনি রামচন্দ্রকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার নিমিত্ত সেই দুষ্কর-কার্য্যসাধনে গমনজন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি অবিলম্বে সেই উদ্দেশ্য-সাধনজন্য লঙ্কাবক্ষে অবস্থিত ত্রিকূটগিরির শিখরদেশে আরোহণ করিয়া, আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন। বহুযোজন পথ আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া, তিনি অবশেষে হিমাচল লাভ করিলেন। জাম্ববানের নির্দ্ধারিত স্থানে সঞ্জাত ওষধিগণকে নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া, তিনি তৎপ্রদেশের সমগ্র ওষধি এবং বৃক্ষাবলি সমন্বিত এক পর্ব্বতাংশ গ্রহণপূর্ব্বক অবিলম্বে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ত্রিকূট-পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইয়া, বানর-প্রধানগণকে অভিবাদন এবং বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন। বায়ুতনয়দ্বারা আনীত ওষধিসমূহের গন্ধে দশরথ-কুমার রাম-লক্ষ্মণ এবং রণক্ষেত্রে নিপতিত সমগ্র বানর-বীর

অবিলম্বে আরোগ্য লাভ করিয়া উত্থিত হইলেন। যৎকালে রাবণ-নিক্ষিপ্ত শক্তিদ্বারা রামানুজ লক্ষ্মণ হৃদ্দেশে বিদ্ধ হইয়া, গতাসু-প্রায় হইয়াছিলেন, তখনও আবার বায়ুতনয়কে পূর্ব্ববৎ হিমাচলে গমন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ওষধিসকল আনয়ন করিতে হইয়াছিল; এবং তদ্দ্বারাই লক্ষ্মণ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

একদা লঙ্কায় রাক্ষস-বানর-মহাসমরে লঙ্কেশ্বর দশানন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, বানরসেনা ধ্বংস করিতে লাগিলেন। রামানুজ লক্ষ্মণ মহাবল রাবণের গতি রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। রঘুনন্দন রামচন্দ্র বানর-বাহিনীর মহাবীরগণকেও নিপতিত হইতে দেখিয়া, রাবণের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। রথ-বিহীন রামচন্দ্র রথমধ্যে অবস্থিত দশাননকে ভূমিতল হইতে দেখিতে পাইলেন না। তদ্দর্শনে রামানুগত, বীরশ্রেষ্ঠ পবন-তনয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন;— প্রভু! বিষ্ণু যেরূপ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, রাক্ষসকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করুন। পরম ভক্ত পবনাত্মজের সেই প্রস্তাব শ্রবণ, করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তখন তিনি রথমধ্যবর্ত্তী দশাননকে দর্শন এবং তাহার সহিত সমকক্ষভাবে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন। অঞ্জনা-নন্দন পৃষ্ঠে প্রভু রামচন্দ্রকে বহন করায়, স্বয়ং যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া, পুনঃ পুনঃ রাবণ-বাণে আহত হইতে লাগিলেন। রাম কার্য্যসাধনে

রামানুগত বীর হনূমানের কখন আত্মাভিমান পরিদৃষ্ট হয় নাই। প্রভুর কার্য্যসাধনে তিনি কোন কার্য্যই কখন নীচ এবং তাঁহার অযোগ্য বলিয়া, জ্ঞান করেন নাই। আপনার সুখ-দুঃখের প্রতিও তিনি কখন দৃষ্টিপাত করেন নাই। যে প্রকারে হউক প্রভুর কার্য্য সম্পাদন তৎকালে তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমরা দেখিতে পাই।

রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রের রাবণ-পরাজয় এবং সীতার উদ্ধার-সময়ে রাম-পরায়ণ পবন-নন্দন হনূমান্ সকল বিষয়েই তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। লঙ্কেশ্বর রাবণ রামচন্দ্রের হস্তে সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, সেই অদ্ভুত মহাসমরের দর্শকবৃন্দ, দেব-দানবাদি, সুগ্রীবের মন্ত্রণাকৌশল, সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও পবন-তনয় হনূমানের রামভক্তি, এবং বৈদেহীর পাতিব্রত্যের বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে, স্বস্ব আলয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশক্রমে বিশুদ্ধ-স্বভাব রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে স্বহস্তে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান মহাকায় বীরশ্রেষ্ঠ হনূমান্‌কে রামচন্দ্র বলিলেন; -"বাগ্মিবর। তুমি বৈদেহীর নিকট গমন করিয়া, রাবণের নিধন, এবং আমাদিগের বিজয়বার্ত্তা ও কুশল সংবাদ প্রদান কর। কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি তাঁহাকে এই প্রিয়-সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার মঙ্গল-সংবাদ লইয়া, অবিলম্বে প্রত্যাগমন করিবে।"

পবন-তনয় বৈদেহী-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দেবি!

শত্রুবিজয়ী রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত কুশলে আছেন। শত্রু নিহত হওয়ায়, তিনি সফল-মনোরথ হইয়া,আপনাকে কুশল-সংবাদ পাঠাইয়াছেন। দেবি, ধর্ম্মজ্ঞে! আপনাকে শুভ-সংবাদ প্রদান করিয়া, আবার আনন্দিত করিতেছি।" জনক-নন্দিনী সেই আনন্দ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া বলিলেন ;—"হনূমান্! তোমার ন্যায় প্রিয় সংবাদদাতাকে প্রদান করিতে পারি, এরূপ কি পুরস্কার আছে, তাহা আমি পৃথিবীমধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। মারুতে! অপরিমিত সুবর্ণ, বহুবিধ রত্নরাজি, অথবা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের রাজত্ব প্রদানও তোমার উপযুক্ত পুরস্কার নয়।" জানকী সস্নেহে সেই সকল কথা বলিলে, বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, তাঁহাকে বলিলেন ;—"অনিন্দিতে সীতে! আপনি পতিহিতৈষিণী, সতত স্বামীর বিজয়াভিলাষিণী ; আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠা রমণীই এই প্রকার স্নেহপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ ; অন্যের সাধ্য কি ? দেবি! আপনার এই স্নেহগর্ভ বাক্য, বিবিধ রত্নরাজি অথবা দেবরাজ্য হইতেও অধিক। রামচন্দ্রকে শত্রুশূন্য, বিজয়ী ও সুস্থির দর্শন করিয়া, আমার দেবরাজ্য লাভ হইয়াছে।"

সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া, অযোধ্যা-প্রত্যাগমনকালে রামচন্দ্র অযোধ্যা-সন্নিহিত ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইয়া,অযোধ্যা-নগরীর কুশল, এবং ভরতের মনের ভাব অবগত হইবার নিমিত্ত বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্‌কেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। মানব-হৃদয় কখন আশঙ্কাশূন্য নহে ; সেই জন্যই ন্যায়নিষ্ঠার সমুজ্জ্বল আদর্শ,

দেবোপম-চরিত্রবান্ ভরতের ন্যায় ভ্রাতার চরিত্রেও রামচন্দ্র সন্দিহান হইয়াছিলেন; এবং সেই সন্দেহ ভঞ্জনের ভার তাঁহার চির বিশ্বস্ত অনুচর পবনতনয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়



আশ্রিতের প্রতি কর্ত্তব্য।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মাতা, পিতা, শিক্ষাদাতাপ্রভৃতি গুরু; পত্নী এবং সন্তানগণপ্রভৃতি আশ্রিতবর্গ; আত্মীয়বন্ধুপ্রভৃতি অভ্যাগত; অতিথি এবং অগ্নি, এই নয়টি আমাদিগের পোষ্যবর্গ-মধ্যে পরিগণিত। পোষ্যবর্গের যথাশক্তি পালনই পরলোকে স্বর্গলাভের প্রশস্ত উপায়; তাঁহাদিগের পীড়নে নরকগামী হইতে হয়। * পোষ্যবর্গের যথাশক্তি যত্ন ও পালন কেবল যে শাস্ত্রানুসারেই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহা নহে; সেই কর্ত্তব্যের যথাযথ পালন, পরলোকের ন্যায় ইহলোকেও আমাদিগের সর্ব্ববিধ সাংসারিক সুখ-শান্তি-লাভের একমাত্র উপায়। ঐ পোষ্যবর্গের অভাবে মানব ধনশালী হইলেও, সাংসারিক সুখ-লাভে বঞ্চিত হয়। পোষ্যবর্গের অপালনে উচ্চ নীচ সকল মানবকেই লোক-সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণার্হ হইতে হয়।

---

* ১। ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্ যত্নেন তং ভরেৎ॥

২। মাতা পিতা গুরুঃ পত্নী ত্বপত্যানি সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতো হতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গা অমী নব॥

ভগবৎ দত্ত বিবেকশক্তি যাহাদিগের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয় নাই, সে সকল মানবকে সেই মহাশক্তিশালী বিবেকের তাড়নাও অনেক সময় সহ্য করিতে হয়; এবং স্বতঃই আত্মগ্লানি তাহাদিগের হৃদয়ে উদিত হইয়া, তাহাদিগকে সময় সময় অবসন্ন করে।

বার্দ্ধক্যে জরাগ্রস্ত ও শক্তিহীন মাতা-পিতাকে পুত্রের আশ্রিত হইতে হয়; তাঁহাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শিক্ষাদাতাপ্রভৃতি গুরু এক্ষণে আশ্রিত-মধ্যে পরিগণিত নহেন। স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মানবের আসক্তি স্বভাবতঃই প্রবল। এই কারণবশতঃ সেই শ্রেণীর পোষ্য-বর্গের প্রতি কর্ত্তব্যহানি আমাদিগের দেশে প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। হিন্দু-সমাজে বহুবিবাহ-প্রথা অদ্যাপি অল্লাধিক-পরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। সেই জন্য যে সকল মানব একাধিক স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যহানি ঘটিবার সম্ভাবনা। সেই কর্ত্তব্যহানি এক পত্নীর প্রতি অনুরাগ, এবং অপরের প্রতি অনাদর, অথবা বহুপত্নী পালনে অসমর্থতা-বশতঃও হইয়া থাকে। বহুপত্নীত্ব বঙ্গদেশ হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; সুতরাং সে প্রকার কর্ত্তব্যহানিও সেই সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে। যে সকল মানব প্রথম পত্নীর বিয়োগ-জন্য অপর স্ত্রী গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেই অনেককে প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণের প্রতি সন্তানোচিত কর্ত্তব্য-পালনে অনেক সময় পরাঙ্মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুশিক্ষিত

মানবের মধ্যেও এই প্রকার কর্ত্তব্যহানি আমাদিগের দেশে বিরল নহে; এবং এই শ্রেণীর স্ত্রী-বশীভূত কর্ত্তব্যহীন মানবের জীবন কোন প্রকারেই প্রশংসনীয় নহে; এবং সেই কর্ত্তব্যহানির ফলও অনেক সময় সেই মানবের পক্ষে সর্ব্ব-প্রকারেই অশুভজনক হইয়া থাকে।

অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ, নিরুপায় বিধবাদি আত্মীয় স্বজনকে আমাদিগের দেশে অনেক সময় আশ্রিতরূপে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ হইলেও, আশ্রয়-দাতার উপকার সাধনে অসমর্থ নহেন; এবং সে প্রকার উপকার আশ্রয়দাতা সাধারণ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অথবা বেতন-ভোগী ভৃত্যের নিকট কখন আশা করিতে পারেন না। কুরু-পিতামহ ভীষ্ম, এবং ধর্ম্মাত্মা মহামতি বিদুর অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াও ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রিত রূপে, জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রিত হইলেও, সমগ্র কুরুকুলের রক্ষক বলিয়া, পরিগণিত হইতেন। আশ্রয়দানজন্যই মহারথ ভীষ্মের সহায়তা লাভ করিয়া, কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তৎপুত্র দুর্য্যোধন মহাবল, কেশব-সহায় পাণ্ডবগণের সহিত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রবৃত্ত হইবার সাহস করিয়াছিলেন। কৌরব-রাজসভায় মহাত্মা ভীষ্ম, এবং ন্যায়-নিষ্ঠ বিদুর কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কুরুকুল-হিতাকাঙ্ক্ষী ঐ মহাত্মদ্বয় সতত কুরুকুলের হিতসাধনে নিরত থাকিতেন। তাঁহারা সেইজন্য নির্ভীকচিত্তে কুরুকুলের হিতজনক সুপরামর্শ-দানে

কখন কুণ্ঠিত হইতেন না। বেতনভোগী সাধারণ মন্ত্রী প্রভুর বিরাগভয়ে কোন কোন সময়, সেই প্রকার নির্ভীকচিত্তে কালোচিত সুপরামর্শ-দানে সমর্থ হন না। অনেক সময় তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বার্থের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়। কিন্তু মহাত্মা ভীষ্মাদির ন্যায় আশ্রিত আত্মীয়গণের আশ্রয়দাতার স্বার্থরক্ষাই স্বীয় স্বার্থমধ্যে পরিগণিত। সেই জন্য তাঁহারা সকল সময়েই সম্পূর্ণ-নিঃস্বার্থ-ভাবে সুপরামর্শ-দানে সমর্থ। সুতরাং সে প্রকার সদুপদেশের মূল্য এবং কার্য্যকরী শক্তি সামান্য নহে। মহাত্মা বিভীষণ লঙ্কেশ্বর-রাবণের অনুজ, এবং আশ্রিত ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের হিত-সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহাকে সীতা-প্রত্যর্পণজন্য নির্ভীকচিত্তে সদুপদেশ প্রদান করায়, জ্যেষ্ঠের নিকট অবমানিত এবং অযথা তিরস্কৃত হইয়া, সে আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাক্ষস-সভা পরিত্যাগ-কালে মহাত্মা বিভীষণ জ্যেষ্ঠকে বলিয়াছিলেন ;—"মহারাজ! সর্ব্বদা প্রিয়বাদী পুরুষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু হিতকর অপ্রিয় বাক্যের বক্তা, এবং শ্রোতা উভয়ই অতি দুর্ল্লভ *।

পতিপুত্র-বিহীনা, বিধবা স্ত্রীগণকে অনেক সময় শ্বশুর অথবা পিতৃকুলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের আশ্রিতরূপে জীবন যাপন করিতে হয়। সেইপ্রকার অবস্থায় পতিত হইয়া,

* পুরুষাঃ সুলভা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ॥
রামায়ণ

তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখেই চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইতে হয়। কিন্তু সংসারে তাঁহারা নির্লিপ্ত হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের সংসারের বন্ধন পতিপুত্র নাই, আপনার সংসার নাই; সাংসারিক সুখের আর আশাও নাই। তাঁহারা তখন পরের সংসার আপনার করিয়া লইয়া, সেই সংসারের যথাশক্তি মঙ্গল সাধনে স্বীয় জীবন নিয়োজিত করেন। সেই প্রকার নিঃস্বার্থ পরোপকার-সাধন এ জগতে আর অন্য কোন দেশেই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহারা যে সংসার আশ্রয় করিয়া, জীবন অতিবাহিত করেন, অর্থে এবং সামর্থ্যে সেই সংসারের মঙ্গল-সাধনই তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়। সংসার-সুখ-ভোগে চির-বঞ্চিতা, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বিনী হিন্দু-বিধবাগণ সেই সংসারে রোগশয্যায় মাতার ন্যায় আন্তরিক-যত্নসহকারে, নিঃস্বার্থভাবে রোগীর সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে, সেই কার্য্যসাধনজন্য তাঁহারা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিতেও কখন কাতর হন না। সে প্রকার সেবা-যত্ন অনেক সময় রোগীর গর্ভধারিণী মাতার পক্ষেও অসম্ভব হইয়া পড়ে; দাস দাসী অথবা অপর আত্মীয়-স্বজনের ত কথাই নাই। গৃহ-স্বামীর পাক-শালার অধিকাংশ ভার তাঁহাদিগের স্কন্ধেই পতিত হয়। সে প্রকার সযত্নে রন্ধন, এবং পরিবারবর্গকে আহার প্রদান, বেতনভোগী পাচক-পাচিকার নিকট কখন আশা করিতে পারা যায় না। সংসারের ক্রিয়াকলাপ এবং আনন্দোৎসবের সময়

তাঁহাদিগের অকাতর পরিশ্রমেই সেই সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। তাঁহারা যে সংসার আশ্রয় করিয়া, জীবন অতিবাহিত করেন, সে সংসারের গৃহস্বামীকে সাংসারিক প্রায় কোন কার্য্যেই কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না ;—অনেক সময় তাঁহার দাস-দাসীরও প্রয়োজন হয় না। পরোপকারজন্য উৎসর্গীকৃত-জীবন এই সকল হিন্দু-বিধবা মানবী হইলেও, ধরাতলে দেবীর ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পূজনীয়া। তাঁহাদিগের সযত্নে ভরণ-পোষণ এবং অসময়ে সেবাযত্ন গৃহ-স্বামীর শ্রেষ্ঠ-কর্ত্তব্যমধ্যে গণনীয়।

আমাদিগের আবাসভূমি এই অবনীমণ্ডলই জগদীশ্বরের একমাত্র রাজ্য নহে ; তিনি অনন্ত রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহার অপর কোন রাজ্যের ব্যবস্থার বিষয় আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, তিনি মানবের আবাসভূমি এই ভূমণ্ডল একটি বিশাল বিনিময়ক্ষেত্র করিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার সহিতও আমাদিগের যে প্রকার সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতেও আমরা সতের বিনিময়ে সৎ, এবং অসতের বিনিময়ে অসৎ ফলই লাভ করিতেছি। কখন সতের বিনিময়ে অসৎ, অথবা অসতের বিনিময়ে সৎ বস্তু আমরা লাভ করিতে পারি না। আমাদিগের স্থাপিত রাজ্য, সমাজ ও পরিবার সমস্তই সেই বিনিময়ের নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। কদাচিৎ সেই বিনিময়-প্রথার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইলে, সে ব্যতিক্রমও সাধারণ বিধিরই অন্তর্গত ;—তাহার বিরোধী নহে। আমাদিগের

মধ্যে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ সেই বিনিময়-প্রথার উপরই সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত।

রাজ্যেশ্বর, ভূম্যধিকারী এবং ব্যবসায়িপ্রভৃতি ভূমণ্ডলের ধনশালী মানবগণ স্বকীয় সুবিস্তৃত কার্য্যের পরিচালনা, সন্তান-বর্গের শিক্ষাদান, এবং গৃহ-কার্য্য সম্পাদনপ্রভৃতি সমগ্র-কার্য্য একাকী অথবা কেবল স্বীয় পরিবারবর্গের সাহায্যে সম্পাদন করিতে কখন সমর্থ নহেন। সেই সকল কার্য্যের গুরুত্বানুসারে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা উচ্চ নীচ, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেতন-ভোগী বহু মানব নিযুক্ত করিতে হয়। বেতনপ্রার্থী, হীনাবস্থ, এবং নিতান্ত দুঃস্থ বহুমানব জীবিকা লাভের জন্য বেতনের বিনিময়ে ঐ সকল প্রভুর কার্য্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। বহু সুশিক্ষিত, উচ্চ-পদস্থ মানবও কেবল সম্মান লাভের জন্য বেতন গ্রহণ করিয়া, ভূমণ্ডলের রাজ্যেশ্বরগণের রাজকার্য্য-পরিচালনে সহায়তা করেন। প্রভু-ভৃত্যের এই প্রকার সম্বন্ধ বিনিময়-মূলক হইলেও, তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্পাদ্য গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

সাধারণ ভৃত্যের পক্ষে প্রভুকার্য্য সম্পাদনের কারণ বেতন হইলেও, সেই সঙ্গে প্রভু-কার্য্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক যত্ন-চেষ্টাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা ভিন্ন কোন কার্য্যই কখন সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। সেই আন্তরিক যত্নই প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য-সাধন। প্রভুর পক্ষেও তাঁহার কার্য্য-সাধনজন্য ভৃত্যকে কেবল বেতনপ্রদানই যথেষ্ট

বিনিময় নহে। ইঁহাকেও ভৃত্যের নিকট আন্তরিক যত্ন-চেষ্টা লাভের নিমিত্ত ভৃত্যের প্রতি সর্ব্বদা সস্নেহ, সদয়-ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা তিনি কখন ভৃত্যের আন্তরিক চেষ্টা-যত্ন লাভ করিতে পারিবেন না; এবং তাঁহার কার্য্যও কখন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে না। বেতনভোগী ভৃত্যের নিয়োগ-কালে তাঁহার সাহায্যে ভৃত্যের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযুক্ত বেতন নির্দ্ধারণ যেরূপ প্রয়োজনীয়,কার্য্যকালে তাঁহার প্রতি সতত সদয়-ব্যবহার তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়, এবং কার্য্যকর। নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর ভৃত্যগণও সকল প্রভুরই দয়া ও স্নেহের পাত্র; কারণ তাহারাও তাঁহার পোষ্যবর্গমধ্যে পরিগণিত। তাহারা নিতান্ত দুঃস্থ হইলেও, তাঁহার ন্যায়ই মানব; ভাগ্যদোষে দুরবস্থায় পতিত হইয়া, জীবিকা-লাভের জন্য তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারাও তাঁহার ন্যায় মানব-সুলভ ভ্রম-প্রমাদে এবং রোগে-শোকে পতিত হইবে, তাহাও প্রভুর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আচার্য্য মহারথ দ্রোণ নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়া, কৌরব-কুমারগণের শস্ত্রাচার্য্যের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনিই কুরুকুলের একজন প্রধান সহায় বলিয়া, পরিগণিত হইয়াছিলেন। গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত সামান্য ভৃত্যের নিকটও আমরা অনেক সময় অসীম উপকার লাভ করিয়া থাকি; অনেক সময় প্রভু-পরায়ণ, সামান্য ভৃত্যের দ্বারা প্রভুর জীবনও রক্ষিত হয়। প্রভু-পরায়ণ ভৃত্য প্রভুকে বিপন্ন দেখিলে, আপনার জীবনের

প্রতি দৃক্‌পাত করে না; তখন প্রভুর জীবন-রক্ষাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়। ভৃত্যের এই প্রকার প্রভু-পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার বিনিময় বেতন নহে। তাহারা এ জগতে শারীরিক শ্রমের দ্বারা প্রভুর সেবা করিয়া, জীবিকা অর্জ্জন ও জীবন অতিবাহিত করিতে আসিয়াছে; এবং এক্ষণে জগতে প্রভুরও অসদ্ভাব নাই। তাহাদিগের শারীরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলে, যে প্রভুর নিকট গমন করিবে, তাঁহার নিকটই বেতন লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু যে প্রভুর নিকট দয়া ও স্নেহ লাভ করিবে, তাঁহার প্রতিই অনুরক্ত হইবে; এবং সেই প্রভুকে সহজে পরিত্যাগ করিবে না। অতএব প্রভুর দয়া ও স্নেহই ভৃত্যের প্রভু-পরায়ণতা এবং বিশ্বস্ততার প্রকৃত বিনিময়; সেই বিনিময় বেতনমাত্র নহে।

ভৃত্যকে প্রভু-পরায়ণ এবং বিশ্বস্ত করিতে হইলে, প্রভুকে সতত সেই দিকে দৃষ্টি রক্ষা করিতে হইবে। অভাবের জন্যই মানব প্রভু-সেবায় জীবন নিযুক্ত করিতে বাধ্য হয়। স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া, কেহই পর-সেবায় জীবন নিয়োজিত করে না; কারণ সেবার ন্যায় নীচবৃত্তি এ জগতে আর নাই। অতএব অভাবে পতিত হইয়া, যে সকল হতভাগ্য মানব দাসত্ব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, সেই সকল আশ্রিত ভৃত্য যাহাতে পরিবারবর্গের সহিত, অভাবে ও রোগে-শোকে পতিত হইয়া, ক্লেশ না পায়, তাহার প্রতি প্রভুর সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা, অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ভৃত্য রোগে অথবা বার্দ্ধক্যবশতঃ কার্য্যে অক্ষম হইলে, তাহার

প্রতিপালনের সুব্যবস্থা করাও, প্রভুর একটি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। দাসত্বজীবী হতভাগ্য মানব প্রভুর দয়া এবং এই সকল গুণের বিষয় অবগত হইলে, স্বতঃই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইবে; এবং নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে তাঁহার কার্য্য, সতত স্বীয়-কার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, সযত্নে সম্পাদন করিবে। তাহার ফলে প্রভুও সর্ব্ব-প্রকারেই লাভবান্ হইবেন। অনুরক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যবর্গের প্রতি কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া, তিনি নিশ্চিন্তমনে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবেন; এবং জগতে তাঁহার মানব জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যও সেই সঙ্গে সাধিত হইবে।

অতিথি ও বিপন্ন জীব।

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর জীবিকা-প্রার্থী মানবভিন্ন অপর দুই শ্রেণীর আশ্রিত জীব আমরা এ জগতে দেখিতে পাই। তাহা-দিগের মধ্যে এক শ্রেণী বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, বিপদ্-মুক্তির আশায় কোন শক্তিশালী পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; এবং বিপদ্-মুক্ত হইয়া, যথা-স্থানে গমন করে; স্থায়িভাবে অথবা অধিক দিন তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থান করে না। অপর শ্রেণী আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সহায় গৃহপালিত পশুগণ। তাহারা যাবজ্জীবন আমাদিগের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া, যথাসাধ্য আমাদিগের উপকার সাধন করে। বিপন্নকে আশ্রয়

দান এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করা মানব-জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আরববাসিগণ আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন শত্রুকেও আশ্রয় দানে কখনও পরাঙ্মুখ হন না। আরববাসিগণের আতিথেয়তা জগৎ-মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন হিন্দুগণও আতিথ্য-সৎকারে কখন পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অতিথিসেবা হিন্দু-গৃহস্থের একটি শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত ছিল। গৃহস্থাশ্রমবাসী মানব. জীবের এই প্রকার উপকার সাধন করিতে সতত সমর্থ বলিয়া, হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে চতুরাশ্রম-মধ্যে গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ-স্থান লাভ করিয়াছে। প্রাচীনকালে মহাত্মা আর্য্যগণ শরণাগত, বিপন্ন, ক্ষুদ্র জীবের জীবন রক্ষার জন্যও কি প্রকার অকাতরে জীবন দান করিতেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত মহাভারতের অংশ হইতে দেখিতে পাইব।

রাজা উশীনর।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, 'পিতামহ! জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণী শরণাপন্ন হইলে, যাঁহারা তাহাদিগকে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগের কিরূপ ফল-লাভ হয়, তাহা আপনি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন; আমার শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।'

"ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস! আমি এই উপলক্ষে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। একদা এক প্রিয়দর্শন

কপোত এক শ্যেন-পক্ষীকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, ভয়-ব্যাকুল-মানসে নভোমণ্ডল হইতে শিবিরাজ মহাত্মা উশীনরের ক্রোড়ে নিপতিত এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তখন পবিত্র-স্বভাব মহারাজ শিবি সেই নীলোৎপল-সদৃশ, শ্যামরূপ, প্রিয়দর্শন কপোতকে প্রাণভয়ে শরণাপন্ন দেখিয়া, আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন ; 'বিহঙ্গম! তোমার ভয় নাই ; তুমি কি কারণে নিতান্ত ভীত ও উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া, এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তাহা ব্যক্ত কর। ঐ দেখ রক্ষাধ্যক্ষ তোমার অগ্রে অবস্থান করিতেছে ; এক্ষণে কেহই তোমাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি আশ্বস্ত ও ভয়হীন হও। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদয় কাশীরাজ্য এবং জীবনপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি'।

"মহারাজ শিবি কপোতকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমন সময় সেই শ্যেন-পক্ষী তথায় উপস্থিত হইয়া, নরপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল ; 'মহারাজ! এই মৃতকল্প কপোত আমার ভক্ষ্য। বহুযত্নে আমি ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব ইহাকে রক্ষাকরা আপনার কদাপি কর্ত্তব্য নহে! আপনি আমার আহারের ব্যাঘাত করিবেন না। আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি ; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া, এই কপোতকে পরিত্যাগ করুন। আপনি আপনার অধিকারস্থ মানবগণেরই প্রভু ; ক্ষুধার্ত্ত খেচরগণের প্রতি আপনার প্রভুত্ব করিবার কোন অধিকার নাই। শত্রু, স্বজন ও ইন্দ্রিয়সমুদয়কে

দমন এবং ব্যবহার-বিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশকরা আপনার কর্ত্তব্য বটে! কিন্তু বিমানবিহারী বিহগকুলের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ-করা, আপনার কদাপি বিধেয় নহে। আমি আপনার শত্রু নহি; তথাচ যদি আপনি আমাকে আমার ভক্ষ্যবস্তু প্রদান না করেন, তাহা হইলে, অবশ্যই আপনাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে।'

"শ্যেনপক্ষীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণে মহারাজ শিবি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, কিয়ৎক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; তৎপরে কহিলেন, 'বিহঙ্গম! তোমার ক্ষুধাশান্তি এবং তৃপ্তি-সাধনজন্য আমি তোমাকে বৃষ, বরাহ, মৃগ অথবা মহিষের মাংস প্রদান করিতেছি; তদ্দ্বারা ক্ষুধা শান্তি কর। কিন্তু আমি শরণাগত-প্রতিপালনরূপ মহাব্রত কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।'

"তখন শ্যেন কহিল,'মহারাজ! আমি বৃষ বরাহাদি জন্তুর মাংস ভক্ষণ করি না। দেবগণ কপোতদিগকেই আমাদিগের ভক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শ্যেন-পক্ষীরা যে কপোতদিগকে ভক্ষণ করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এক্ষণে যদি এই কপোতের প্রতি আপনার নিতান্ত স্নেহ হইয়া থাকে, তাহা-হইলে আপনি এইকপোত-পরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস আমাকে প্রদান করুন!'

"শ্যেনের সেই কথা শ্রবণ করিয়া,মহারাজ শিবি কহিলেন;— 'বিহগরাজ! অদ্য তুমি আমাকে এইপ্রকার আদেশ করিয়া, আমার প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে। আমি

অবিলম্বেই তোমাকে কপোত-পরিমিত স্বীয় গাত্রমাংস প্রদান করিতেছি।' তখন মহাত্মা শিবি তুলাদণ্ড সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার এক দিকে কপোতকে সন্নিবেশিত করিয়া, অপর দিকে স্বীয় মাংস ছেদনপূর্ব্বক সংস্থাপিত করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ সেই সংবাদ শ্রবণমাত্র হাহাকার করিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদিগের এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যবর্গের ক্রন্দন-কোলাহলে রাজভবন পূর্ণ হইয়া উঠিল। নরপতির সত্যপালন-প্রভাবে সে সময় সমগ্র নভোমণ্ডল মেঘাবৃত, এবং ধরণী বিচলিত হইল। মহারাজ শিবি ক্রমে ক্রমে পার্শ্বদ্বয়, বাহুদ্বয় এবং ঊরুদ্বয় হইতে সমগ্র মাংস ছেদন করিয়া, তুলাদণ্ডে প্রদান করিলেন; তথাপি উহা কপোত-পরিমিত হইল না। পরিশেষে যখন তাঁহার দেহ অস্থিমাত্রাবশিষ্ট হইল, তখন তিনি স্বয়ং রুধিরাক্ত কলেবরে তুলাদণ্ডের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন।

"মহারাজ শিবি তুলাদণ্ডে আরোহণ করিবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদিগের সহিত সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগণ ভেরী ও দুন্দুভি-ধ্বনি করিয়া, তাঁহার মস্তকে অমৃত ও পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শিবি-রাজ উশীনর সেই সৎকার্য্য-প্রভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গীয়-বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তুমি সেই মহাত্মা শিবিরাজের ন্যায় শরণাগত ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হও। যে ব্যক্তি

ভক্ত, অনুরক্ত এবং আশ্রিতদিগকে রক্ষাকরেন, তিনি পরলোকে নিশ্চয়ই অশেষ-সুখ-ভোগের অধিকারী হন। যে মহীপাল, সৎ-স্বভাবসম্পন্ন এবং শিষ্টাচারনিরত হইয়া, কপটতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। সেই বিশুদ্ধ-স্বভাব, সত্য-পরাক্রম, কাশীরাজ শিবি স্বীয় সৎকার্য্য-প্রভাবে ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি শরণাগত জীবকে রক্ষা করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার ন্যায় পরলোকে সদ্‌গতি-লাভ হয়।

রাজা যুধিষ্ঠিরের আশ্রিত-বাৎসল্য।

কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে পাণ্ডবগণের জয়লাভের কিয়ৎকাল-পরে শক্রুর অপরাজেয়, দুর্দ্দান্ত যাদবগণ জ্ঞাতি-বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন। তৎপরেই আদর্শপুরুষ বৃষ্ণিবংশ-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করিলেন। অর্জ্জুনের নিকট বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকে, দুঃখে নিতান্ত কাতর এবং সংসারে বীতরাগ হইয়া, সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক মহা-প্রস্থানের জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার অনুজগণ এবং পতিসেবাপরায়ণা পাঞ্চালীও যুধিষ্ঠিরের অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অতঃপর তাঁহারা অভিমন্যু-তনয়, বালক পরীক্ষিৎকে

হস্তিনারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, পাণ্ডবানুগত, ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ধর্ম্মাত্মা যুযুৎসুর হস্তে রাজ্যশাসন, এবং আচার্য্য কৃপের প্রতি পরীক্ষিতের ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া, রাজ্য এবং সংসার-সুখভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। বনগমন-কালে তাঁহারা রাজোচিত দিব্যাভরণাদি পরিত্যাগ এবং তৎকালোচিত বল্কল ধারণ করিয়া, হস্তিনানগর হইতে বহির্গত হইলেন। পুরবাসী এবং নগরবাসী লোক-সমুদয় তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। সেই সময় একটি কুকুরও তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছিল। কিয়দ্দূর অনুগমনের পর পুরবাসী ও নগরবাসিগণ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, স্ব স্ব আবাসে গমন করিল; কিন্তু কুকুর প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে পদব্রজে বহুজনপদ, বহু দেশ, ও বহু নদনদী অতিক্রম করিয়া, অবশেষে নগরাজ হিমাচল-সমীপে উপস্থিত হইলেন। হিমাচল অতিক্রম করিলে পর, তাহার অপর-পার্শ্ববর্ত্তী বালুকাময় মরুপ্রদেশ, এবং সুদূরবর্ত্তী সুমেরু-পর্ব্বত তাঁহাদিগের নয়নপথে নিপতিত হইল। কুকুরও তাঁহাদিগের সহিত সেইস্থানে উপস্থিত হইল। সেই সময় চিরদিন সুখসংবর্দ্ধিতা, পাণ্ডবমহিষী পাঞ্চালী পদব্রজে বহুপথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া, ধরাতলে নিপতিত হইলেন; এবং সেই স্থানেই তাঁহার মানবলীলা সমাপ্ত হইল। এই প্রকারে, গমন করিতে করিতে, পথিমধ্যে ক্রমে ক্রমে সহদেব, নকুল, অর্জ্জুন এবং অবশেষে ভীমসেনও ভূমিতলে নিপতিত

হইয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্ম-নন্দন এই প্রকার অবস্থায় কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, দেবরাজ পুরন্দর স্বয়ং দেবরথে আরোহণ করিয়া, যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে সেই রথে আরোহণ করিয়া, দেবরাজ্যে গমনজন্য অনুরোধ করিলেন।

দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ভূমিতলে নিপতিত ভ্রাতৃগণ এবং পতিপরায়ণা পাঞ্চালীকে পরিত্যাগ করিয়া, আমার স্বর্গ-গমনে কিছুমাত্র বাসনা নাই।' ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুররাজ তাঁহাকে বলিলেন;—'ধর্ম্মরাজ! তোমার ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদী মানবদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তুমি এই নরদেহেই স্বর্গে গমন করিয়া, তাঁহাদিগের দর্শনলাভ করিবে।' দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন;—'দেবরাজ! এই কুকুর আমার একান্ত অনুগত; অতএব ইহাকেও স্বর্গারোহণে অনুমতি প্রদান করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আমার নিতান্ত নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে।' ধর্ম্মনন্দনের অনুরোধ শ্রবণ করিয়া, দেবরাজ বলিলেন; 'ধর্ম্মরাজ! অদ্য তুমি অতুল সম্পদ, পরমসিদ্ধি, অমরত্ব, এবং আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে; অতএব এই কুকুরকে অচিরাৎ পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমনকরা তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে, তোমার কিছুমাত্র নৃশংস-ব্যবহার করা হইবে না।' দেবরাজ শত-প্রলোভনেও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই কর্ত্তব্য-পথ হইতে

বিচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেন না। ধর্ম্মরাজ কোনক্রমেই সেই আশ্রিত কুকুরকে পরিত্যাগ করিয়া, দেবরাজ-রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গপ্রবেশে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার নিকট আশ্রিতের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্যসাধন স্বর্গ-লাভাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া, বিবেচিত হইয়াছিল।

প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য।

সমগ্র সভ্য জগতে প্রথিত-নামা, ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-শোভিত অতুলনীয় রাজসভার শ্রেষ্ঠ-রত্ন, মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ-মহাকাব্যে সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ রঘুর রাজোচিত গুণগ্রামের বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন, "তথৈব সোঽভূদন্বর্থো রাজা প্রকৃতি-রঞ্জনাৎ" প্রকৃতি-রঞ্জন-দ্বারা মহারাজ রঘু সার্থক রাজোপাধি লাভ করিয়াছেন। সেই প্রজারঞ্জন-জন্যই রঘু-কুলতিলক রাজা রামচন্দ্রকে তাঁহার একমাত্র মহিষী, জগতে নারীকুলের আদর্শভূতা, লক্ষ্মী-স্বরূপা, পতিপ্রাণা সীতাদেবীকেও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সীতা-নির্ব্বাসনের সহিত অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের মানব জীবনের সমগ্র সুখশান্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনই আদর্শ হিন্দু-নরপতিগণের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। অযোধ্যাপতি

রামচন্দ্র, এবং ইন্দ্রপ্রস্থপতি যুধিষ্ঠির আর্য্যজাতির সেই আদর্শ নরপতি। ভারতবাসী হিন্দুজাতির হৃদয়ে সেই প্রকার আদর্শ নরপালের গুণগ্রাম অদ্যাপি সর্ব্বদাই জাগরূক রহিয়াছে।

প্রজাকুলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানজন্যই রাজপদের সৃষ্টি ও গৌরব এবং নরপালের উৎপত্তি। নরপালের নিমিত্ত প্রজার সৃষ্টি হয় নাই। বহুমানবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান, বড়ই গুরুতর ভার; সেই গুরুভার সযত্নে আনন্দিতচিত্তে বহনকরা রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য-সাধনজন্যই তিনি বহু উচ্চতর, সমুন্নত চরিত্রবান্, সুপণ্ডিত মানবের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। সেই কর্ত্তব্যভার যথাযথরূপে সম্পাদনজন্য রাজ্যবাসী প্রজাকুল যাহাতে শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে; কোন বহিঃশত্রু দেশমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া, তাহাদিগের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের সুযোগ প্রাপ্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা রাজার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। জগতে পররাজ্য-লোলুপ, পরাক্রান্ত নরপতির অভাব নাই। নরপালকে স্বরাজ্য-রক্ষার্থ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ নীতির মধ্যে যে কোনটি প্রয়োজনানুসারে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত সতত প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

প্রকৃতিপুঞ্জ বহিঃশত্রুর আক্রমণ-অত্যাচার হইতে সতত সুরক্ষিত হইলেও, স্বরাজ্যমধ্যেও তাহাদিগের অশান্তির যথেষ্ট কারণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। রাজ্যবাসী অসংখ্য মানবের মধ্যে সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ এবং শান্তপ্রকৃতি হইবে, তাহা কখন

সম্ভব হইতে পারে না। জগতের সভ্য, অসভ্য সর্ব্ব-দেশেই পরপীড়ক দস্যুতস্করাদি দুর্ব্বৃত্তগণ, এবং ধর্ম্মজ্ঞান-হীন প্রবল মানব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সকল দুরন্ত দস্যু-তস্কর এবং পরপীড়ক পরাক্রান্ত প্রজার অত্যাচার হইতে রাজাকে দুর্ব্বল, নিরপরাধ প্রজাগণকে সতত রক্ষা করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য সাধননিমিত্ত নরপালকে সুযোগ্য রাজ-বিধির গঠন এবং সেই সকল রাজ-বিধি যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য সুদক্ষ, ধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত করিতে হইবে। রাজবিধি প্রজার অনুকূল এবং কর্ম্মচারিবর্গ কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ না হইলে, প্রজাগণ কখন সুখশান্তি ভোগ করিতে পারে না; বরং প্রপীড়িতই হইয়া থাকে। * দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনই রাজধর্ম্ম। নরপাল স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, কঠোর-রাজ-বিধি এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান-হীন কর্ম্মচারিবর্গের দোষে দেশমধ্যে অশান্তি উৎপাদিত হইতে পারে।

প্রজাগণকে ধর্ম্মপরায়ণ এবং সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয় করিবার নিমিত্ত সমগ্র সাধারণ-প্রজার শিক্ষা-বিধানের সুব্যবস্থাও রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য। প্রজাগণের জীবনযাত্রা যাহাতে সুচারুরূপে

* শরীর-কর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥
মনুঃ।

শরীরকে ক্লেশ দিলে, যেমন প্রাণ ক্ষীণ হয়, সেইরূপ প্রজাগণকে ক্লেশ প্রদান করিলে, রাজার প্রাণও ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

সমাহিত হয়, তজ্জন্য প্রজাগণকে অবস্থানুসারে প্রয়োজনানুরূপ-বিষয়ে সুশিক্ষাদানও রাজার একটি প্রধান কর্ত্তব্যমধ্যে গণনীয়। প্রজাগণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে সুশিক্ষিত হইলে, অনায়াসে জীবিকা অর্জ্জনদ্বারা সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে; এবং প্রজার হৃদয়ে ও দেশমধ্যে অশান্তির আবিলতা উৎপাদিত হইবার আশঙ্কা বহুপরিমাণে অন্তর্হিত হয়। এই সকল সদুপায় অবলম্বন করিলেও, সেই দেশ হইতে দারিদ্র্য সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। মানব-প্রকৃতিই তাহার কারণ; নরপাল তজ্জন্য কোন প্রকারে অপরাধী হইতে পারেন না। স্বভাবতঃ আলস্য-পরায়ণ এবং দুষ্ট-প্রকৃতির মানবগণ সাধারণতঃ সুশিক্ষার ফলভাগী হয় না। সুতরাং দারিদ্র্য তাহাদিগের নিত্য-সহচর। অপরাপর কারণেও মানবকে অনেক সময় দারিদ্র্য-জনিত দুঃখে নিপতিত হইতে হয়। সেই সকল দরিদ্র লোক পীড়ার সময় নিতান্ত বিপন্নাবস্থায় পতিত হয়। সেই সকল বিপন্ন মানবের জীবন রক্ষার নিমিত্ত দেশের সর্ব্বত্র রাজব্যয়ে চিকিৎসালয় স্থাপন এবং সুচারুরূপে তাহার পরিচালন, রাজার আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য।

সমগ্র প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়বিধানও রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য-মধ্যে গণনীয়। স্বাস্থ্যরক্ষা সাধারণতঃ ব্যক্তিমাত্রের স্ব স্ব চেষ্টা-যত্নের উপরই বহুপরিমাণে নির্ভর করে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। বাসস্থান এবং ঘটনাবশতঃ স্বভাবের শক্তিতে স্থানীয় জল-বায়ুর যে অবনতি উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকার-বিধান কোন ব্যক্তি-বিশেষের অথবা বহু-ব্যক্তির

সমবেত-চেষ্টা-দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে না। সে প্রকার অবস্থা উপস্থিত হইলে, সেই দুর্দ্দৈবের নিরাকরণ একমাত্র নরপালের দ্বারাই সম্ভব; নতুবা প্রজাকুল ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে দেশমধ্যে সর্ব্বত্র গমনাগমনের সুগম রাজবর্ত্ম-নির্ম্মাণও রাজার আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। প্রকৃতিপুঞ্জ, রাজা এবং রাজবিধির সম্পূর্ণ অধীন হইলেও, সেই অধীনতা যাহাতে প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বদা অনুভব করিতে না পারে, সেই প্রকার পদ্ধতিতে শাসন-প্রণালী সুপরিচালিত করাই রাজার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কারণ মানব-প্রকৃতি স্বভাবতঃ স্বাধীনতা ভোগের অভিলাষী; এবং অধীনতা মানব-প্রকৃতির বিরোধী; কিন্তু প্রজাবর্গের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণও রাজার একটি প্রধান কর্ত্তব্য। এই সকল সর্ব্বজন-হিতকর সুনিয়ম এবং সমুন্নতি সংসাধনজন্য তদুপযোগী অর্থও প্রয়োজনীয়; সেই অর্থ প্রজাগণকে রাজকর-স্বরূপ প্রদান করিতে হয়। প্রজার প্রদত্ত সেই অর্থ যাহাতে প্রজার হিতার্থে ব্যয়িত হয়, এবং করভার গুরুতর হইয়া না পড়ে, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রক্ষা করা রাজার অবশ্য-কর্ত্তব্য।

যে লক্ষ্মীরূপিণী সীতার বিরহে রঘুকুলপতি রামচন্দ্র শোকে, মোহে অভিভূত হইয়া, সমগ্র সংসার অন্ধকারময় দর্শন করিয়াছিলেন; যে পতিপ্রাণা সীতার অন্বেষণে মহাপ্রাজ্ঞ, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র জ্ঞানহীন সাধারণ মানবের ন্যায় দণ্ডকমধ্যে বিচরণকালে তরুলতাকেও সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন;

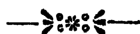
অত্য তিনি সেই পতি-শুভাকাঙ্ক্ষিণী পরমসাধ্বী সীতাদেবীকে প্রজা-রঞ্জনানুরোধে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, কি প্রকারে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নিম্নাংশ রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"লক্ষ্মণ, দিব্য-আসনে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রকে অশ্রুপূর্ণ-নেত্র এবং দীনভাবাপন্ন দর্শন করিয়া ব্যথিত হইলেন; এবং তাঁহার চরণ-যুগল ধারণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন;—'আর্য্যের আদেশক্রমে জনক-নন্দিনী সীতাকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাল্মীকির পবিত্র আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বীর! সেই আশ্রমপ্রান্তে যশস্বিনী সাধ্বী সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন দিয়া, আপনার উপাসনা করিবার নিমিত্ত পুনরায় চরণ-সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিলাম। পুরুষশ্রেষ্ঠ! কালের গতিই এই প্রকার। অতএব আপনি শোকাভিভূত হইবেন না; আপনার ন্যায় ধীমান্ ধীরগণ শোকে কখন নিমগ্ন হন না। দেখুন, অসীম ঐশ্বর্য্যও কালে বিনষ্ট হইয়া যায়; অসামান্য উন্নতিরও পতন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; সংযোগ হইলেই তাহার বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী; এবং জীবের জীবনও কালে বিলয়-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও ধনে অত্যন্ত আসক্তি কখন কর্ত্তব্য নহে; কারণ ইহাদিগের বিয়োগ সকল মানবের পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী। রঘুনন্দন! আপনার ন্যায় মহাপুরুষেরা এপ্রকার শোকে কদাপি অধীর হন না!'

"রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এইপ্রকার অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া,

অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন ; 'এ প্রকার শোকের সময় তোমার ন্যায় বন্ধু সুদুর্লভ ; তুমি যেরূপ সুবুদ্ধি-সম্পন্ন, সেইরূপ আমার মনেরও অনুগামী। অতএব শুভ-লক্ষণ ! আমার হৃদয়ে যে বিষয়ের উদয় হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ; এবং তদনুসারে কার্য্য সম্পাদন কর। সৌম্য ! চারিদিবস যাবৎ পৌরজনগণের কার্য্য সম্পাদন না করায়, আমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইতেছে। পুরুষর্ষভ ! তুমি, পুরোহিত, অমাত্য, মন্ত্রী এবং কার্য্যার্থী পুরুষ, অথবা কার্য্যার্থিনী স্ত্রীগণকে আহ্বান কর। যে রাজা প্রতিদিন পৌরগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তিনি বায়ু-সঞ্চারহীন ঘোর নরকে নিপতিত হন'।"

চতুর্থ অধ্যায়।



শিক্ষাদাতা গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য।

বিদ্যা ও জ্ঞানহীন মানব চক্ষু থাকিতেও অন্ধ; এবং শক্তি থাকিতেও শক্তিহীন হয়। মানবকে বিচক্ষণ, শক্তিশালী এবং পশুত্ব হইতে মানবত্বে উন্নীত করিবার একমাত্র কারণ জ্ঞান। এখনও ধরাতলে এরূপ অনেক অসভ্য মানবজাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাদিগের পশুর সহিত অধিক পার্থক্য নাই। জ্ঞানের অভাবই তাহাদিগের সেই পশুবৎ অবনতির একমাত্র কারণ। এই মানবত্ব-প্রদায়ক জ্ঞান আমাদিগকে বহু চেষ্টা-যত্নে সঞ্চয় করিতে হয়। জ্ঞানলাভের প্রশস্ত ও সহজ উপায় বিদ্যাশিক্ষা। আমরা বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা বহু মনীষী মানবের বহুকষ্টে বহুকালের সঞ্চিত জ্ঞান সহজে লাভ করিয়া, আমাদিগের হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সমর্থ হই। সেই জন্য বিদ্যা, জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বারস্বরূপ; এবং সেই দ্বারে উপনীত হইবার পথপ্রদর্শক—আমাদিগের শিক্ষাদাতা গুরু। তাঁহার আন্তরিক সাহায্যভিন্ন কোন মানব সহজে সেই দ্বার লাভ করিতে সমর্থ হন না। পিতা মাতা হইতে আমরা মনুষ্যজন্ম লাভ করি; এবং বিদ্যাদাতা গুরু হইতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত

হই। এই কারণে শিক্ষাদাতা গুরু হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে সপ্তপিতার অন্যতম বলিয়া পরিগণিত, এবং সতত পিতৃবৎ পূজনীয়।

এক্ষণে প্রাচীন কালের সে আদর্শগুরুকুল নাই সত্য, শিষ্যেরও আর সে গুরুভক্তি নাই, কিন্তু আমাদিগের মধ্য হইতে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ অন্তর্হিত হয় নাই ; এবং গুরুর প্রয়োজনও সম্পূর্ণরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সভ্য মানব-সমাজ শিক্ষাদাতা উচ্চ নীচ গুরুর অভাবে কখন চলিতে পারে না ; এবং অবস্থা-ভেদে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর গুরুই সমভাবে প্রয়োজনীয়। একের অভাব কখন অপরের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন,"যে লোক শিক্ষাদাতা গুরুর নিকট একটিমাত্র অক্ষরও শিক্ষা করিয়াছে, সেও তাঁহার নিকট বিশিষ্টরূপে ঋণী ; এবং সংসারে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা গুরুকে প্রদান করিয়া, সেই ঋণ হইতে সে ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে। বিদ্যালাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করিবার সময়,যে গুরু শিশুকে সযত্নে শিক্ষা-দান করেন, তিনি উচ্চতর সোপানে আরূঢ় বালককে সাহায্যদান করিতে অসমর্থ হইতে পারেন ; কিন্তু সে বালক নিম্নতম সোপান অতিক্রম করিয়া, উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই। তাহাকেও নিম্নতম সোপানে সেই শ্রেণীর গুরুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাঠে অনভ্যস্ত, ক্রীড়াশীল, চঞ্চলমতি শিশুকে শিক্ষাদান করিতে, শিক্ষকের যেরূপ পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, উচ্চতর শ্রেণীর বালককে শিক্ষাদানে সে প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। বালক যৌবনে

পদার্পণ করিয়া, জ্ঞানলাভের পথে আরও অগ্রসর হইলে, গুরুর দায়িত্ব আরও কিঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষাদানজন্য তাঁহার পরিশ্রমের হ্রাস হয় না। এই তিন শ্রেণীর গুরুই আমাদিগের সমভাবে প্রয়োজনীয়; এবং সমভাবেই আমাদিগের শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক সামান্য শিক্ষিত; সুতরাং তিনি আমাদিগের তাদৃশ শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র নহেন, এ প্রকার ধারণা বালক ও যুবকগণের হৃদয়ে কদাপি উদিত হওয়া উচিত নহে।

সাধারণতঃ সকল শ্রেণীর শিক্ষকই স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে সযত্নে স্বীয় শিষ্যবর্গকে সাহায্যদান করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ সেই পবিত্র কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন; কিন্তু সেই বিচ্যুতি কোনক্রমেই প্রশংসনীয় নহে; এবং সাধারণ নিয়মেরও অন্তর্গত হইতে পারে না। কর্ত্তব্যহীন মানব সংসারের সর্ব্বত্র সকল দেশে, সকল সমাজে এবং সকল শ্রেণীতেই পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং শিক্ষক-শ্রেণীও কখন সেই নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারেন না। কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ শিক্ষকেরও অভাব নাই। তাঁহারা শিষ্যবর্গকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্নেহের চক্ষুতেই দেখিয়া থাকেন, এবং তাহাদিগের উন্নতি অবনতি, তাঁহাদিগের আন্তরিক সুখ-দুঃখের কারণে পরিণত হয়। অপরের পুত্রের প্রতি স্বীয়-পুত্রবৎ স্নেহ-মমতা এবং তাহার উন্নতিতে আন্তরিক আনন্দ, একমাত্র শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব; সমগ্র সমাজের অপর কোন মানবের পক্ষেই উহা কখনই সম্ভব নহে।

একসময় হস্তিনা-নগরীতে শস্ত্রশিক্ষা-কৌশল-প্রদর্শন-বিধায়িনী রঙ্গভূমিতে রাজকুমারগণ নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা-কৌশল প্রদর্শন করিতেছিলেন। তৎকালে আচার্য্য মহারথ দ্রোণ স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! মহাবীর্য্য ভীমসেন এবং দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধ হইতে নিরস্ত কর; দেখিও, যেন ভীম ও দুর্য্যোধনের ক্রোধের উদ্রেক না হয়।" অশ্বত্থামা পিতার অনুমতি পাইবামাত্র মহাবেগে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া, গদাযুদ্ধোত্থিত বীরদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন। তৎপরে আচার্য্য রঙ্গ-প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া, বাদ্যধ্বনি নিবারণপূর্ব্বক, সমবেত রাজকুমারবর্গ-সমক্ষে দর্শকমণ্ডলীকে বলিতে লাগিলেন;—"মদীয় শিষ্য অর্জ্জুন আমার পুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষাও প্রিয়তর, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, এবং উপেন্দ্রতুল্য মহাবীর; হে দর্শকবৃন্দ! তোমরা ইহাকে অবলোকন কর।"

আচার্য্য দ্রোণ যে, সে দিবস সর্ব্বজন-সমক্ষে শিষ্য অর্জ্জুনকে স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষাও প্রিয়তর, বলিয়া সমাদর করিয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার কল্পিত নহে; প্রকৃতই তাঁহার অন্তর হইতে বহির্গত হইয়াছিল। প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনের প্রতি আচার্য্যের সেই আন্তরিক অনুরাগ, সমবেত কৌরব-কুমারগণ এবং ভীষ্মাদি দর্শক-মণ্ডলী সমীপে প্রকাশ করিলে, ধৃতরাষ্ট্র এবং তৎপুত্রগণের নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে, সে বিষয় দ্রোণ সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইলেও, কোনক্রমে মনোবেগ গোপন

করিতে সমর্থ হন নাই। শিষ্যের গুরুভক্তি দ্বারা বশীভূত আচার্য্য তৎপরেও অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সেই প্রকার আন্তরিক অনুরাগ বহুবারই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দুর্য্যোধনাদির ভয়ে ভীত হইয়া, কখন স্বীয় মনের ভাব গোপন করেন নাই।

গুরু সকল শিষ্যকেই সমান চক্ষে দেখিবেন, এবং একরূপ শিক্ষা দান করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ও কর্ত্তব্য। কিন্তু গুরুর সেই অভিপ্রায়ানুরূপ কর্ত্তব্য-সাধন গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য-সাধনের উপর বহু-পরিমাণে নির্ভর করে। শিষ্য বশীভূত এবং গুরুর প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইলে, গুরুর কর্ত্তব্য সাধন সহজসাধ্য ও সম্পূর্ণ প্রীতিকর হয়; এবং তদ্দারা শিষ্যও যথেষ্ট-পরিমাণে লাভবান্ হয়। কারণ, স্নেহের বন্ধনের ন্যায় সুদৃঢ় বন্ধন এ জগতে আর কিছুই নাই; তত্তুলনায় অর্থের বন্ধন নিতান্ত শিথিল। স্নেহভক্তি কেবল গুরু-শিষ্যের মধ্যে নহে, পিতা পুত্রের মধ্যেও আন্তরিক বন্ধনের কারণ। ভক্তি-মমতাহীন পুত্র কখন পিতামাতারও স্নেহভাজন হইতে পারে না। এ জগতে সে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই; সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বামি-স্ত্রীর বন্ধনের কারণও স্নেহ-মমতা; যে স্থানে সেই স্নেহ-মমতার অভাব থাকে, সে স্থানে, সেই বন্ধনও নিতান্ত শিথিল হয়; এবং সেই সম্বন্ধও পরস্পরের সুখের হয় না। সেইজন্য আমাদিগের শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, "যে পত্নী পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা, তিনিই ভার্য্যা নামের অধিকারিণী।"

দরিদ্র দ্রোণাচার্য্য কুরু-পিতামহ ভীষ্মকর্ত্তৃক কৌরব-কুমারগণের

আচার্য্য-পদে বৃত হইয়া, হস্তিনায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসের নিমিত্ত পিতামহ ভীষ্ম পরিচ্ছন্ন ও ধন-ধান্য-সম্পন্ন এক গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কৌরব, পাণ্ডব, এবং ধৃতরাষ্ট্র-কুমারগণ আচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে কুমারগণকে অন্তেবাসী বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অবশেষে আচার্য্য তাঁহাদিগকে বলিলেন;—"শিষ্যগণ! আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে অস্ত্র-শিক্ষা দান করিব; কিন্তু শিক্ষা শেষ হইলে, তোমাদিগকে আমার একটি অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে; এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার কর।" আচার্য্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুর্য্যোধনাদি কুমারগণ সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। একমাত্র অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন; "মহাশয়! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব; তাহাতে সন্দেহ নাই।" আচার্য্য অর্জ্জুনের অঙ্গীকার-বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল-হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং বারংবার তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্রোণের নয়নযুগল হইতে অবিরল-ধারায় আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। আচার্য্যের নিকট শস্ত্র-শিক্ষাকালে অর্জ্জুন বুদ্ধিযোগ, যত্ন, এবং উৎসাহ-বলে সমগ্র দেশমধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় হইতে অর্জ্জুন চিরদিনই আচার্য্য দ্রোণের প্রতি অসামান্য অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।

যৎকালে আচার্য্য দ্রোণ কৌরব-কুমারগণের শিক্ষাদানজন্য হস্তিনায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময় তাঁহার সংগ্রাম-নৈপুণ্য

শ্রবণ করিয়া, শত শত রাজকুমার ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য বহুদূর-দেশ হইতে তাঁহার নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। একলব্য অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ জাতি, তিনি ক্ষত্র-রাজকুমারগণের সতীর্থ এবং সমতুল্য হন, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত বিবেচনা করিয়া, আচার্য্য তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন নিষাদ-রাজকুমার বিষাদমগ্ন-হৃদয়ে দ্রোণের পদ-গ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্যমধ্যে এক মৃন্ময় দ্রোণমূর্ত্তি গঠন এবং তাহাতে আচার্য্যভাব সংস্থাপন করিয়া, তিনি ব্রত-ধারণ-পূর্ব্বক একাগ্র-চিত্তে অস্ত্রশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন: একাগ্রতা ও অধ্যবসায়-বলে একলব্য অচিরকাল-মধ্যে সর্ব্বাস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধান-বিষয়ে সুদক্ষ হইয়া উঠিলেন।

একদা পাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণ মৃগয়ার্থ সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, নিষাদ-রাজকুমার একলব্যের ধনুর্ব্বেদে অদ্ভুত উৎকর্ষ, এবং লঘুহস্ততা দর্শন করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট এবং আপনাদিগের অপকর্ষ অনুভব করিয়া, লজ্জিত হইলেন। পরিচয়-জিজ্ঞাসা-কালে একলব্য আপনাকে নিষাদরাজ হিরণ্য-ধনুর পুত্র, এবং আচার্য্য দ্রোণের শিষ্য বলিয়া, পরিচয় দিয়া-ছিলেন। কুমারগণ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, আচার্য্য-সমীপে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিলেন। অর্জ্জুন নির্জ্জনে আচার্য্যকে বলিলেন; "গুরুদেব! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তোমার অপেক্ষা

আমার অন্য কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না। কিন্তু আপনার শিষ্য নিষাদ-কুমার একলব্য আমার অপেক্ষাও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন।" দ্রোণ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে একদিবস অর্জ্জুনের সহিত সেই অরণ্যপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া, আচার্য্য দেখিলেন, জটাচীর-ধারী, মলিন-কলেবর নিষাদ-রাজকুমার একলব্য একাগ্রমনে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অবিরত বাণ বর্ষণ করিতেছেন।

একলব্য দ্রোণকে সম্মুখে সমাগত দর্শন করিয়া, তাঁহার পাদ-বন্দন-পূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া, পরিচয় দান করিলেন। যথাবিধি গুরুর পূজা এবং উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া, নিষাদ-পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন দ্রোণ বলিলেন; "হে বীর! যদি প্রকৃতই তুমি আমার শিষ্য হইয়া থাক, তাহা হইলে, এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।" সেই কথা শুনিয়া একলব্য প্রীতমনে বলিলেন, "ভগবন্! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই; কিরূপ দক্ষিণা আহরণ করিব, আজ্ঞা করুন।" একলব্যের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া, দ্রোণ বলিলেন; "হে বীর! তাহা হইলে, তোমার দক্ষিণ-হস্তের একটি অঙ্গুলি ছেদন করিয়া, দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে প্রদান কর।" সত্য-প্রতিজ্ঞ একলব্য দ্রোণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও, বিচলিত হইলেন না। নিষাদপুত্র প্রফুল্লমনে এবং হৃষ্টবদনে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া, তৎক্ষণাৎ দ্রোণের আকাঙ্ক্ষিত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন।

প্রাচীনকালে শিষ্যগণ যেরূপ গুরুভক্তি-পরায়ণ, এবং গুরুর অভিলষিত কার্য্য-সাধনে সতত তৎপর ছিলেন, গুরুগণও সেইরূপ সমুন্নত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা শিষ্যের চরিত্র-গঠন এবং সংযম-শিক্ষার জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। শিষ্যগণ গুরুর সকল কঠোর আজ্ঞাই অম্লান-বদনে পালন করিতেন। গুরুর সন্তোষ-সাধনজন্য তাঁহারা কোন কার্য্যই কখন নীচ বলিয়া, জ্ঞান করিতেন না। তৎকালে শিষ্যগণ কি প্রকারে গুরুসেবা করিয়া, চরিত্রগঠন এবং বিদ্যার্জ্জন করিতেন, তাহা আমরা নিম্নোদ্ধৃত মহাভারতের অংশে দেখিতে পাইব।

"ঋষি আয়োদধৌম্যের, আরুণি, উপমন্যু এবং বেদনামে তিনটি শিষ্য ছিলেন। তিনি একদিবস পাঞ্চালদেশীয় আরুণি-নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, ক্ষেত্রের আলি বাঁধিবার জন্য অনুমতি করিলেন। আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া, অশেষ ক্লেশেও আলি বাঁধিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ক্ষেত্রের জলনির্গম নিবারণজন্য আলির ভগ্নস্থানে স্বয়ং শয়ন করিয়া রহিলেন। বহু বিলম্বেও আরুণিকে গৃহে প্রত্যাগত না দেখিয়া, উপাধ্যায় অপর শিষ্যদ্বয়-সমভিব্যাহারে ক্ষেত্রে গমন করিলেন; এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। গুরুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া, আরুণি ক্ষেত্র-সীমান্ত হইতে উত্থিত হইয়া, তৎসকাশে উপনীত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'ক্ষেত্র হইতে জল-নির্গমন-প্রতিরোধের অন্য উপায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া, তৎপ্রতিরোধ-জন্য আমি ভগ্নস্থানে

এতাবৎ কাল শয়ন করিয়া, স্বীয় দেহদ্বারা জল-নির্গমন রোধ করিতেছিলাম।' উপাধ্যায় শিষ্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, 'বৎস! তুমি আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, সে জন্য তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে; এবং অদ্যাবধি তোমার নাম উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। সকল বেদ, এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্র, সর্ব্বকাল সমভাবে, তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে।' পরে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া, অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।

"একদা উপাধ্যায় উপমন্যুকে কহিলেন, 'বৎস উপমন্যু! সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর।' এই বলিয়া, তাঁহাকে গোচারণজন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গুরু তাঁহার জীবনধারণ-জন্য আহারের কোন প্রকার ব্যবস্থা করিলেন না। উপমন্যু দিবাভাগে গোচারণ করিয়া, সায়ংকালে ধেনুগণ-সমভিব্যাহারে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেন। এক দিবস উপাধ্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; 'বৎস! তোমাকে অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি; এক্ষণে কি প্রকারে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতেছ?' উপমন্যু বলিলেন, 'ভগবন্! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।' গুরু বলিলেন, 'উপমন্যু! আমাকে না জানাইয়া, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভক্ষণকরা তোমার বিধেয় নহে।' সেই সময় হইতে তিনি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুকে প্রদান করিতেন; এবং দ্বিতীয়বার কয়েকমুষ্টি তণ্ডুলমাত্র ভিক্ষা করিয়া, তদ্দারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। গুরু তথাপি তাঁহাকে

হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া, দ্বিতীয়বার ভিক্ষার বিষয় অবগত হইলেন; এবং তাহাও নিবারণ করিলেন। তখন উপমন্যু ধেনুগণের দুগ্ধপান করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন; উপাধ্যায় তদ্বিষয় অবগত হইয়া, তাহাও নিষেধ করিলেন। অবশেষে উপমন্যু বৎসগণের মাতৃস্তন্য-পান-কালে মুখনিঃসৃত ফেন পান করিয়া, জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। উপাধ্যায় সেই বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, 'শান্তস্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া, অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গিরণ করে; সুতরাং তুমি তাহাদিগের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান করা উচিত নহে।' এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া, তিনি পূর্ব্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগিলেন।

"একদিবস ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া, উপমন্যু অন্য খাদ্যের অভাবে অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন, এবং তাহার শক্তিতে দৃষ্টিশক্তি-হীন হইয়া পড়িলেন। দৃষ্টিহীন হইয়া, অরণ্যমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, তিনি এক কূপমধ্যে নিপতিত হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়, কিন্তু উপমন্যু আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া, উপাধ্যায় অপর শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অন্বেষণে অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন; এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। গুরুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া, উপমন্যু কূপমধ্য হইতে বলিলেন, 'অর্কপত্র ভক্ষণ করায় দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া, আমি কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছি।' অবশেষে গুরুর উপদেশানুসারে তিনি দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের স্তব

করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন,—'তোমার ভক্তিপূর্ণ-স্তবে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে তোমাকে একখণ্ড পিষ্টক প্রদান করিতেছি, ভক্ষণ কর।' দেবতাদিগের সেই আদেশ লাভ করিয়া উপমন্যু বলিলেন, 'আপনাদিগের আজ্ঞা অবহেলা করিবার যোগ্য নয়; কিন্তু গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া, আমি ভক্ষণ করিতে পারি না।' তাঁহার অসামান্য গুরুভক্তি দর্শনে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—'আমাদিগের প্রসাদে তুমি চক্ষুঃ ও শ্রেয়োলাভ করিবে।' উপমন্যু দেবগণের প্রসাদে চক্ষুরত্ন লাভ করিয়া, গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এবং সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন, এবং বলিলেন, 'তুমি সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিবে; সকল বেদ এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সময়েই তোমার স্মৃতিপথে উপস্থিত থাকিবে।'

"উপাধ্যায় অপর শিষ্য বেদকে একদিন বলিলেন,—'বৎস বেদ! তুমি আমার গৃহে অবস্থান করিয়া, কিছুকাল আমার শুশ্রূষা কর; তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। বেদ গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, গুরু-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন; এবং বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু যখন যাহা আজ্ঞা করিতেন, তিনি শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণাপ্রভৃতি অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেন; কখন কোন বিষয়ে অবহেলা করিতেন না। এই

প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে, গুরু তাঁহার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া,তাঁহাকে স্বগৃহে প্রত্যাগমন-জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

"বেদ উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। গৃহে অবস্থান কালে তিনিও তিনটি শিষ্যকে স্বগৃহে স্থান দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শিষ্যগণকে কখনও কোন কর্ম্মে অথবা আত্মশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিতেন না। গুরুকুল-বাসের ক্লেশ তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরূক ছিল; সেই কারণে তিনি শিষ্যগণকে কোন প্রকারে ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিতেন না।

"প্রাচীন কালে গুরুকুলে অবস্থান করিয়া, শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। তৎকালে আর্য্যগণের ধারণা ছিল যে, যে উপাধ্যায় দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদান করেন, এবং যে শিষ্য দক্ষিণা দান না করিয়া অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একজন মৃত্যু অথবা বিদ্বেষপ্রাপ্ত হন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, শিষ্যগণ গুরুর অভীপ্সিত দক্ষিণা ক্ষত্ররাজগণের নিকট বহুক্লেশে সংগ্রহ করিয়া, উপাধ্যায়কে প্রদান করিতেন।"

শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য।

বহু বালক এবং যুবকের সমগ্র জীবনের সর্ব্ববিধ উন্নতি শিক্ষকের যথাযথ কর্ত্তব্য-সাধনের উপর নির্ভর করে। শিক্ষকের সেই কর্ত্তব্যে অবহেলায় বহু বালক এবং যুবকের গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবে,—এই গুরুতর বিষয়টি সর্ব্বশ্রেণীর সকল শিক্ষকের হৃদয়েই সর্ব্বদা জাগরূক থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচীন-কালের ন্যায় এক্ষণে গুরুদক্ষিণা দানের রীতি নাই। তৎকালের গুরুকুল জীবিকার জন্য শিষ্যপ্রদত্ত দক্ষিণার উপরও নির্ভর করিতেন না; অনেক সময় তাঁহারা গুরুদক্ষিণা গ্রহণও করিতেন না। বর্ত্তমান কালে সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষকগণকেই জীবিকা-লাভের জন্য শিক্ষাদান-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হয়। বেতন গ্রহণ করিয়া, বালক এবং যুবকগণকে শিক্ষাদান করাই বহু-শিক্ষকের একমাত্র জীবনোপায়। এই প্রকার অবস্থায়, স্বীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও, তাঁহাদিগের স্বীয় কর্ত্তব্য-সাধনে সতত অবহিত হওয়া উচিত।

গবাশ্বাদি পশুকুলের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই, জ্ঞানহীন পশুও ঈশ্বরপ্রদত্ত বুদ্ধিশক্তি-প্রভাবে তাহার আরোহী ও চালকের দক্ষতা ধারণা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; এবং সেই ধারণানুসারে সে আপনার কার্য্য পরিচালিত করে। সুদক্ষ আরোহী বা চালকের নিকট অশ্ব তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া, যেরূপ সংযতভাবে গমন করে, অশ্ব-পরিচালনে অনভ্যস্ত, দক্ষতা-

হীন মানবের নিকট সে স্বেচ্ছাগামী এবং অসংযত হইয়া উঠে। সুতরাং ক্ষুদ্র বালকও তাহার শিক্ষকগণের গুণাগুণ বিচারে অসমর্থ নহে; অধিকবয়স্ক বালক ও যুবকের ত কথাই নাই। যে শিক্ষক আন্তরিক যত্নসহকারে শিষ্যগণকে শিক্ষা দান করিতে চেষ্টা করেন, তিনি অল্পশক্তি হইলেও, ছাত্রগণ সেই গুণে তাঁহার বশীভূত হয়; এবং পাঠে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া অধ্যয়ন করে। সেই প্রকার শিক্ষকের শিক্ষাদানকালে শিষ্টবালকের বালসুলভ চঞ্চলতা, এবং দুষ্ট বালকের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু শক্তিশালী শিক্ষকও স্বীয় কর্ত্তব্যে অমনোযোগী হইলে, ছাত্রগণকে সংযত করিয়া রাখিতে পারেন না। শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য তাঁহাকে অযথা কঠোরতা অবলম্বন করিতে হয়; এবং সেই কঠোরতার ফল কখনও শুভজনক হয় না।

স্বভাবের নিয়মে স্বার্থজ্ঞান ক্ষুদ্র-বালকেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বালক স্বয়ং পাঠে অমনোযোগী হইলেও,পাঠে উন্নতি এবং তজ্জন্য শিক্ষকের নিকট উপযুক্ত সাহায্যলাভ যে, তাহার স্বার্থের অনুকূল, সেই বিষয়টি ধারণা করিতে সে সম্পূর্ণ সমর্থ; পাঠে মনোযোগী-বালক সে জন্য সততই ব্যগ্র থাকে। এই কারণে শিক্ষক কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইলে, বালক এবং যুবকগণ সাধারণতঃ তাঁহার প্রতি অল্পাধিক পরিমাণে ভক্তি-পরায়ণ হইয়া থাকে; তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য-সাধন সহজসাধ্য হয়; এবং ছাত্রগণও যথেষ্ট-পরিমাণে লাভবান্ হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশে শিক্ষকগণের বেতন সকল সময় তাঁহাদিগের জীবনযাত্রা-

নির্ব্বাহের উপযোগী নহে। সেই বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াই, যখন তাঁহারা শিক্ষাদান-কার্য্যে জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন, তখন সেই অসুবিধা ও ক্লেশ তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। তজ্জন্য শিক্ষার্থী ছাত্রগণের কোন প্রকার ক্ষতি হওয়া কদাপি উচিত নহে; কারণ তদ্বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

যে কোন কার্য্য একাগ্রমনে সম্পাদন করিতে না পারিলে, সে কার্য্য সামান্য হইলেও, কখন সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না; শিক্ষাদানের ন্যায় গুরুতর কার্য্যে গুরুতর ক্ষতিই হইয়া থাকে। শিক্ষকগণের মন সর্ব্বদা সংসার-পরিচালনের চিন্তায় ব্যাকুল থাকিলে, তাঁহাদিগের পক্ষে একাগ্রমনে শিক্ষাদান অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এই কারণেই আমাদিগের দেশের বালক এবং যুবকগণ শিক্ষকগণের নিকট সকল সময় আশানুরূপ সাহায্যলাভ করিতে পারে না; সুতরাং শিক্ষাও তাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। শিক্ষকগণের নিয়োগ এবং উন্নতি-অবনতির ভার যে সকল পুরুষ ও রাজকর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহাদিগের এই গুরুতর অনিষ্ট নিবারণের উপায় অবশ্য-করণীয়। কারণ দেশের শিক্ষার্থী বালক এবং যুবকগণের প্রতি তাঁহাদিগেরও অবশ্য-করণীয় যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।



বিবেক ও ন্যায়-নিষ্ঠা।

বহির্জগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞান-সাধক বাহ্যেন্দ্রিয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। বাহ্যেন্দ্রিয় পাঁচটি মনের বিষয়-গ্রহণের দ্বার-স্বরূপ। বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধীয় পৃথক পৃথক সমস্ত জ্ঞান ঐ পাঁচটি দ্বার দিয়া মনের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সকল সময় প্রবেশলাভ করিতে পারে না। মন কোন কারণে বিষয়ান্তরে নিযুক্ত, অথবা শোক-দুঃখাদির ন্যায় কোন গুরুতর কারণবশতঃ বিক্ষিপ্ত থাকিলে, আমরা বাহ্যেন্দ্রিয়লব্ধ কোন প্রকার জ্ঞানই ধারণা করিতে সমর্থ হইনা। বাহ্যবিষয়-সম্বন্ধে যে কোন জ্ঞান মনোমধ্যে প্রবেশলাভ করিলেই, বুদ্ধি তৎক্ষণাৎ তাহার সদসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হয়; এবং অবিলম্বে তাহা সৎ বা অসৎ নির্ণয় করিয়া, আমাদিগকে বলিয়া দেয়। বিচারশক্তি-সম্পন্ন এই বুদ্ধিই আমাদিগের বিবেক।

ভগবৎ-দত্ত এই শক্তিই আমাদিগকে অন্যায় পথ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা ন্যায়পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

অতএব যাহা বিবেক-প্রদর্শিত পথ তাহাই ন্যায়, এবং আমাদিগের অবলম্বনীয়; তদ্বিপরীত-পথ অন্যায়, সুতরাং অকর্ত্তব্য ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। মানবের শ্রেষ্ঠগুণ সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-সাধন সমস্তই এই ন্যায়বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিলে, সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য সমস্তই পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা একমাত্র ন্যায়-নিষ্ঠার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। অবিচলিতভাবে ন্যায়পথের অনুসরণ করিতে পারিলেই, আমরা সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-সাধন করিয়া, জগতে মনুষ্য-নামের উপযুক্ত হইতে পারি।

অজ্ঞাত-পথে গমন করিতে হইলে, পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়; অথবা মধ্যে মধ্যে বহু মানবকে জিজ্ঞাসা করিয়া গমন করিতে হয়; নতুবা পথভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ন্যায়পথে গমন করিতে, আমাদিগকে পথ-প্রদর্শন জন্য অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না; সেই পথ-প্রদর্শক বিবেকবুদ্ধি সতত আমাদিগের মনোমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। সেই বুদ্ধি ক্ষুদ্র শিশুতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে; সেও তদ্দ্বারা ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করিতে সমর্থ। সেই জন্যই শিশু কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, লজ্জিত ও শঙ্কিত হয়; এবং মিথ্যাবাক্য-দ্বারা তাহার অন্যায় কার্য্য গোপন করিতে চেষ্টা করে। নিম্নশ্রেণীর জীবেও আমরা বিবেকের আভাস সর্ব্বদাই দেখিতে পাই; তাহারাও কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিলে, তাহা বুঝিতে পারে। বিবেক-প্রদর্শিত-পথ গ্রহণ, অথবা পরিত্যাগ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

জগদীশ্বর মানবকে প্রদান করিয়াছেন; এবং সেই স্বাধীনতা হইতেই আমাদিগের পাপপুণ্যের উৎপত্তি।

সেইজন্য আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছি, ধর্ম্ম-পরায়ণ সদাশয় মানবগণ পরের দুঃখমোচন এবং বিপদুদ্ধারের জন্য সতত ব্যগ্র; সে জন্য তাঁহারা স্বীয় জীবনদানেও কাতর নহেন। আবার বহু মানব অপর মানবকে ঘোরতর দুঃখে ও বিপদে নিক্ষিপ্ত করিয়া, আনন্দ অনুভব করিতেছে; তাহারা অপর মানবের জীবন-নাশ করিতেও, কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সেই সকল নৃশংস-মানবের হস্তে জগদীশ্বরের শত শত জীব সর্ব্বদা নিহত হইতেছে। ধর্ম্ম-পরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ মানব ন্যায়-বিগর্হিত কোন কার্য্য দর্শন করিলে, তাহার নিন্দা এবং নির্ভীক-চিত্তে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। বহু মানব সেই অন্যায় অধর্ম্মাচরিত কার্য্যের সম্পাদন প্রতিপোষণ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা সেই ঘৃণিত নিতান্ত গর্হিত কার্য্যকেও গৌরব বলিয়া জ্ঞান করিতেছে।

অধর্ম্মচারী লঙ্কেশ্বর দুরাত্মা দশানন, রাম-রমণী পতিব্রতা সীতাদেবীকে অকুণ্ঠিতচিত্তে, অসদভিপ্রায়ে অপহরণ করিয়াছিল। রাবণ সুপণ্ডিত, এবং সুবিস্তৃত-রাজ্যের অধিপতি ছিল; তাহার প্রতি অসংখ্য মানবের ধন-প্রাণ, এবং বহু পতিব্রতা-নারীর সতীত্ব-রত্ন রক্ষার ভার অর্পিত ছিল। তথাপি দুরাত্মা অসঙ্কুচিতচিত্তে পরনারী অপহরণে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয় নাই; বরং গৌরবই জ্ঞান করিয়াছিল।

তৎপরে যখন সুগ্রীবাদি-সহায় বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বানর-মহাচমূ-সমভিব্যাহারে দুর্লঙ্ঘ্য বারিনিধি অতিক্রম করিয়া, স্বর্ণলঙ্কামধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখনও রাক্ষস-রাজ রাবণ স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য কিছুমাত্র অনুতাপ অনুভব করে নাই। তখন সে প্রধান মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া, দশরথ-কুমারদ্বয়ের পরাভবদ্বারা পতিব্রতা সীতাকে স্বগৃহে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণজন্য পরামর্শ করিতে লাগিল। রাবণ-সহোদর কুম্ভকর্ণ জ্যেষ্ঠ-সহোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল;—"মহারাজ! আপনি যখন রাম ও লক্ষ্মণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক জনকনন্দিনী সীতাকে অপহরণ করিয়া আনয়ন করেন, তৎকালে আমাদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়াই, স্বয়ং তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে আমাদিগের সহিত মন্ত্রণায় কোন লাভই নাই। রাজন্! এই প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের সহিত মন্ত্রণা করা, আপনার উচিত ছিল; তাহা হইলে, আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিতাম। কিন্তু আপনি তাহা না করিয়াই, যখন সীতাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, উহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে। দশানন! যে ভূপতি অগ্রে কর্ত্তব্য-বিষয়ে মন্ত্রণা স্থির করিয়া, ন্যায়ানুসারে রাজ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে কদাচ পশ্চাৎ সন্তাপিত হইতে হয় না।" কুম্ভকর্ণ জ্যেষ্ঠকৃত দুষ্কার্য্যের ঐপ্রকার নিন্দা করিলেও, যুদ্ধকালে সহোদরের সহায়তা

করিতে স্বীকার করিল। মহাবল মহাপার্শ্ব বলিল,—“প্রভো! আপনি যে রামের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, তাহার পত্নীকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, ইহা আপনার উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে।”

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এবং কুম্ভকর্ণাদির বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষস-রাজকে এইরূপ হিতকর ও অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন;—“রাজন্! আপনি কেন এই বক্ষঃস্থলরূপ ফণা, চিন্তারূপ বিষ, সুস্মিতরূপ তীক্ষ্ণদন্ত, এবং পঞ্চাঙ্গুলিরূপ পঞ্চ-শিরোবিশিষ্ট বৃহৎকায় সীতারূপ-সর্পকে আনয়ন করিলেন? মহারাজ! গিরিশিখরতুল্য-মহাকায়, নখদন্তায়ুধ বানর-বীরগণ লঙ্কাতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আপনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। বীরেন্দ্র রামনিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য বাণসকল আপনার মহামস্তক বিভিন্ন করিবার পূর্ব্বেই, আপনি সীতাকে প্রতিদান করুন। রাজন্! কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অথবা অতিকায়, ইহারা কেহই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীরামের সহিত সম্মুখ-রণে স্থির থাকিতে পারিবে না। আপনিও রামচন্দ্রের হস্ত হইতে জীবিতাবস্থায় পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেন না। প্রহস্ত বিভীষণ-বাক্যের প্রতিবাদ করিলে, তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন;—“রাক্ষসরাজ কামরূপ-ব্যসনে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন। এই জন্যই তোমার ন্যায় শত্রুতুল্য বন্ধুগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক পরিণাম চিন্তা না করিয়াই, রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য, এই তীক্ষ্ণ-স্বভাব অবলম্বন করিয়াছেন। যেরূপ

কোন পুরুষে ভূতাবেশ হইলে, আত্মীয়-বন্ধুগণ তাহার কেশাদি-গ্রহণরূপ নিগ্রহদ্বারা তাহাকে রক্ষা করে, সেইরূপ তোমরাও এই রাক্ষস-রাজকে রক্ষা কর। এই লঙ্কাপুরী, রাক্ষসরাজ, তাঁহার সুহৃদ্‌গণ, এবং যাবতীয় রাক্ষসগণের কল্যাণের জন্য আমি বলিতেছি,—রাক্ষসরাজ! রামচন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ করুন।'

"বিভীষণের কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষসেন্দ্র রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন;—'বরং শত্রু অথবা ক্রুদ্ধ সর্পের সহিতও একত্র বাস করিবে, কিন্তু নামমাত্র মিত্র, অথচ শত্রুসেবী এইপ্রকার মিত্রের সহিত কদাচ বাস করিবে না। বিভীষণ! আমি জ্ঞাতিদিগের চরিত্র সম্যক্ অবগত আছি; সর্ব্বলোকেই জ্ঞাতিগণের বিপদ উপস্থিত হইলে, অন্যান্য জ্ঞাতিগণ আনন্দিত হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞাতি অপেক্ষা ভয়াবহ শত্রু আর কে হইতে পারে? বিভীষণ! আমি যে শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়া, বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভপূর্ব্বক সর্ব্বলোক-সৎকৃত হইয়াছি, বোধহয় তাহাই তোমার অসন্তোষের কারণ হইয়াছে। অরে কুলপাংসন! তোর জীবনে ধিক্! তুই আমার সহোদর বলিয়াই নিষ্কৃতি পাইলি; অন্য কেহ এ প্রকার কথা বলিলে, তাহাকে এই দণ্ডেই বধ করিতাম।'

"ন্যায়বাদী বিভীষণ এই প্রকার পরুষবাক্যে ভর্ৎসিত হইয়া, হস্তে গদা-গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় চারিজন অনুচরের সহিত আকাশমার্গে আরোহণ করিয়া, রাক্ষসরাজকে বলিতে লাগিলেন;—'রাজন! আপনি জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতৃতুল্য-

মাননীয়; অতএব আপনি যাহা ইচ্ছা হয় বলুন; তৎসমস্তই সহ্য করা, আমার উচিত। কিন্তু আপনি পরস্ত্রী-হরণরূপ ঘোরতর অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এই জন্যই আপনি অগ্রজ হইলেও, আমি অদ্য আপনার এই সকল পরুষ-বাক্য সহ্য করিলাম না। দশানন! আপনার কল্যাণ-কামনাতেই আমি এই সকল নীতিসঙ্গত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তাহা গ্রহণ করিলেন না; ইহাতে আপনারই বা দোষ কি? কারণ লোকে এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে যে, আয়ুঃশেষ হইলে, মূঢ়ব্যক্তিগণ হিতৈষী সুহৃদ্গণের সদুপদেশও গ্রহণ করে না। রাজন্! প্রিয়বাদী ব্যক্তি সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু কল্যাণকর অপ্রিয় বাক্যের বক্তা, এবং শ্রোতা উভয়ই নিতান্ত দুর্ল্লভ'। অতঃপর বিভীষণ রামপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

রামচন্দ্রের দ্বারা রাবণ-সহোদর কুম্ভকর্ণ নিহত হইলে, যখন রাক্ষসগণ সেই সংবাদ রাবণ-সমীপে নিবেদন করিল, সেই সময় শোক-সন্তপ্ত রাক্ষসেন্দ্র নিম্নলিখিত প্রকারে অনুশোচনা করিয়াছিলেন;—"হায়! আমি যে অজ্ঞানতা-বশতঃ মহাত্মা বিভীষণের কল্যাণকর উপদেশ সকল শ্রবণ করি নাই, অদ্য তাহার পরিণাম উপস্থিত হইল। হায়! কুম্ভকর্ণ এবং প্রহস্তের বিনাশ-বশতঃ এক্ষণে বিভীষণের সেই বাক্য আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া, আমাকে যারপনাই লজ্জিত করিতেছে। হায়! আমি ধার্ম্মিক শ্রীমান্ বিভীষণকে যে দূরীভূত করিয়াছি,

অদ্য সেই নিদারুণ কার্য্যের শোকপ্রদ পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে।' *

রাক্ষসেন্দ্র রাবণ রামচন্দ্র-কর্ত্তৃক সমর-ক্ষেত্রে নিহত হইলে, শোকসন্তপ্তা মন্দোদরী-প্রভৃতি রাবণ-রমণীগণ রণভূমিতে পতিত স্বামি-সমীপে উপস্থিত হইয়া,শোকাকুল-চিত্তে এই প্রকার বিলাপ করিয়াছিলেন;—"হায়! তুমি নিয়ত হিতবাদী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ না করিয়া, আপনার মৃত্যুর জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে; এবং রাক্ষসগণকেও সবংশে নষ্ট করিলে। হায়! তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা বিভীষণ তোমার হিতসাধনজন্য তোমাকে কত সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন;—কিন্তু তুমি মোহপ্রযুক্ত আপনার মৃত্যুবাসনায়, তাঁহাকে অতি রূঢ় বাক্য বলিয়াছিলে; তাহার ফলও এক্ষণে দেখা যাইতেছে। হায়! যদি তাঁহার উপদেশানুসারে তুমি জনক-নন্দিনী সীতাকে রামহস্তে প্রত্যর্পণ করিতে, তাহা হইলে, অদ্য আমাদের মূলধ্বংসী বিপৎপাত উপস্থিত হইত না। হায়! তাহা হইলে বিভীষণ, রাম এবং তোমার মিত্রকুলের মনস্কামনা পূর্ণ

তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্।
যদজ্ঞানান্ময়া তস্য ন গৃহীতং মহাত্মনঃ॥২১
বিভীষণবচস্তাবৎ কুম্ভকর্ণ-প্রহস্তয়োঃ।
বিনাশোঽয়ং সমুৎপন্নো মাং ব্রীড়য়তি দারুণম্॥২২
তস্যায়ং কর্ম্মণঃ প্রাপ্তো বিপাকো মম শোকদঃ।
যন্ময়া ধার্ম্মিকঃ শ্রীমান্ স নিরস্তো বিভীষণঃ॥২৩
লঙ্কাকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতম সর্গঃ।—

হইত; আমাদিগকেও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে, এবং তোমার শত্রুগণকে আনন্দিত দেখিতে হইত না। সময় পূর্ণ হইলে, পাপকারী লোক পাপের ফল প্রাপ্ত হয়। যাহারা সৎকর্ম্ম করে, তাহারা শুভফল লাভ করে; এবং যাহারা পাপকর্ম্ম করে, তাহারা অশুভফলই প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই বিভীষণ সুখী হইলেন; তুমি অনন্ত দুঃখে পতিত হইলে।" *

ন্যায়-নিষ্ঠা ও বিদুর।

কুলকামিনীগণ আমাদিগের নিকট মাতৃবৎ-পূজনীয়া এবং সতত সর্ব্বথা রক্ষণীয়া। মনুষ্যাধম পাষণ্ড ভিন্ন অপর কোন মানবই নিরপরাধা কুলকামিনীর প্রতি কখন অযথা অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয় না। দস্যু-তস্করাদিও সহজে সে প্রকার দুষ্কার্য্যে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কুরুকুল-পাংশুল দুরাত্মা দুর্য্যোধন কুরুকুলকামিনী নিরপরাধা কৃষ্ণার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। কৃষ্ণা কপট-দ্যূতে পরাজিতা হইলে, দুর্য্যোধন বিদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ক্ষত্তঃ! তুমি শীঘ্র পাণ্ডব-মহিষী পাঞ্চালীকে সভামধ্যে আনয়ন কর। কৃষ্ণা এখানে আসিয়া দাসীগণ-সমভিব্যাহারে আমাদিগের গৃহ মার্জ্জন করুক।"

---

* ২। শুভকৃচ্ছুভমাপ্নোতি পাপকৃৎ পাপমশ্নুতে।
বিভীষণঃ সুখং প্রাপ্তস্ত্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্ ॥২৬
লঙ্কাকাণ্ডে শতাধিক-ত্রয়োদশতমঃ সর্গঃ।

ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা বিদুর দুরাত্মার দুষ্প্রবৃত্তি-প্রণোদিত সেই প্রকার দুর্ব্বাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন;—"রে মূঢ়! তুমি আপনাকে পাশবদ্ধ ও পতনোন্মুখ না জানিয়াই, এই প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি মৃগ হইয়া, অনুক্ষণ ব্যাঘ্রগণকে কোপিত করিতেছ। দেখ, কৃষ্ণা কখনই দাসী হইবার যোগ্য নহেন। আমার মতে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনধিকারী হইয়া, তাঁহাকে পণে ন্যস্ত করিয়াছেন। বংশ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত ফল ধারণ করে, সেইরূপ এই মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ সমূলে নির্ম্মূল হইবার নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া করিয়া, মহাবৈর ও মহাভয় উৎপাদন করিতেছে। অপরের মর্ম্মপীড়া প্রদান করিবে না; কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিবে না; সমাগত ব্যক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে না; এবং যে বাক্য প্রয়োগ করিলে, অন্যে বিরক্তি বোধ করে, এবম্প্রকার বাক্যও কদাপি প্রয়োগ করিতে নাই। দুর্ব্বাক্য মানবের মুখ হইতে বিনির্গত হয়; কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া, সেই বাক্য উচ্চারিত হয়, উহা তাহার মর্ম্মস্পৃক্ হইয়া, তাহাকে অহোরাত্র যন্ত্রণা দান করে। পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া, কদাপি সেপ্রকার বাক্য উচ্চারণ করেন না। হে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন! কাপুরুষেরাই শত্রুর অস্ত্রাঘাত সহ্য করে; অতএব আমার এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া, পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ কর; নতুবা তোমাদিগকে অবশ্যই শমন-সদনে গমন করিতে হইবে। হে দুর্য্যোধন! তুমি যে প্রকার দুর্ব্বাক্য

প্রয়োগ করিতেছ, পাণ্ডবেরা, কি বনচর, কি গৃহবাসী, কি কৃতবিদ্য, কি তপস্বী, কাহারও প্রতি সে প্রকার কটূক্তি প্রয়োগ করেন না। অতি নীচলোকেই ঐ প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।"

মদমত্ত দুর্য্যোধন বিদুরকে "ধিক্" এই কথা বলিয়া, দ্রৌপদীকে আনয়নজন্য সভাস্থিত সূতপ্রতিকামীকে আদেশ প্রদান করিল। প্রতিকামী সেই দুষ্কার্য্যে অশক্ত হইলে, দুরাত্মা দুঃশাসন স্বয়ং সেই দুষ্কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল। নিরপরাধা রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক দুরাত্মা সভামধ্যে আনয়ন করিল। দুঃশাসনের দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও পতিতার্দ্ধ-বসনা দ্রুপদনন্দিনী এককালে লজ্জা এবং ক্রোধে অভিভূতা হইয়া, বলিতে লাগিলেন ;—"রে দুরাত্মন্! এই সভা-মধ্যে ইন্দ্রতুল্য আমার গুরুজনগণ উপবিষ্ট আছেন ; তাঁহাদিগের সম্মুখে আমাকে এ প্রকার অবস্থায় আনয়ন করা তোর নিতান্ত অনুচিত। রে নৃশংস! তুই আমাকে বিবস্ত্রা করিস্ না। হায়! ভরত-বংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্। ক্ষত্র-ধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; যেহেতু সভামধ্যস্থ কুরুগণ স্বচক্ষে কুরু-ধর্ম্মের ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন। বুঝিলাম, দ্রোণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা বিদুরের বিন্দুমাত্র সত্ত্ব নাই। প্রধান প্রধান কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণও দুরাত্মা দুর্য্যোধনের এই অধর্ম্মানুষ্ঠান অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন ; আমি ন্যায়তঃ দাসী নহি।"

ন্যায়-নিষ্ঠা ও বিকর্ণ।

সভাগৃহে উপস্থিত ন্যায়-নিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন বিকর্ণ পাণ্ডবগণকে নিতান্ত দুঃখিত এবং দ্রুপদ-নন্দিনীকে সেই প্রকারে বিপন্না দর্শন করিয়া, সভাসীন ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—"হে পার্থিবগণ ! কাতরা যাজ্ঞসেনী আপনাদিগকে যাহা বলিতেছেন,আপনারা সকলে তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া, উত্তর প্রদান করুন। যথার্থ বিচার না করিলে, সভাস্থলে উপস্থিত আমাদিগের সকলকেই নিরয়গামী হইতে হইবে। কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও মহামতি বিদুর তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করুন। আমাদিগের সকলের আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ, তাঁহারাও কোন কথাই বলিতেছেন না কেন ?" এই প্রকারে মহাত্মা বিকর্ণ যখন দেখিলেন যে, সভাসদ্‌বর্গ-মধ্যে কোন ব্যক্তিই কোন প্রকার উত্তর প্রদান করিলেন না, তখন তিনি হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ঃ—"এক্ষণে মহীপালেরা বলুন,আর নাই বলুন, আমি যাহা ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা অবশ্যই বলিব। মহাপুরুষেরা মৃগয়া, সুরাপান, দুরোদর এবং অভব্য-বিষয়ে অত্যনুরাগ—রাজগণের চতুর্ব্বিধ-ব্যসন বলিয়া স্থির করিয়াছেন ; এবং ব্যসনাসক্ত পুরুষের কার্য্য অপ্রামাণিক। কিতবাহূত যুধিষ্ঠির ব্যসনাসক্ত হইয়া, দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন। এই অনিন্দিতা রমণী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্য্যা। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পণ

রাখিবার পূর্ব্বেই স্বয়ং পণে পরাজিত হইয়া, তাঁহাতে স্বত্ববর্জ্জিত হইয়াছেন; এদিকে শকুনি পণার্থী হইয়া, কৃষ্ণার নামোল্লেখ করিতেছেন। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।" সভ্যগণ মহাত্মা বিকর্ণের সেই উদারতাপূর্ণ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র সঙ্কুল-রবে বিকর্ণের প্রশংসা এবং শকুনির নিন্দা করিতে লাগিলেন।

সেই তুমুল নিনাদ নিস্তব্ধ হইলে, রাধেয় কর্ণ ক্রোধাভিভূত হইয়া, বিকর্ণের বাহু গ্রহণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—"হে বিকর্ণ! এই সভাগৃহে বহুবিধ বিকৃতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। অগ্নি যেরূপ আপনার উৎপাদক কাষ্ঠখণ্ড দগ্ধ করে, তজ্জাত এই বিকৃতিও সেইরূপ তোমার বিনাশের কারণ হইতেছে। সভাস্থিত পার্থিবেরা কোন কথাই বলিতেছেন না; তাহার কারণ, তাঁহারা দ্রৌপদীকে জয়-লব্ধ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন; কেবল তুমিই বাল-স্বভাব-সুলভ অসহিষ্ণুতায় অধীর হইয়া, সভামধ্যে স্থবিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ; ধর্ম্মবিষয়ে যথাযথ অভিজ্ঞ হইতে পার নাই; তজ্জন্যই জয়লব্ধা দ্রৌপদীকে অজিতা বলিয়া, প্রতিপন্ন করিতেছ।"

তখনও দুরাত্মা দুঃশাসন নিরপরাধা কুলকামিনীর অযথা নিগ্রহে নিরস্ত হয় নাই দেখিয়া, সভাসদ্‌গণ তাহাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা নির্ভীক বিদুর উৎক্ষিপ্ত বাহুযুগলদ্বারা সভাসদ্‌গণকে নিবারণ করিয়া, বলিতে লাগিলেন;

—"হে সভ্যগণ! দ্রুপদনন্দিনী যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া, অনাথার ন্যায় রোদন করিতেছেন, আপনারা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম্মকে পীড়ন করা হইতেছে। আর্ত্ত ব্যক্তি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভামধ্যে প্রবেশ করে; সত্য ও ধর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রশমিত করা সভাসদ্গণের কর্ত্তব্য। আর্য্য ব্যক্তি সত্যদ্বারা ধর্ম্ম-প্রশ্নের মীমাংসা করেন। অতএব কাম-ক্রোধ-বর্জ্জিত হইয়া, আপনারা দ্রৌপদীর প্রশ্নের মীমাংসা করুন।"

বিকর্ণ স্বীয় প্রজ্ঞানুসারে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, বিচার-সমাজে উপস্থিত থাকিয়া, যে ধর্ম্মদর্শী সভ্য বিচার্য্য বিষয়ে কোন কথাই বলেন না, তিনি মিথ্যাকথনের অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হন। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা-সিদ্ধান্ত স্থির করেন, তিনি পূর্ণ—মিথ্যার ফল ভোগ করেন। আপনারা বিরোচন ও সুধন্বার ইতিহাস শ্রবণ করুন।

ও সুধন্বা।

"পূর্ব্বে দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন একটি কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরা-মুনির পুত্র সুধন্বার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন তাঁহারা পরস্পর আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া, কন্যা লাভ-স্পৃহায় প্রাণপর্য্যন্ত পণ করিয়া, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি

শ্রেষ্ঠ, আপনি মীমাংসা করিয়া দিন; মিথ্যা বলিবেন না। ধর্ম্ম অধর্ম্মদ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে, ধর্ম্মের কোন হানি হয় না; কিন্তু যে সমস্ত সভ্য সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকেই অধর্ম্ম স্পর্শ করে। যাঁহারা নিন্দিত ব্যক্তিকেও নিন্দা না করেন, সেই অনিন্দা-বাদি-মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে অধর্ম্মের অর্দ্ধাংশ, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে চতুর্থাংশ, এবং সদস্যগণকে চতুর্থাংশ স্পর্শ করে।' প্রহ্লাদ, বিরোচন ও সুধন্বার বিবাদের কারণ শ্রবণ করিয়া বলিলেন; 'বৎস বিরোচন! মহর্ষি অঙ্গিরা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুধন্বার মাতা তোমার মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং সুধন্বা তোমা অপেক্ষা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।' সুধন্বা সেই মীমাংসা-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন; 'প্রহ্লাদ! তুমি পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্মস্থাপনে যত্ন করিতেছ। অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুত্র শত বৎসর জীবিত থাকিবে'।"

মহামতি বিদুরের বাক্যাবসানে কর্ণ দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে দুঃশাসন! এক্ষণে দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া যাও।" কর্ণের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র দুরাত্মা বেপমানা, সলজ্জা, অনাথা দ্রৌপদীকে পুনরায় সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ন্যায়-নিষ্ঠ, ধর্ম্মাত্মা বিদুর বলিতে লাগিলেন, "হে পার্থিবগণ! হে কৌরবগণ! সভা-মধ্যে অধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে, সমগ্র সভা দূষিত হয়; এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। দেখুন যদি যুধিষ্ঠির আত্মপরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণার যথার্থ ঈশ্বর হইতেন।

কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্ন-নির্জ্জিত ধনের ন্যায় অমূলক। অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা গান্ধার-রাজ শকুনির বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হইয়া, ধর্ম্মচ্যুত হইও না।”

ধর্ম্মাত্মা বিদুরের ধর্ম্মানুমোদিত বাক্যে কোন ফলই হইল না। সেই সময় দৈব-দুর্নিমিত্ত শ্রবণে, ভীতা গান্ধারী, এবং মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে উপস্থিত হইয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে ধৃতরাষ্ট্র পাঞ্চালীকে সেই ঘোরতর বিপদ হইতে মুক্তিদান করিলেন।

ন্যায়-নিষ্ঠা ও ভরত।

আমরা দেখিলাম, রাজ্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্রগণ ধর্ম্মাত্মা, নিরপরাধ পাণ্ডবগণকে তাঁহাদিগের ন্যায়-সঙ্গত সমগ্র পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত, নানা প্রকারে বিপন্ন ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য, কোন প্রকার দুষ্কার্য্যেই পশ্চাৎ-পদ হয় নাই। দুরাত্মগণের সেই ঘোরতর দুষ্কার্য্যের ঘোর দুঃখ-ময় ফলও আমরা দেখিয়াছি। এক্ষণে আমরা ধর্ম্মাত্মা কোশল-রাজ-কুমার ভরতের অসামান্য ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মপরায়ণতা, এবং নিস্পৃহতা দেখাইব। অত্যুৎকট পাপ ও পুণ্যের ফল জীব এই জগতেই ভোগ করিয়া থাকে। পাপ-পুণ্য-জনিত ভগবদ্-দত্ত সমুচিত দণ্ড এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকিলে, জগদীশ্বরের এই রাজ্য জীবের বাসের অযোগ্য হইত। তাঁহার দত্ত দণ্ডের

তুলনায় পার্থিব-রাজগণের দত্ত দণ্ড বহু-পরিমাণে লঘুতর, সহজে সহনীয়, এবং সাধারণতঃ স্বল্পকাল-স্থায়ী। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে ঘোর-দুষ্কার্য্য-জনিত দুঃসহনীয় ভগবদ্-দত্ত দণ্ড যাবজ্জীবন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কোশল-রাজ-কুমার মহাত্মা ভরতের চরিত্র ভারতের ইতিহাসে অসামান্য ন্যায়নিষ্ঠার অপূর্ব্ব-দৃষ্টান্ত; পৃথিবীর ইতিহাসেও অপূর্ব্ব কি না, জানি না। এই লোভ-বিজয়ী ন্যায়নিষ্ঠ মহাপুরুষ সুবিশাল কোশলরাজ্য নির্ব্বিবাদে এবং সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-সঙ্গত-উপায়ে লাভ করিয়াও, অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কেবল পরিত্যাগ করেন নাই; সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরকাল বহু যত্নে সেই বিশাল রাজ্য-রক্ষার সমগ্র গুরুভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়াছেন; কিন্তু এক দিনের জন্যও সেই সুখ-ভোগে আসক্ত হন নাই। ন্যায়নিষ্ঠ ভরত জানিতেন, রঘু-কুলের কুলক্রমাগত প্রথানুসারে সর্ব্বগুণান্বিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র রাজ-সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। পিতা দশরথও সেই অভিপ্রায়ে তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সমগ্র আয়োজন সম্পাদন করিয়াছিলেন; কেবল জননী কৈকেয়ী কুবুদ্ধিবশতঃ অযোধ্যারাজ্যে সেই ঘোর অনর্থপাত সঙ্ঘটিত করিয়াছেন। আমরা মহাত্মা ভরতের চরিত্র রামায়ণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বশিষ্ঠাভিপ্রেত ভরতাভিষেক-দিবসের পূর্ব্ব রাত্রি গত-প্রায় হইয়াছে দেখিয়া, অভিজ্ঞ সূত ও মাগধেরা মঙ্গল-প্রতিপাদক বাক্যদ্বারা ভরতকে স্তব করিতে লাগিলেন। দুন্দুভি সুবর্ণ-কোণ-

দ্বারা বাদিত হইতে লাগিল; শঙ্খ এবং অপরাপর সুস্বর বাদ্য-সকলও বাজিতে আরম্ভ করিল। শোক-সন্তপ্ত-হৃদয় মহাত্মা ভরত সেই সকল বাদ্য-ধ্বনিতে আরও শোকাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, সূত ও মাগধগণকে বলিলেন, 'আমি রাজা নহি;' এবং তৎক্ষণাৎ সমগ্র বাদ্যধ্বনি নিবারণ করিলেন। তদনন্তর তিনি সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বশিষ্ঠাধিষ্ঠিতা-সভা পূর্ণচন্দ্র-শোভিতা পৌর্ণমাসী-নিশার ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাজ-পুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ সভাগৃহে উপস্থিত প্রকৃতিবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, মধুরস্বরে ভরতকে বলিতে লাগিলেন:—"বৎস! রাজা দশরথ নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, তোমাকে এই ধন-ধান্য-পূর্ণ পৃথিবীরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। সত্য-ধর্ম্মনিরত রামচন্দ্র সাধুগণের সেবিত ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক, সমুদিত চন্দ্রমা যেরূপ জ্যোৎস্না পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পিতার ধর্ম্মানুমোদিত আদেশ পরিত্যাগ করেন নাই। তুমি অমাত্য-গণকে আনন্দিত করিয়া, পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর; অতএব ত্বরায় রাজপদে অভিষিক্ত হও।"

মহাত্মা ভরত বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় শোকাকুল হইলেন; এবং তাঁহাকে নিন্দা করিয়া, বাষ্প-গদ্‌গদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন;—"যিনি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সম্যক্ কৃতবিদ্য হইয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠানেই সতত নিরত রহিয়াছেন; আমার ন্যায় কোন্ ব্যক্তি সেই ধীমানের রাজ্য হরণ করিতে পারে? যে ব্যক্তি রাজা

দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে কি প্রকারে অপরের রাজ্য অপহরণ করিবে? এই রাজ্য রামের; এবং আমিও তাঁহার অধীন। মহর্ষি! এরূপ স্থলে আমাকে আপনার ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য বলাই উচিত। দিলীপ এবং নহুষের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা, গুণ-শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রঘুনন্দন রামই দশরথের রাজ্য লাভ করিবার যোগ্য পাত্র। যদি আমি অনার্য্যগণ-সেবিত, রাজ্য-গ্রহণরূপ পাপাচরণ করি, তাহা হইলে ইহলোকে ইক্ষ্বাকুকুলের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া, অখ্যাতি উপার্জ্জন করিব; এবং পরকালেও স্বর্গলাভে অসমর্থ হইব। আমার জননীদ্বারা যে পাপ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা আমার কদাপি অভিপ্রেত নহে। আমি এখানে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সেই অরণ্যাবস্থিত নরশ্রেষ্ঠ রামকে প্রণাম করিতেছি। তিনিই এই রাজ্যের রাজা; তিনি ত্রৈলোক্যেরও রাজা হইবার উপযুক্ত; আমি তাঁহারই অনুগামী হইব। আমি তাঁহাকে অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার সমস্ত উপায় অবলম্বন করিব। এক্ষণে আমার সেইস্থানে গমন করাই অভিপ্রেত হইয়াছে।"

ভরতের চতুরঙ্গ-সেনা গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়া, চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, নিষাদরাজ গুহ জ্ঞাতিগণকে বলিলেন, "যখন রথোপরি ঐ অত্যুচ্চ কোবিদার-ধ্বজ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধহয় দুর্ব্বুদ্ধি ভরত স্বয়ং আগমন করিয়াছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কৈকেয়ী-সুত ভরত, রাজা দশরথের সেই সুদুর্লভ সম্পূর্ণ রাজশ্রী লাভ করিবার অভিপ্রায়ে রামকে

নিহত করিবার জন্যই গমন করিতেছে। দশরথ-কুমার রাম আমার সখা এবং প্রভু। মাংস ও ফলমূল-ভোজী দাসগণ ভাগীরথী রক্ষা করিবার জন্য তত্তীরবর্ত্তী প্রদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করুক। পঞ্চশত-নৌকা-বাহন-যোগ্য শত শত নিষাদ-যুবক এবং যোদ্ধৃবৃন্দ সজ্জিত হইয়া অবস্থান করুক। যদি দেখিতে পাই, রামের প্রতি ভরতের আন্তরিক প্রীতি আছে, তাহা হইলেই তাহার সেনা নিরাপদে ভাগীরথী অতিক্রম করিতে পারিবে।

এই প্রকার আদেশ প্রদান করিয়া, নিষাদ-পতি গুহ মৎস্য, মাংস ও মধুপ্রভৃতি উপঢৌকনের সহিত ভরতের নিকট গমন করিলেন। ভরতের সহিত সাক্ষাৎকালে পরস্পরের প্রতি যথোপযুক্ত শিষ্টাচার এবং শিষ্টালাপ সম্পাদিত হইলে, গুহ তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি ত রামের নিকট শত্রুভাবে গমন করিতেছেন না?" পবিত্র-স্বভাব মহাত্মা ভরত নিষাদ-রাজের সেই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—"গুহ! আমার প্রতি তোমার ক্লেশকর আশঙ্কার কারণ উদিত হয়, এমন সময় যেন কদাপি উপস্থিত না হয়। রঘুনন্দন-রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং তিনি আমার পিতৃতুল্য। গুহ! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি তাঁহাকে অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবার জন্যই গমন করিতেছি। তুমি আমার প্রতি অন্য কোন প্রকার আশঙ্কা করিও না।" নিষাদ-রাজ ভরতের সেই প্রকার মধুর-বাক্যে নিরতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন;—"আপনি ধন্য!

এই ভূমণ্ডলে আমি ত আর কাহাকেও আপনার তুল্য মহাত্মা দেখিতে পাইতেছি না। আপনি এই অযত্ন-লব্ধ-রাজ্য পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; এবং বিপন্ন রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করিবার জন্য গমন করিতেছেন; ইহাতে আপনার কীর্ত্তি সকল-লোক-মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হইবে।”

নিষাদ-রাজের নিকট রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের ভাগীরথী তীরে জটাচীর ধারণের বিবরণ শ্রবণ করিয়া ভরত বলিলেন, “আমিও অদ্য হইতে ভূমিতলে অথবা তৃণ-শয্যায় শয়ন করিব; এবং নিয়ত জটাচীর-ধারী হইয়া ফল-মূল আহারপূর্ব্বক জীবন অতিবাহিত করিব। তৎপরে আমি অনায়াসে বনেই বাস করিব; এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে, আর্য্য অগ্রজের প্রতিশ্রুত বিষয় মিথ্যা হইবে না। জ্যেষ্ঠের জন্য আমি অরণ্য আশ্রয় করিলে, শত্রুঘ্ন আমার সহিত অবস্থিতি করিবে; এবং আর্য্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা-রাজ্য পালন করিবেন। অযোধ্যা-পুরীতে দ্বিজগণ রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন; দেবগণ আমার মনের এই অভিলাষ সফল করুন। আমি নতশিরা হইয়া, বহুপ্রকারে রামকে সন্তুষ্ট করিলেও, যদি তিনি প্রতি-শ্রুতি পালনে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আমিও চিরদিন তাঁহার সহিত বনে বাস করিব। কিন্তু তিনি কখনই বহুকাল আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।”

নিষাদ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, নর-শ্রেষ্ঠ ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি বশিষ্ঠ সমভি-

ব্যাহারে মহর্ষি-সমীপে উপনীত হইয়া, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, ভরদ্বাজ অপ্রসন্নচিত্তে "হাঁ, সকল মঙ্গল" এই-মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন। রামের প্রতি স্নেহবশতঃ মহর্ষি ভরতকে বলিতে লাগিলেন;—"তুমি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছ; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ, তাহা যথার্থরূপে আমাকে বল। আমার মনে তোমার অভিপ্রায় ভাল বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না। কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন রাম পিতৃ-আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার অভিলাষে সেই নিষ্পাপ রামের এবং তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা কর নাই ত?"

ভরদ্বাজের সেই প্রকার প্রশ্নে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, ভরত অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ও ব্যাকুলিত-বচনে বলিতে লাগিলেন,—"ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও, যদি আমাকে অপরাধী জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আমার জন্মই বৃথা। আমা হইতে রামচন্দ্রের বনবাস সঙ্ঘটিত হয় নাই; এবং আমি তাহা কখন মনেও চিন্তা করি নাই। মাতা আমার অনুপস্থিতিকালে আমার রাজ্যাভিষেক এবং রামের বনবাস-বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমার কদাপি অভিলষিত নহে, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হই নাই; এবং মাতৃবাক্যও স্বীকার করি নাই। আমি সেই নর-শ্রেষ্ঠকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহার পদদ্বয় বন্দনা করিয়া, তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিতেছি।

সম্প্রতি মহামতি রাম কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন।"

ভরদ্বাজ বশিষ্ঠপ্রভৃতি ঋষিগণ-কর্ত্তৃক ভরতের প্রতি প্রসন্ন হইবার নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া, প্রীতমনে বলিলেন;—"পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তুমি যখন রঘুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন গুরু-শুশ্রূষা, চিত্ত-দমন এবং সাধুগণের অনুবর্ত্তন, এই তিনটিই তোমাতে সম্পূর্ণ সম্ভব। তোমার মনোগত-ভাব আমি অবগত আছি। তথাপি উহা সকলের সাক্ষাতে ব্যক্ত হইয়া, দৃঢ়তর হউক; এই অভিপ্রায়ে তোমার কীর্ত্তিকে সাতিশয় বর্দ্ধিত করিবার জন্যই আমি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। মহাত্মা রাম ঐ মহাগিরি চিত্রকূটে অবস্থিতি করিতেছেন।"

ভরত রামাশ্রমে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণের মনেও সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু মহাপুরুষ রামচন্দ্র তাঁহার হৃদয় হইতে সেই আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া বলিতে লাগিলেন;—"আমার বোধ হয়, প্রাণতুল্য-প্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল ভরত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যাধি-কারী, এই কুল-ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছেন; এবং আমাদিগকে দর্শন করিবার জন্যই এক্ষণে এ স্থানে আগমন করিতেছেন; অন্য কোন প্রকার অভিপ্রায়ে আগমন করেন নাই।"

নরশ্রেষ্ঠ ভরত ভ্রাতৃদ্বয়-সমীপে উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন;—"ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য জটাচীর এবং অজিন ধারণ করিয়া, এস্থানে আগমন

করিয়াছ ; আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।" ভরত জ্যেষ্ঠ-বাক্য শ্রবণে প্রবল-শোকাবেগ কোনরূপে সংবরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিতে লাগিলেন ;—"আর্য্য ! আমার মাতা কৈকেয়ী স্ত্রীলোক ; মহাবাহু পিতা তাঁহার বাক্যানুসারে জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া, কনিষ্ঠকে রাজ্যদানরূপ দুষ্কর-কার্য্য করিয়াছেন ; এবং পুত্রশোকে ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শত্রু-দমন ! আমার জননী এইজন্য অযশস্কর মহৎ পাপে লিপ্ত হইয়াছেন। তিনি রাজ্য-লাভের ফল প্রাপ্ত না হইয়া, মহা-ঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি আপনার সেই দাসই আছি। অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আপনি অদ্যই ইন্দ্রের ন্যায় স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হউন।"

উপসংহার।



জ্ঞান ও কর্ম্ম।

জীবজগতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই, শিক্ষা জীবের জীবন-রক্ষার একটি প্রধান কারণ। সেই শিক্ষা বলে সাধারণ জীব ক্ষুধার সময় খাদ্য, তৃষ্ণার সময় জল, এবং বিশ্রামের সময় কোন নিরাপদ স্থান অন্বেষণ করিতেছে। সেই শিক্ষা-বলেই সাধারণ জীব খাদ্যা-খাদ্য-নির্ব্বাচনাদি কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে যে প্রকার অদ্ভুত শিক্ষা-কৌশল প্রকাশ করে, ধরাতলের শ্রেষ্ঠজীব মানবের মধ্যেও সে প্রকার শক্তি আমরা অনেক সময়ই দেখিতে পাই না।

বিহঙ্গমগণ সাধারণতঃ বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিয়া, জীবন যাপন করে। কোন কোন পক্ষী আমাদিগের বাসগৃহের অথবা নদী-তীরের পার্শ্ববর্ত্তী কোন নিভৃত স্থানে বাস করে। অনেক সময়েই পক্ষিগণ কুলায়ে বাস করে না; কিন্তু অণ্ডপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলেই, তাহারা বুঝিতে পারে, কুলায়-নির্ম্মাণের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। সারসাদি কতকগুলি পক্ষী অপর সময় পৃথিবীর অপরাপর ভাগে বিচরণ করিয়া, অণ্ড-প্রসবকালে ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষে আগমন করে। তাহারা বুঝিয়াছে, এই দুই দেশের জলবায়ু তাহাদিগের পক্ষে ঐ সময়ের উপযোগী।

সিংহ-ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুল কোন আরণ্য-প্রদেশ আশ্রয় করিয়া বাস করে। তাহারা শিক্ষা করিয়াছে, সেই প্রকার

প্রদেশই তাহাদিগের জীবন ধারণের অনুকূল স্থান। সেই সকল প্রদেশে ঐ দুরন্ত শ্বাপদকুলের সহিত তাহাদিগের নিত্য-ভক্ষ্য মৃগ-মেষাদি নিতান্ত হীনবল নিরীহ পশুগণকেও বাস করিতে হয়। সুতরাং ঐ দুর্ব্বল পশুগণকে আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা করিতে হইয়াছে। সেই শিক্ষাবলে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে; নতুবা শ্বাপদকুলের অত্যাচারে নির্ম্মূল হইয়া যাইত। সেই কারণে শ্বাপদগণকেও খাদ্য লাভের বিবিধ চাতুর্য্য শিক্ষা করিতে হইয়াছে। আরণ্য-প্রদেশ তাহাদিগের নিত্য-খাদ্য বহুজীবের বাসভূমি হইলেও, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি মহাপরাক্রান্ত শ্বাপদগণকেও অনেক দিনই অনাহারে কাটাইতে হয়।

নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রাণী মধুমক্ষিকা, পুত্তিকা এবং পিপীলিকাদির শিক্ষা-কৌশল ও সঞ্চয়-বুদ্ধি সর্ব্বজন-বিদিত। এই সকল নিম্ন শ্রেণীর জীবের শিক্ষার কিয়দংশ জন্মকালেই ভগবৎ-প্রদত্ত; অপরাংশ মাতা-পিতার নিকট প্রাপ্ত। তাহাদিগের সেই শিক্ষা অনেক সময় আমাদিগের বিস্ময়কর হইলেও, সেই শিক্ষা-প্রসূত বুদ্ধিকে আমরা জ্ঞান বলিতে পারি না; উহা সংস্কারমাত্র; উহার বিচারশক্তি নাই—উন্নতি অবনতিও নাই। কিন্তু মানবের সকল প্রকার শিক্ষার উদ্দেশ্যই জ্ঞানার্জ্জন; এবং সেই জ্ঞানদ্বারা ইহলোক এবং পরলোকের উন্নতি সাধক নানাবিধ কর্ম্মের সম্পাদন। জ্ঞানের অভাবে সাধারণ জীবকুল স্থিতিশীল; জ্ঞান-প্রভাবে মানব উন্নতিশীল হইয়াছে। মানবের নিত্য-নৈমিত্তিক যে কোন প্রকার কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য তদুপযোগী জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। মনুষ্যেতর জীবের শয়ন-ভোজনাদি ব্যতীত অবশ্য-সম্পাদ্য

অন্য কোনপ্রকার কর্ম্মও নাই। সুতরাং মানব-সমাজে জ্ঞানের প্রয়োজন কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য।

অতএব আমাদিগের জীবনের নানাবিধ কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্যই আমাদিগকে সর্ব্বদা নানাপ্রকারে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইতেছে। আমাদিগের চেষ্টা-লব্ধ সেই জ্ঞানের দ্বারা অধিকাংশ কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া, যদি সেই জ্ঞান কর্ম্ম-সম্পাদনে প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে দান-ভোগ-বিবর্জ্জিত কৃপণের ধনের ন্যায় আমাদিগের সেই জ্ঞানও সম্পূর্ণ নিষ্ফল। আমাদিগের শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, পুস্তক হইতে লব্ধ কর্ম্মহীন জ্ঞান এবং পরহস্তগত ধন, সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন। কারণ, কার্য্য সাধন জন্য আমরা ঐ উভয়বিধ ধনেরই সাহায্য লাভ করিতে পারি না। *

অতএব আয়াস-লব্ধ জ্ঞান কেবল আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। কর্ম্মই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এবং এই জগৎ আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র। জ্ঞান-সাহায্যে সেই সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় বলিয়াই, মানব-সমাজে জ্ঞানের এতাদৃশ সমাদর হইয়াছে। সুতরাং কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াই, আমাদের কখন নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয় ; সেই জ্ঞানকে তদুপযোগী কার্য্য-সম্পাদনেও নিযুক্ত করিতে হইবে।

---

* পুস্তকস্থাচ যা বিদ্যা পর-হস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

জ্ঞান আমাদিগের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-সম্পাদনের প্রধান উপায় হইলেও, একমাত্র উপায় নহে। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাইতেছি, আমরা কোন একটি কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা যত্ন করিতেছি; তদ্বিষয়ের উপযোগী জ্ঞানেরও আমাদের অভাব নাই; তথাপি সে কার্য্যও আমরা সম্পাদন করিতে পারিতেছি না। সুতরাং সেই কার্য্য সম্পাদনের জন্য জ্ঞানের সঙ্গে অপর কোন বিশিষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। সেই শক্তি আমরা কেবল জগদীশ্বরের নিকট হইতেই লাভ করিতে পারি; অন্যত্র সে শক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। এই কারণে কোন গুরুতর কার্য্যের সম্পাদনজন্য আমাদিগের তদুপযোগী জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নিকট হইতে শক্তি-লাভের চেষ্টাও করিতে হইবে। সেই শক্তিকে কেহ কেহ দৈবী শক্তি, কেহ বা ভাগ্য বলিয়া থাকেন। সেই ভাগ্য লাভ করিবার জন্য সাধনা প্রবৃত্তিও জগদীশ্বর আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

জগদীশ্বরের প্রতি আন্তরিক ভক্তি-বিশ্বাসই সেই শক্তি-লাভের একমাত্র উপায়। তিনি অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়া এবং অনন্ত জ্ঞানের আধার; তাঁহার নিকট যোগ্য প্রার্থীও কখন প্রত্যাখ্যাত হয় না। সেই বিশ্বাস হইতেই, জগতের সর্ব্ব ধর্ম্মা-বলম্বী, ধর্ম্ম-পরায়ণ মানবগণ বিবিধ উপায়ে জগদীশ্বরকে স্মরণ, চিন্তন এবং তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্রের রণ-স্থলে আত্মীয়-বন্ধুগণের বধ-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে বলিয়া, অর্জ্জুন অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময় অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান-কালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, যে কোন

কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন-কালে জগদীশ্বরে মন এবং সেই কর্ম্মের ফলাফল সমর্পণ করিয়া, আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে; শোকে দুঃখে বৃথা মুগ্ধ হইলে চলিবে না। *

সকল বিষয়ের জ্ঞান আমরা স্বীয় শক্তি ও বুদ্ধিবলে সহজে লাভ করিতে পারি না। সেই জন্য বিদ্যা, চরিত্র, জ্ঞান এবং ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, আমাদিগের তদুপযোগী জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুর প্রয়োজন হয়। বিদ্যালাভের জন্য সুশিক্ষক, চরিত্র লাভের জন্য সাধুসঙ্গ, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভের জন্য সদ্‌গুরু আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহাদিগের সাহায্য লাভ করিতে পারিলে, আমরা ঐ সকল বিষয়ে উন্নতির পথে সহজে অগ্রসর হইতে পারি; এবং অনেক ভ্রম-প্রমাদ হইতে রক্ষা পাই। যাঁহারা অসামান্য শক্তিশালী পুরুষ, তাঁহারা স্বয়ং সকল বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ মানবের সে প্রকার মনীষা ও শক্তি নাই। এই জন্যই ঐ সকল গুরুতর বিষয়ে জ্ঞান-বৃদ্ধ গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিলে, কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন হয়। †

---

* ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত-জ্বরঃ॥

সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ এবং আত্মাতে মন স্থাপন করিয়া, নিষ্কাম এবং মমতাশূন্য হইয়া, শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। গীতা, কর্ম্মযোগ।

† তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ গীতা, জ্ঞানযোগ।

প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবাদ্বারা জ্ঞান লাভ কর; জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকে (জ্ঞানলাভে) উপদেশ প্রদান করিবেন।